চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া ছিল। সে যে সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের রাতুল চরণের আশ্রয় লাভ করিয়াছে, ভ্রমেও তাহা বুঝিতে পারে নাই। সেই ঝি এতদিন তাহাকে একই মিথ্যা শুনাইয়া আসিতেছে! আজ দয়াময় বিপদের বজ্রালোকে এক মহান্ অন্ধকার নাশ করিয়া দিলেন। লাবণ্যের ক্রমে চক্ষু খুলিতে লাগিল; মনে আসিতে লাগিল, ঝি নিশ্চয়ই বিপিনের অর্থভোগী। তাহারই সাহায্যে বিপিন সে-দিন লাবণ্যের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল, বটে! কিন্তু প্রমোদ কৈ?

লাবণ্য সে গৃহ ত্যাগ করিয়া পার্শ্বের গৃহে প্রবেশ করিল। সে দেখিয়া বুঝিল, এটি প্রমোদের পূর্ব্বের সাজান বৈটকখানা। ছবি, ঝাড়, পাখা প্রভৃতি সরঞ্জাম পরিষ্কার ভাবে সাজান। কিন্তু মদ ত দূরের কথা, তামাক-চুরুটেরও কোথাও চিহ্নও সে দেখিতে পাইল না।

তখন লাবণ্য ঘর ছাড়িয়া বারান্দায় নামিল। সম্মুখে পুষ্পোদ্যান। জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। যাহার অন্তরে সুখ আছে, আজিকার এই শোভাময়ী রজনিই তাহার চক্ষে স্বর্গ। লাবণ্য দেখিল, অদূরে একটি প্রস্তর-বেদিকার উপর বসিয়া, প্রমোদ স্থির হইয়া কি ভাবিতেছে। সেই সুগঠিত নির্ম্মল আননে জ্যোৎস্না পড়িয়া রূপের প্রভা উছলে করিয়া তুলিয়াছে! কতদিন—কতদিন পরে এই স্বর্গতুল্য রজনীতে তাহার দেবতুল্য স্বামীকে চক্ষে দেখিয়া লাবণ্যের সকল অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল; মুহূর্ত্তে তাহার অন্তরের দারুন দুঃখ সে বিস্মৃত হইয়া গেল; স্থান, কাল সব ভুলিয়া নির্নিমেষ চক্ষে লাবণ্য সেই অপরূপ-কান্তির প্রতি চাহিয়া রহিল! সহসা প্রমোদের চক্ষু সেই দিকে পড়িল; বিস্মিত প্রমোদ জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" সেই স্বরে লাবণ্যর চমক ভাঙ্গিল। ধীরে ধীরে উদ্যানে নামিতেই প্রমোদ চিনিল, এ তাহারই অনেক সাধের লাবণ্য। জানি না, এই ক্ষুব্ধ রজনীতে প্রমোদের মনে আজ কি ভাবের আধিপত্য চলিতেছিল। এই স্থান ও কালের ভিতর যখন অন্তরে প্রেম ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন লাবণ্যকে সম্মুখে দেখিয়া অতৃপ্ত তৃষিত অন্তর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই—তখনই প্রমোদ আত্মসংযম করিয়া লইল;—হায়! লাবণ্য আর তাহার কে?

লাবণ্য ধীরপদে আসিয়া প্রমোদের সম্মুখে নতমুখে দাঁড়াইল। সে কি বলিবে? আজ জীবনে প্রথম দিনে স্বামীর সহিত সে কি বলিয়া প্রথম সম্ভাষণ করিবে? সে ভিখারিণী ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছে;—তবু কি বলিয়া যাহার কাছে সকল প্রাপ্যের দাবী, তাহার কাছে দীন অঞ্জলি প্রসারিত করিবে? লাবণ্যর দুই চক্ষে অশ্রু পুরিয়া আসিতে লাগিল। বলি বলি করিয়াও তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। প্রমোদই কথা কহিলেন, "এখানে তোমার কি প্রয়োজন?" লাবণ্য তখন প্রমোদের চরণতলে পড়িয়া বলিল, "বড় বিপদে পড়িয়া আসিয়াছি, তুমি রক্ষা কর।"

তাচ্ছীল্য-ভরে প্রমোদ বলিল, "চিরদিনই নিজে যা বুঝিয়াছ, তাহাই করিয়াছ—স্বামীতে ত তোমার কখনও প্রয়োজন হয় নাই;

আমিও তোমার কোন কাজেই প্রতিবন্ধক হই নাই। আজও তোমার যাহা ইচ্ছা করিলেই পার। আমার কাছে কিসের সাহায্যের আশা করিতে পার?"

লাবণ্যর ব্যথিত বক্ষে এই কথাগুলি বজ্র-তুল্য আঘাত করিল। সে কাঁদিয়া বলিল, "আমি বড় দুঃখিনী, আমায় একটু দয়া কর। তোমার চরণে জানি না কি অপরাধ করেছি যে, তুমি আমায় এমন করিয়া পায়ে ঠেলিয়াছ? কিন্তু আজ আমি সে দাবী করিতে আসি নাই। আমার দাদার বড় বিপদ্। তুমি ভিন্ন কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে? তাই আজ তুমি স্থান না দিলেও তোমার পায়ের কাছে আসিয়াছি। আজ আর নিষ্ঠুর হইয়া দূর করিও না।"

প্র। ওঃ সরোজের বিপদ্। তাই আজ আমার প্রয়োজন হয়েছে! কিন্তু আমার মত তুচ্ছব্যক্তি-দ্বারা কি উপকারের সম্ভাবনা?"

তখন প্রমোদের দুই পদ বক্ষে ধরিয়া লাবণ্য কাঁদিতে লাগিল; বলিল, "আজ তুমিও যদি এমন নির্দ্দয় হও, তা' হলে আর কোন উপায়ই থাকবে না। দাদা তো গিয়েছেই, আমিও আজ তোমারি পায়ের তলায় প্রাণ দেব।"

বুঝি, অন্তর্নিহিত গভীর প্রেম তাহার কালমেঘের আবরণ দুইহাতে ঠেলিয়া ধীরে ধীরে উঁকি দিতেছিল, তাই প্রমোদের অন্তর সকল সন্দেহ ও সকল যাতনাকে লাবণ্যর এক এক বিন্দু অশ্রুজলে ধৌত করিয়া পূর্ব্ব প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। এক নিমিষের জন্য প্রমোদের মনে হইল, এই যে মধ্যের সুদীর্ঘ যন্ত্রণার দিন, এ একটা দুঃস্বপ্নমাত্র! এবং সেই অগাধ প্রণয়-জলধিকূলে সেই প্রমোদ আর সেই লাবণ্য! প্রমোদের দগ্ধহৃদয় আজ গলিয়া গেল, সজল চক্ষে প্রমোদ লাবণ্যকে হৃদয়ে উঠাইবার জন্য দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিল; কিন্তু তখনই তখনই প্রমোদ আপনার বিদ্রোহী বাহু-দুইটি সংযত করিয়া লইল এবং অশ্রুসজল চক্ষে বলিল, "আমার পা ছেড়ে ওঠ, লাবণ্য! সরোজের কি হয়েছে?"

তখন লাবণ্য উঠিয়া প্রমোদের সম্মুখে দাঁড়াইল। রোদনোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া প্রমোদ ভাবিল, "যে চাঁদে এত সুধা, তাতেও এই কলঙ্ক!"

লাবণ্য বলিল, "দাদাকে খুন ও ডাকাতির অপরাধে সংশ্লিষ্ট বলিয়া পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে!"—বলিতে বলিতে লাবণ্যর চক্ষে আবার অশ্রুপ্রবাহ নামিয়া আসিল। দুই হাত জোড় করিয়া স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সে বলিল, "তুমি ভিন্ন আর কে আছে? একদিন দাদাকে অপার করুণা দেখিয়েছিলে; তাঁর দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসারে তাঁর অরক্ষণীয়া ভগ্নীকে বিবাহ ক'রে তাঁকে ভগ্নীদায় থেকে উদ্ধার করেছিলে; আজ আর একবার রক্ষা কর। আমার ভাগ্যে যাই থাকু, আমি জানি, তোমার করুণার অন্ত নেই।"

প্রমোদেরও পূর্ব্বকথা স্মরণে আসিতেছিল, চক্ষুও বুঝি একটু আর্দ্র হইয়াছিল। হায়! সে যে কত সাধ, কত আশার দিন! সে কি ভুলিবার? রুদ্ধ কণ্ঠে প্রমোদ উত্তর করিল, "লাবণ্য, শুধু দয়ার কথা কি বলছিলে? যখন আমি তোমায় বিবাহ করি, সরোজকে দয়া ক'রে করি নি। তুমি জান না, লাবণ্য!

তোমায় কতখানি ভালবেসে, তোমায় পাবার জন্যে কিরূপ উন্মত্ত হ'য়েছিলাম! আমার নয়নে তখন আর অন্য দৃশ্য ছিল না; আমার অন্তরে অন্য ধ্যান-জ্ঞান ছিল না; আমার এই ঐশ্বর্য্য, সম্ভ্রম, মান, খ্যাতি, সব একদিন তোমারই, পূজার অর্ঘ্য ক'রে সাজিয়ে রেখেছিলাম। যেদিন তুমি আমার গৃহে পা দিলে, সে-দিন আমার সারা জগৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল; আমার কতদিনের মানস-পূজা সার্থক মনে হ'ল। লাবণ্য! তোমায় দেখেই আমি বিবাহ ক'রে দীর্ঘ দিন প্রবাসে কাটিয়ে এসেছিলাম কেন, জান? আমার নিজের প্রেম পরীক্ষা কর্‌তে; লাবণ্য! আমি তোমায় যে কপট প্রেম দিয়ে বঞ্চনা কর্‌ব, সেটা আমার নিজের হৃদয়েই অসহ্য ছিল, তাই চোখের অদর্শনেও তোমায় কত ভালবাসি তাই পরীক্ষা কর্‌তে গিয়েছিলাম। তুমি যাই হও, কিন্তু আমার প্রেম আমায় বঞ্চনা করে নি; পুড়িয়ে খাঁটি কর্‌চে, তবু মাটি করে নি।" আকাশের পানে চাহিয়া প্রমোদ নীরব হইল; দুই চোখে দুটি অশ্রুবিন্দু চন্দ্রকিরণে ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল। আর লাবণ্য অবাক্ হইয়া সেই মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হায়! এই সুধা-হ্রদ তাহার চক্ষে মরীচিকামাত্র!!

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রমোদের যেন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল; কিঞ্চিৎ কঠিন স্বরে সে বলিয়া উঠিল, "অনেক রাত হ'য়ে গেছে, আর এখানে থাকার আশুবক দনা; ভিতরে গেলেই ভাল হয়। দেখি, আমি যদি পারি, কাল কলিকাতায় যাবার চেষ্টা কর্‌ব।"

যাইবার সময় লাবণ্য বলিল, "আর একটি কথা আছে। আমার দাসীর কোন প্রয়োজন নাই; তাকে জবাব দিয়ে যাও।"

প্রমোদ বিস্মিত হইয়া বলিল, "গৃহে তো অপর স্ত্রীলোক কেহ নাই! কি করিয়া থাকিবে?"

অবনত মুখে লাবণ্য উত্তর করিল, "ছোট থেকে মা নেই, সংসারেও আর কেউ ছিলেন না। আমার অমন থাকা অভ্যাস আছে। সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে কেউ ঘুর্‌লে আমার আরও অসুবিধা বোধ হয়।"

প্রমোদ কথাটা দৃষ্যভাবে গ্রহণ করিয়া বলিল, "হুঁ। আচ্ছা, তাই হবে।"

লাবণ্য মনে মনে বলিল, "এবার চক্ষু খুলেছে, বুঝেছি। বিপিন-দা এর মূল; আর ঐ মাগী তার হাতের কল; আচ্ছা তোমরা যা করবার করেছ,—এখন ভগবান্ কি করেন্, দেখি!"

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া লাবণ্য শুনিল, প্রমোদ প্রত্যুষেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। স্বামীর এই করুণায় তাহার চিত্ত দ্রব হইয়া গেল; দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। আজ মন্দিরে প্রমোদ নাই। পুরোহিত নিত্য-পূজা করিয়া উঠিয়া গেলে, লাবণ্য গিয়া ঠাকুরের পদতলে পড়িল। সারাদিন লাবণ্য আর বাহির হইল না। রাত্রির শয়নারতির পরে সামান্য প্রসাদ মুখে দিয়া সে নিজের ঘরের ভূমি-শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। একে ত তাহার দাদার এই ঘোর বিপদ্; তাহার উপর স্বামীকে সে যে আজ কি বিপদের মুখে পাঠাইয়াছে, তাহা তাহার অজ্ঞাত-নাই। তবে প্রমোদের অগাধ সম্পত্তির ভ

তরসাতেই জোর করিয়া ভ্রাতার সাহায্যের জন্য সে ধরিয়াছিল। আজ যদি দুকূলই ভাসিয়া যায়! হায় ঠাকুর! কোথায় তোমার অভয় চরণ-দুইটি! বিপন্না লাবণ্য আজ তাঁহারই আশ্রয় চাহিতেছে। দুঃখিনীকে বঞ্চিতা করিও না। (ক্রমশঃ)

শ্রীননীবালা দেবী।

প্রতীক্ষা।

বাতায়ন-ফাঁকে তরুণ অরুণ
তখন দেয়নি উঁকি,
তন্দ্রা-অলস নয়ন মেলিয়া
চাহে নাই সূর্য্যমুখী;
বিশ্ব-রাণীর তিমিরাবৃত
অবগুণ্ঠনখানি
রজনী তখন খুলে দিতেছিল
আলোর বারতা আনি';
ঊষা-তারাটীর লাজকম্পিত
স্নিগ্ধোজ্জ্বল ভাতি
কাল গগনের কালিমার আড়ে
কৌতুকে ছিল মাতি!
সারা প্রকৃতির মুখর কথাটী
ছিল মৌনতা ভরা,
তন্দ্রার হিম চুম্বনে ছিল
মন্ত্র-মুগ্ধ ধরা!
সারা নিশাখানি জেগে বসে আছি
তোমারি প্রতীক্ষায়,
বন্ধু, এ মোর মৌন ধেয়ান
ব্যর্থ কি হবে হায়!
যে আরতি-দীপ জ্বালায়ে রেখেছে
অন্তরে অহরহঃ,
আজ তুমি তারে তব মন্দিরে
সযতনে তুলে লহ!
পরাণের কোণে পুঞ্জিত ছিল
যে দারুণ অভিমান,
তীব্র দহনে নয়নের জলে
হয় নি'ক অবসান!
ব্যাকুল আশায় পথ চেয়ে আছে
ব্যথা ভরা এই চিত,
দীন পূজারীর পূজার অর্ঘ্য
রহিবে কি অনাদৃত!
লক্ষ যুগের মৌন ধেয়ান
সকাতর আহ্বান
টলাতে, বন্ধু, পেরেছে কি তব
পাষাণ অচল প্রাণ!
নিষ্কলঙ্ক অন্তরে মোর
রচিয়াছি এ সমাধি,
তোমার করুণ চরণ-রেণুর
পরশের পরসাদী।
চিরকাল রব ভিখারীর মত
তোমারি প্রতীক্ষায়,
নিষ্ফল হবে নয়নের বারি-
ঢালা দেবতার পায়!

শ্রীকিরণপ্রভা দে।

অষ্টাবক্র গীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বাদশ প্রকরণ।

গুরুণোদীরিতং জ্ঞানং ন কিঞ্চিদিব শাশ্বতি।
তৎস্বস্মিন্নপ্যভিজ্ঞাতুং শিষ্যো বদতি সাম্প্রতম্ ॥১॥

জ্ঞানাষ্টকে গুরু বলিয়াছেন যে, সাধক শূন্যের ন্যায় শান্ত হ'ন্। শিষ্য নিজের তাদৃশী অবস্থা জানাইবার জন্য সম্প্রতি বলিতেছেন।১।

কায়কৃত্যাসহঃ পূর্বং ততো বাগ্বিস্তরাসহঃ।
অথ চিন্তাসহস্তস্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥১॥

সাধক প্রথমতঃ শারীরিক কর্ম বর্জন করেন, অনন্তর বাগ্‌বাহুল্য ত্যাগ করেন, তারপর চিত্তের বৃত্তিও ত্যাগ করেন্; আমিও তজ্জন্য এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।

প্রীত্যভাবেন শব্দাদেরদৃশ্যত্বেন চাত্মনঃ।
বিক্ষেপৈকাগ্রহৃদয় এবমেবাহমাস্থিতঃ ॥২॥

শব্দাদি বাহ্য বিষয়ে প্রীতি নাই, আত্মাও অদৃশ্য, অতএব সমস্তপ্রকার চিত্তবিক্ষেপের হেতু ত্যাগ করিয়া একাগ্রহৃদয় হইয়া এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি। (কর্ম বা জপাদি-দ্বারা অনিত্য ফল পাওয়া যায়। তাহার নাশে দুঃখ। এজন্য শব্দাদি-বিষয়ে প্রীতি নাই; আত্মা অবাঙ্মনসগোচর; অতএব তাহার ধ্যানাদি করিবার অবসরও নাই— এইরূপে সমস্তপ্রকার চিত্তবিক্ষেপের হেতু ত্যক্ত হইয়াছে)।২।

সমাধ্যাসাদিবিক্ষিপ্তৌ ব্যবহারঃ সমাধয়ে।
এবং বিলোক্য নিয়মমেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৩॥

তথাপি সমাধিলাভ করিবার জন্য ব্যবহার আবশ্যক হয়—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন। যাহাদের চিত্ত কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অনর্থের মূলীভূত ভ্রমজ্ঞানের দ্বারা বিক্ষিপ্ত, তাহাদের পক্ষেই সমাধির প্রয়োজন; আমি শুদ্ধ আত্মা, আমার সমাধিরও প্রয়োজন নাই;—এই নিয়ম অবলোকন করিয়া এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৩।

হেয়োপাদেয়বিরহাদেবং হর্ষবিষাদয়োঃ।
অভাবাদদ্য হে ব্রহ্মন্নেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৪॥

আমি সর্ব্বপ্রকার অপূর্ণতাবর্জিত আত্মা, সুতরাং আমার পক্ষে হেয় বা উপাদেয় কোন বস্তুই নাই; সুতরাং আবার আমার কোন প্রকার দুঃখও নাই সুখও নাই; অতএব হে ব্রহ্মন্ (গুরো) আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৪।

আশ্রমানাশ্রমধ্যানং চিত্তস্বীকৃতবর্জনম্।
বিকল্পং মম বীক্ষ্যৈতৈরেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৫॥

বর্ণাশ্রমাদির ধ্যান ও তৎপ্রযুক্ত চিত্ত-স্বীকার ও চিত্তবর্জন, এই সকলের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প সমুপস্থিত হয়; এজন্য আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৫।

কর্মানুষ্ঠানমজ্ঞানাদ্ যথৈবোপরমস্তথা।
বুদ্ধা সম্যগিদং তত্ত্বমেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৬॥

লোকে যেরূপ অজ্ঞানবশতঃই কর্মের অনুষ্ঠান করে, সেইরূপ অজ্ঞানবশতঃই কর্ম-হীনতা আশ্রয় করে; এই তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৬।

অচিন্ত্যং চিন্ত্যমানোঽপি চিন্তারূপং ভজত্যসৌ।
ত্যক্ত্বা তদ্ভাবনং তস্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৭॥

ব্রহ্ম অচিন্ত্য, এরূপ চিন্তা করিলেও আত্মা চিন্তার সদৃশ রূপ ধারণ করে ; অতএব 'ব্রহ্ম অচিন্ত্য' এরূপ ভাবনাও ত্যাগ করিয়া আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৭।

এবমেব কৃতং যেন স কৃতার্থো ভবেদসৌ।
এবমেব স্বভাবো যঃ স কৃতার্থো ভবেদসৌ ॥৮॥

এইরূপ স্বরূপসাধন যিনি করিয়াছেন, তিনি কৃতার্থ হ'ন। এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) যাঁহার স্বভাব, তিনি যে কৃতার্থ হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য-মাত্র ॥৮॥

ইতি অষ্টাবক্রগীতার এবমেবাষ্টক-নামক দ্বাদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নীতি ও বিবাহ।

কেবল ভৌতিক নিয়ম পালন করিলেই যে স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবন লাভ হয়, তাহা নয়। নীতিপালনের সঙ্গে স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ যোগ। মনুষ্য শরীর, মন ও প্রাণের সমবায়ে, তিনটির উৎকর্ষ-সাধনে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করে। প্রাণ, মন ও জড় জগতের রাজা ও নিয়ন্তা ঈশ্বর ; তাঁহারই নিয়মে এই সমস্ত চলে। সুতরাং সকল প্রকার নিয়ম অবগত হইয়া তদনুসারে চলিলে প্রাণ-মন অধিক স্বাস্থ্য ও সুখ প্রাপ্ত হয়। প্রাণের লক্ষ্য ধর্ম্ম। ধর্ম্ম কি ?—ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁহার বাধ্য হইয়া চলা। নীতির লক্ষ্য মনের সঙ্গে সম্বন্ধ জানা এবং তাহা পালন করা। Intuition বা সহজজ্ঞান-দ্বারা ঈশ্বর- ও পরকাল-তত্ত্বের মৌলিক জ্ঞান হয়। Conscience (বিবেক) দ্বারা মানুষের প্রতি কর্ত্তব্যের জ্ঞান হয়, এবং কর্ত্তব্য-পালনে সুখ ও হেলনে দুঃখ হয়।

নীতি ও বিজ্ঞান অতিক্রম করিয়া চলিলে শারীরিক এবং সামাজিক বহুপ্রকার অনিষ্ট হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদির দ্বারা মনকে বিকৃত বা অসুস্থ ত করেই অধিকন্তু শরীরের অনিষ্ট করে। এই সমস্ত রিপু-দ্বারা উত্তেজিত হইলে, শারীরিক অনেক-গুলি অণু নষ্ট হয়। সে জন্য শরীরও দুর্ব্বল হয়। আমরা সকলেই জানি যে, বড় রাগ করিলে মাথা ধরে, চক্ষু জ্বালা করে, বুক ধড়্‌ফড়্‌ করে। যে সর্ব্বদা রাগ করে, তার ভাল হজম হয় না। সেজন্য রাগী মানুষ অজীর্ণ রোগী (Dyspeptic) হয়। অজীর্ণ রাগকে বাড়ায়, রাগ অজীর্ণকে বাড়ায় ; এই দুই মিলে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, এবং ক্রমে কঠিনতর পীড়া আনিয়া পরিণামে তাহার অকাল মৃত্যু ঘটায়। ঈশ্বরনিষ্ঠ শান্ত সাধুগণ প্রফুল্লচিত্ত, সুস্থ, সবল ও দীর্ঘজীবী। ধর্ম্ম- ও নীতি-সম্বন্ধে অনেক

তত্ত্ব আছে? সে সমস্ত আমার বলিবার বিষয় নয়।

এখন বিবাহতত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু বলি। বিবাহের ধর্ম্ম ও নীতির সঙ্গে বিশেষ যোগ। পরিণয় মানবসমাজের মহান্ কর্ত্তব্য এবং করুণাময় ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট বিধান। বিধাতার নিয়তি (Necessity) ক্রমে পবিত্র প্রেমের দ্বারা চালিত হইয়া নরনারীকে বিবাহ-সূত্রে গ্রথিত করে এবং সন্তান উৎপাদিত করিয়া মানবজাতির প্রবাহ রক্ষা করে। দুইটি প্রাণ পবিত্র প্রেমে এক হইয়া প্রেমের তরঙ্গে আপনারা ভেসে যায় এবং জনসমাজকে ভাসাইয়া দেয়। তাহারা কৃপাপাত্র, যাহারা দাম্পত্য-প্রেমের লীলা, রসময়ের লীলা অনুভব করিতে পারে না। বিবাহ পাশব-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য নয়। ইহা বিধাতার গৌরবার্থে পবিত্র প্রেমে ডুবিবার জন্য।

পবিত্র দাম্পত্য প্রেম অমৃত সমান।
পাপী উদ্ধারিতে পৃথিবীতে স্বর্গের সোপান।
সাধু-ভক্ত জন সেই রস করে পান।
সে প্রেম কোথা বা পাবে অধম মানুষে,
বিলাস-বিকার-মত্ত এই পঞ্চভূতময় দেশে?

বিবাহিত জীবনই মানব-সমাজে সুখ-শান্তির প্রস্রবণ। ঐ প্রস্রবণ যদি কলুষিত হয়, তবে দূষিত স্রোত প্রবাহিত হইয়া মানব-সমাজকে নরকের দিকে লইয়া যায়। এই জন্য পরিণয়-বিষয়ে কতকগুলি জ্ঞাতব্য তত্ত্ব বলিতেছি।

উচ্চ হিন্দুশাস্ত্রের কথা প্রথমে বলি।

কন্যা যতদিন পতিমর্য্যাদা না জানে এবং ধর্ম্মসাধন অজ্ঞাত থাকে, ততদিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র। কন্যাকে এইরূপে পালন করিবেক এবং অতি-যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক ও ধন-রত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

বিজ্ঞান বলিতেছেন্ যে, শরীর পরিণতি লাভ করিবার পূর্ব্বের বিবাহের সন্তান সুস্থ এবং সবল হয় না। বাল্য-বিবাহের দ্বারা বিবাহিত বালিকাগণ অল্পবয়সেই সন্তানবতী হয় এবং তদ্দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ অনিষ্ট হয়।

প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার কোন এক প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলেন, যে, তাহার ত্রিশ বৎসরের পরিদর্শন ও অভিজ্ঞান-দ্বারা তিনি বলিতে পারেন যে, শতকরা ২৫জন স্ত্রীলোক বাল্য-বিবাহের ফলে invalid (চিররুগ্ন) হইয়াছে; আর ৫০ জন অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতেছে।" (The Inspector of schools, Bombay) বম্বের শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শক বলিয়াছেন যে, হিন্দু এবং পার্শিছাত্রীগণ ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বেশ মেধাবী ও পরিশ্রমী থাকে, কিন্তু বিবাহের পরেই তাহার সে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।

(The Sanitary Commissioner of India) ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যরক্ষা-বিভাগের কমিসনার তাহার ১৮৯৯ সালের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, কলিকাতায় শতকরা ৮-৪ এবং বম্বাইতে ১৮-৭ মৃত সন্তান জন্মে।

সুবিজ্ঞা বিদুষী Annie Bessnt'র 'Awake India'-পুস্তকে বাল্যবিবাহের বিষময় ফল পড়িলে, কাহার না হৃৎকম্প উপস্থিত এবং অশ্রুবর্ষণ হয়?

আর অধিক কথা বলিব না। যাহারা জোর করিয়া বুঝিবে না, তাহাদের কে বুঝাইবে ?

"অবোধকে বুঝাব কত, বোধ নাহি মানে,
ঢেঁকিকে বুঝাব কত, নিত্য ধান ভানে !"

ব্রাহ্মদের বিবাহ-আইন হইবার সময় তাঁহারা নানা বিচক্ষণ চিকিৎসকগণের মত সংগ্রহ করিয়া ঠিক করিয়াছিলেন যে, অন্ততঃ ১৪ বৎসর পূর্ণ না হইলে, কন্যা বিবাহের উপযুক্ত হয় না। পরের অভিজ্ঞান-দ্বারা জানিয়া তাঁহারা এখন প্রায়ই অন্ততঃ ১৬ বৎসর পূর্ণ না হইলে কন্যার বিবাহ দেন না। কেবল বয়স ধরিলে হইবে না। কুমারীকাল উত্তীর্ণ হইলেই, অন্ততঃ এক বৎসর পরে যুবতীর বিবাহ হওয়া উচিত ; এবং ২০-২২ বৎসর বয়সে যুবকের বিবাহের সময়।

বয়সের কথা ব্যতীত আর একটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। Improvident marriage—অসঙ্গত অবস্থায় বিবাহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। পরিবার প্রতিপালনের সঙ্গতি না থাকিলে কিংবা উপার্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ করিবে না। এরূপ বিবাহের ফল নিজের এবং সমাজের দারিদ্র্য আনয়ন করে। এইরূপ বিবাহই ভারতে বর্ত্তমান দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। যখন দেশে খাদ্যদ্রব্য এত মাহার্ঘ ছিল না, এবং চালচলনও সাদাসিদে ছিল, আহার ও পরিচ্ছদের বিলাসিতা ছিল না, তখনকার কথা অন্যপ্রকার। এখন একদিকে অসচ্ছলতা ও বিলাসিতা, আর অন্যদিকে বিবাহের খরচ-বৃদ্ধি ; এ-সময় কি অসঙ্গতি-বিবাহ চলে ? সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এখনকার যুবকগণ ছাত্রজীবনে বিবাহ করিতে চায় না। ব্রাহ্মসমাজ এবং উন্নত শিক্ষিত হিন্দুসমাজে ভদ্রলোকদের মধ্যে এরূপ বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অতিশয় অল্প। ধনীদের কথা অন্যপ্রকার। দেশের কয়জনই বা উচ্চশিক্ষা পাইয়াছে ? সুখের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দুঃখের কথা উপস্থিত হইয়াছে। শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে বিবাহের ব্যয় এতই বৃদ্ধি হইয়াছে যে, তাহাতে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা মারা যাইতেছে। কত কেরাণী এবং শিক্ষকের কন্যাদায়ে বাড়ি-ঘর বিক্রয় হইয়া যায়। পুরাতন কৌলিন্য-পণ অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ কতই বেশী। বরের পিতা ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় কন্যাকর্ত্তার রক্ত শোষণ করেন। হায়, হায়, দুঃখিনী ভারতজননী কপাল-পোড়া ! তাহা না হইলে, তাঁহার কৃতবিদ্য উন্নত সন্তানদের এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন ?

বিবাহের সময় স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। Hereditary disease বা বংশপরম্পরা-প্রবাহী রোগ যদি থাকে, কিংবা শরীরের অবস্থা এমন হয় যে, বিবাহ করিলে স্বাস্থ্যনাশ হইবে, তবে এরূপ অবস্থায় বিবাহ করিলে কেবল অকাল-মৃত্যুকে আহ্বান করা হয়।

বিবাহের পর অনেক দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। সংযমী হইয়া সকল বিষয়ের আতিশয্য পরিহার করিতে হয়। ঘন ঘন সন্তান হওয়া পরিহার্য্য। ঘন ঘন সন্তান হইলে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যনাশ হয় এবং তাঁহারা নিজে রুগ্ন হইয়া রুগ্ন সন্তান প্রসব করিয়া

নিজেদের এবং জনসমাজের অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠেন্। বলিতে লজ্জা হয় যে, এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী-দিগের মধ্যেও অনেকে আছেন, যাহারা বিজ্ঞান-জ্ঞান সত্ত্বেও সেকেলের বিজ্ঞানানভিজ্ঞ-ব্যক্তিগণ অপেক্ষা এ-সম্বন্ধে অনেক নীচে পড়িয়া আছেন। ব্রাহ্মণেরা হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত বিধি-ব্যবস্থা নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। এখনকার অনেকের নিকট বিজ্ঞান এবং শাস্ত্র—উভয়েরই সম্মান নাই।

বেহাগ যৎ

গৃহধর্ম্ম নিত্য-কর্ম্ম পরম সাধন,
পবিত্র তীর্থ এই সংসার-তপোবন,
প্রেমের আধার গৃহ-পরিবার বন্ধন,
প্রেমময় ঈশ্বরের প্রিয় নিকেতন।
আসক্তি মোহ-জঞ্জাল বিষয়ের
তমোজাল যোগবলে করিবে ছেদন।
ভজ ব্রহ্মপাদপদ্ম, হইবে জীবনমুক্ত,
সশরীরে স্বর্গধামে করিবে গমন।
বিবেক-বৈরাগ্য-নীতি, সম-দম-ক্ষমা
শান্ত-সযতনে করিবে পালন,
সুখ-দুঃখে সমভাবে বিধাতার হস্ত
দেখিবে, দয়াময়-নাম মহামন্ত্র করিবে স্মরণ।

শ্রীরাজমোহন বসু।

গাভীর কর্ত্তব্য।

যদি দুগ্ধের ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা হয়, তবে গাভীকে উত্তমরূপে দোহন করিতে হইবে। এরূপ না করিলে উত্তম গাভীও অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়। উত্তম দোহন দোহন-কারীর পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে। ব্যবসায় করিলে, কতকগুলি ফালতু দোহনকারী রাখিয়া দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। লোকের রোগ, শোক অথবা ছুটিছাটায় দোহনকারীর অনুপস্থিতিতে ফালতু দোহনকারীর দ্বারা কার্য্য লইতে হইবে। প্রত্যহ দোহনকারীরা যদি ছুটিছাটা না পায়, তবে তাহারা উত্তমরূপে কার্য্য করে না। তজ্জন্য উত্তম গাভীও অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়। গাভী খারাপ হইলেও উত্তম-দোহন-দ্বারা তাহার উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে, কিন্তু খারাপ দোহন-দ্বারা উত্তম গাভীও অধম হইয়া যায়।

দুগ্ধ-দোহনকারীদিগকে উত্তমরূপে কার্য্য করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পুরস্কার-দ্বারা উৎসাহ দিবে। নতুবা তাহাদিগের বেতন প্রথমে অল্প রাখিয়া, উত্তমকার্য্য দেখিলে বৃদ্ধি করিয়া দিবে। বেতন-বৃদ্ধির আশা থাকিলে, তাহারা উত্তমরূপে কার্য্য করিবে।

দোহনকারীদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবে, এবং দুই দলে যাহাতে প্রতিযোগিতা হয়, তাহা করিবে। এতদর্থে কোন্ দোহন-কারী কত দুগ্ধ বাহির করিল, তাহার হিসাব প্রত্যহ রাখিবে ও উত্তম দোহনকারীদিগকে কিছু বক্সিস্ বা তাহাদিগের বেতন-বৃদ্ধি করিয়া দিবে। তাহা হইলেই তাহাদিগের মধ্যে একটা ঘোরতর প্রতিযোগিতা হইবে এবং পুরস্কার বা বেতন-বৃদ্ধির লোভে তাহারা উত্তমরূপে কার্য্য করিবে। দোহন-

কারীরা যদি একস্থানের হয়, তবে তাহারা সঙ্ঘ করিয়া বেতন-বৃদ্ধি করাইবার চেষ্টা দেখে। এইজন্য কাপ্তু লোকের আবশ্যকতা। কিন্তু সময় পড়িলে তাহাদিগের নিকট হইতে এরূপভাবে কার্য্য লইবে, যেন তাহারা ইহা না বুঝিতে পারে যে, তাহাদিগের ভিন্ন তোমার অন্য গতি নাই। নতুবা, তাহারা তোমাকে পুনরায় উত্যক্ত করিবে। একটা গোয়ালার মাসিক বেতন ৫৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা যথেষ্ট। প্রত্যেক লোককে দশটী গাভী এবং দশটী মহিষ দোহন করিবার ভার দিবে।

দোহন করিতে হইলে, শীঘ্র শীঘ্র দোহন করাই শ্রেয়। মনে কর, পূর্ণদুগ্ধবতী একটি গাভী দিনে ১২ সের দুগ্ধ দেয়, অর্থাৎ সকালে ছয় সের এবং সন্ধ্যাকালেও ছয় সের। এরূপ গাভীকে দোহন করিতে চারি মিনিটের অধিক সময় লওয়া উচিত নহে। দোহনটী নিঃশব্দে, উত্তমরূপে এবং শীঘ্র হওয়া চাই। খারাপ দোহনের দ্বারা উত্তম গাভীও এক সপ্তাহের মধ্যেই শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে। অপত্য-প্রসবকাল হইতে দুগ্ধ শুষ্ক হইবার সময় পর্য্যন্ত গাভীর দুগ্ধ দিবার কাল গড়ে ২৪০ দিন।

ছয় সপ্তাহ ধরিয়া গাভীগুলি শুষ্ক থাকে। স্বাস্থ্য উত্তম হইলে তাহারা সন্তান-প্রসবের দুইমাস পরেই চরম সীমায় দুগ্ধ দেয়। ক্রমে তাহাদিগের দুগ্ধ কমিয়া আসে। আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গাভী উত্তমরূপ দুগ্ধ দিয়া থাকে।

বলদের সহিত রমণ করিলে গাভীর দুগ্ধ মাত্রায় এবং গুণে কমিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধের গুরুত্ব ও চর্ব্বির অংশের হ্রস্বতা হয় এবং উফ করিলে দুগ্ধ জমিয়া যায়। এরূপ অবস্থা অবশ্য অধিক দিন থাকে না।

পশুকে আহার দেওয়ার পরই দোহন করা উচিত। প্রত্যেক দোহনকারীকে একটা ঝাড়ন দিবে। তদ্দ্বারা তাহারা দোহনের পূর্ব্বে গাভীর বাঁট ও স্তন ঝাড়িয়া লইবে। অন্যথা বাঁটের ধূলা দোহন-কালে দুগ্ধে পড়িতে পারে। দোহনকারীদিগের নখ সর্ব্বদাই কর্ত্তিত থাকা চাই; নতুবা বাঁট ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। দুগ্ধ-দোহনের পর ঝাড়নের দ্বারা গাভীর বাঁট পুনরায় মুছিয়া দিবে। এ-প্রথাটী বিশেষতঃ নবপ্রসূতা গাভীর পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। নবপ্রসূতা গাভীগুলিকে সর্ব্বশেষে দোহন করিবে। দোহনকালে এক পার্শ্বের দুইটা বাঁট ধরিয়া দোহন করিবে না। সম্মুখের ও পশ্চাতের বাঁট ধরিয়া দোহন করিলে, দুগ্ধ ঠিক্ ঠিক্ নির্গত হয়; নতুবা দুগ্ধের ধারা নিয়মিত বাহির হইবে না।

দুগ্ধ-দোহন করিবার পূর্ব্বে বৎসকে গাভীর স্তন কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া পান করিতে দিবে। পরে তাহাকে গাভীর সম্মুখে রাখিয়া দোহন করিতে থাকিবে। গাভী এই সময়ে বৎসের গাত্র চাটিতে থাকে। দুগ্ধ-দোহন হইয়া যাইলে, বৎসকে টানিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। নতুবা বড় বৎসগুলি মাতার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া স্তন কামড়াইয়া বাঁটে ক্ষত করিয়া দিবে অথবা অন্য গাভীর নিকট যাইবে।—ফলে এই হইবে যে, অন্য গাভী অপরের বৎস দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া যাইবে এবং দুগ্ধ দিবে না। মহিষেরা অপরের বৎস নিকটে আসিতে দেখিলে প্রায়ই দুগ্ধ দেয় না। মহিষের বৎস পঙ্কত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহারা দুগ্ধ

দিতে চাহে না। এরূপস্থলে দুই এক ঘণ্টা সাধ্যসাধনার পর মহিষেরা দুগ্ধ দেয়।

বোগ্‌নো (বাঁটলোই) দোহন-পাত্রের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। টিন-পাত্র বা এনামেল পাত্র সুবিধার নহে। মৃন্ময় পাত্র সর্ব্বথা পরিত্যজ্য; কারণ মাটির পাত্রে ছিদ্র থাকায় দুগ্ধ তন্মধ্যে প্রবেশ করে ও ছিদ্রমধ্যে সঞ্চিত হইয়া পচিয়া যায়। ধৌত করিলেও তাহা পরিষ্কার হয় না। যদি এরূপ পাত্রে দোহন করা যায়, তবে তাজা দুগ্ধ পচা দুগ্ধের সংস্পর্শে আসিয়া অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

সংবাদ।

১। ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী মিঃ মণ্টেগু ও ভারত কাউন্সিলের সদস্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু নিরাপদে বিলাতে পৌঁছিয়াছেন।

২। পাবনা-জেলার দুলাইর সুপ্রসিদ্ধা ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা শরিফন্নেসা খাতুন চৌধুরাণী মহোদয়া বর্ত্তমান সময়ের বস্ত্র-সংকটের দিনে ৫০০ শত অনাথ দীন-দরিদ্রকে বস্ত্রদান করিয়াছেন।

৩। ব্রহ্ম-রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ, স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাপান এবং আমেরিকা ভ্রমণকালে যে পিয়ার্সন সাহেব তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটরী ছিলেন, সেই পিয়ার্সন সাহেব চীনের পিকিন-সহরে রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত এবং সাঙ্গাইয়ে প্রেরিত হইয়াছেন।

৪। ভারতরক্ষার আইন অনুসারে গিনি বা টাকা গলাইয়া অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করা অপরাধ বলিয়া গণ্য। গবর্ণমেণ্ট এতদিন কঠোরতা-সহকারে ঐ বিধানের প্রয়োগ করেন নাই। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, গিনি ও টাকা গলাইলে দণ্ড হইবে।

৫। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালী পল্টনের সুবেদার এ, কে, মিত্র আহত হইয়া মারা গিয়াছেন।

৬। বর্ত্তমান বৎসরে ভারতবর্ষের তিনজন ছাত্র "র‍্যাঙ্গলার"-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই তিন জন ছাত্রের মধ্যে একজন কলিকাতার মিঃ এ, সি, ব্যানার্জ্জি দ্বিতীয় জন পুনার মিঃ ডাইবি; তৃতীয় জন বোম্বাইয়ের মিঃ গুজিকর।

৭। নিম্নলিখিত ব্রাহ্মমহিলাগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন:—

প্রথম বিভাগ।

বীণা রায়চৌধুরী	...ডাওসেসন কলেজ
নলিনী দাসগুপ্তা	... বেথুন কলেজ
ললিতা রায়	... " "
সুবালা রায়	... " "
উষাবালা সেন	... " "

দ্বিতীয় বিভাগ।

সুষমা বন্দোপাধ্যায়	... বেথুন কলেজ
সুপ্রভা দাসগুপ্তা	... " "
সুহাসিনী রায়	... " "
ললিতা বসু	...ডাক্তসেসন কলেজ
আশা দত্ত	... " "
সুখময়ী লাহিড়ী	... " "
রাবেরা রায়	... প্রাইভেট

তৃতীয় বিভাগ।

সুরবালা সিংহ	... বেথুন কলেজ

৮। বোম্বাইয়ের সুবোধ পত্রিকায় প্রকাশ,—ছয়টী ব্রাহ্ম মহিলা ইণ্টারমিডিএট ইন্ আর্টস পরিক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন:—

(১) মিসেস্ আর্, আর্, নাবর, (২) কুমারী লবঙ্গিকা দিবেতিয়া, (৩) কুমারী ভবানী নটরঞ্জন, (৪) কুমারী ভানুমতী বীরকর; এবং (৫ ও ৬) কুমারী দেবও ভাণ্ডারকার।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 659. July, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৯ সংখ্যা। | আষাঢ়, ১৩২৫। জুলাই, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

বঙ্গ-সেনার প্রতি

(রাগিণী বিভাস)

বঙ্গমাতার বীর তনয়,
চল্ রে সবাই চল্,
সাত সাগরের পার হ'তে আজ
ডাক্ এসেছে, চল্!
মানিস্ নে আজ বাঁধা-বাঁধন,
রাখিস্ নে আজ ভয়,
শঙ্কা-হরা ডঙ্কা-নাদে
চল্ রে ও ভাই চল্!
মৃত্যুকে আজ তুচ্ছ করে
'জয় বৃটিশের' বল্,
বঙ্গমাতার বীর তনয়,
নির্ভীক প্রাণে চল্!

পুণ্য-রাজার পুণ্য-প্রজা—
তোদের অসীম প্রতাপ বল,
তোপের মুখে চলিস্ তোরা
তোরা মরণ-জয়ীর দল!

বঙ্গমাতার বুকের মণি,
চল্ রে সবাই চল্,
বীর-হৃদয় তোরা সবাই
জয় বৃটিশের বল্!
ডঙ্কা-নাদের তালে তালে
তোরা বাঁধিস্ বুকে বল,
নিখিল অরি বিনাশ করি
তোরা আনিস্ শান্তিজল!
সবার উপর রাখিস্ মনে
পরম পিতার বল,
মুক্ত কণ্ঠে গাহিস্ তোরা—
'তুমি দাও পরমেশ বল!'
তবে চল্ রে সবাই চল্ রে ওভাই
তোরা হোস্ নে ভীরুর দল,
পিতার নামে দেশের নামে
তোরা চল্ রে ওভাই চল্॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

কুলবধূ।

বধূ সংসারের ভূষণস্বরূপা। বধূর লজ্জা-বিমণ্ডিত কমনীয় কোমল মূর্ত্তি সংসারের তীব্রতা দূর করে, সংসারের শূন্যতা পূর্ণ করে এবং সংসারকে এক অভিনব সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়া থাকে। অকৃত্রিম স্নেহে পরিপূর্ণ, উন্মাদনাহীন প্রেমে পরিপূর্ণ, অবাধ করুণায় পরিপূর্ণ, অকপট পবিত্রতায় পরিপূর্ণ বিনয় ও সৌজন্যের প্রতিমূর্ত্তি বধূর হৃদয় জগতের এক অপূর্ব্ব বস্তু। অসামান্য-সৌন্দর্য্যশালিনী হইলেও বধূ গর্ব্বভরে আত্ম-প্রকাশ করিতে চাহে না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সবিশেষ পক্ষপাতিনী হইলেও বিলাসিতার প্রাগল্‌ভতায় দূষিতা নহে। বনফুলের মত স্নিগ্ধ মধুর লজ্জাময়ী বধূমূর্ত্তি পরিশ্রান্ত জীবনের বিশ্রামস্বরূপ, সন্তপ্ত জীবনের শান্তি-প্রস্রবণ স্বরূপ।

সংসারে নিভৃতভাবে অবস্থান করিলেও এই কোমলস্বভাবা বধূদিগের শক্তি ও দায়িত্ব বড় অল্প নহে। ইহারা সংসারের মজ্জা-স্বরূপা। এইজন্য সংসারে শান্তি ও অশান্তি ইহাদের গুণ ও দোষের উপর নির্ভর করে। যে বধূ সমস্ত সংসারের উন্নতিকামিনী হইয়া স্নেহ-মমতাদি-দ্বারা সকলকে একসূত্রে বন্ধন করিয়া রাখে, এবং অন্তর্নিহিত শক্তিস্বরূপ সকলকেই সংসারের মঙ্গলের জন্য একভাবে ও একপ্রাণে চালিত করে, সেইরূপ বধূই সংসারের শ্রী-স্বরূপা। সংসার ইহাদের দ্বারা পরম উন্নতি লাভ করে। প্রাচীনকালে এইরূপ গুণবতী বধূর সংখ্যা অধিক-মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কারণ, তখন সকলের ঈশ্বরের প্রতি একটা বিশ্বাস ছিল, স্বামীর প্রতি একটা অবিচলিত ভক্তি ছিল, স্বার্থের প্রতি তেমন দৃষ্টি ছিল না, চিত্তে সন্তোষের প্রাচুর্য্য ছিল এবং পুণ্যই জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এখন কালের প্রভাবে বাহ্য সভ্যতায় ভুলিয়া সকলে অন্তরের জিনিষ হারাইতে বসিয়াছে। তাই আমরা সুপবিত্র বধূমহলে অনেক অপবিত্রতার ছবি দেখিয়া থাকি। আমরা দেখিতে পাই যে, আর একপ্রকার বধূ আছে, যাহারা সংসারের কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল নিজেদেরই বিষয় ভাবিয়া ভেদবুদ্ধি-দ্বারা সংসার বিচ্ছিন্ন করিতে চায় এবং কেবল স্বার্থের জন্য সমস্ত সংসারের মঙ্গলামঙ্গল-চিন্তা করে না। ইহারা গৃহের অলক্ষ্মীস্বরূপা; ইহাদের দ্বারা সংসার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গুণবতী বধূ পিতৃগৃহ হইতে পতির সংসারে আসিয়া পিতৃগৃহ একরূপ বিস্মৃত হইয়া পতির সংসারকেই নিজের সংসার মনে করেন। তাই তিনি শ্বশুর-শ্বশ্রূকে স্বকীয় জনক-জননীর পদে স্থাপিত করেন, এবং কন্যার মত কায়মনোবাক্যে তাঁহাদিগের সেবা করেন, দেবরগুলিকে তাঁহার ভ্রাতার মত ও ননন্দাগুলিকে ভগিনীর মত দেখেন, এবং নিজের ক্ষুদ্রস্বার্থ ও সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সকলেরই হিতের জন্য তনুপাত করিতেও সঙ্কুচিতা হ'ন্ না। এই বধূগণ ধনীর কন্যা হইয়াও দরিদ্রের গৃহে পড়িলে পিতৃ-গৃহের ধনগর্ব্ব বিষের মত পরিহার করেন, এবং দরিদ্রের কন্যা সাজিয়া মোটা কাপড় ও মোটা ভাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া সর্ব্বদাই শ্বশুর,

শ্বশ্রূ প্রভৃতি পূজনীয়বর্গের সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকেন, দেবর ননন্দা, প্রভৃতি স্নেহাস্পদদিগকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত স্নেহ অর্পণ করিয়া, প্রাণ দিয়া তাহাদের মঙ্গল-কামনা করিয়া থাকেন, এবং পতি যতই নির্গুণ হউন্ না কেন, তাঁহাকে নিজের অভীষ্ট-দেব বলিয়া তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন্। পতির গৃহে ইহারা কষ্টকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান করেন না। দরিদ্র-সংসার বলিয়া যদি কেহ পতিগৃহের নিন্দা বা অপমান করে, ইহারা তাহা সহ্য করিতে পারেন না। সাবিত্রী রাজকন্যা হইয়াও বনবাসী সত্য-বানের হস্তে পড়িয়া বল্কলধারিণী বনবাসিনী সাজিয়াছিলেন। সতী রাজকন্যা হইয়াও ভিক্ষুকবর মহাদেবের হস্তে পড়িয়া ভিক্ষুকী-বৃত্তি অবলম্বন করাই পরম সৌভাগ্য মনে করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। অযোধ্যাপতি দশরথের কন্যা শান্তা ঋষ্য-শৃঙ্গের সহধর্ম্মিণী হইয়া আজীবন ঋষিপত্নীর মত ছিলেন। এইরূপ গুণবতী বধূমাত্রই পতির সংসারকে নিজের সংসার মনে করেন এবং পতিকুলের সম্মানকে সর্ব্বতোভাবে নিজ সম্মান মনে করিয়া তাহা রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু গুণহীনা বধূরা শ্বশুরালয়ে যাইয়াও পরের কন্যার মত ঔদাসীন্য অবলম্বন করে। তাহারা শ্বশুর-শ্বশ্রূকে জনক-জননীর পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে চায় না, দেবর-ননদ-দিগকে ভ্রাতা-ভগিনীর মত ভালবাসিতে আদৌ পছন্দ করে না। শ্বশুর-শ্বশ্রূর সেবা কি ননদ-দেবরের আদর ও যত্ন করা তাহারা একরূপ বাহুল্যই মনে করে; বরং নিজের সুখপথের কণ্টক মনে করিয়া তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে ছাড়ে না। এই সমস্ত স্বার্থপরায়ণা বধূ স্বীয় পতিকে নিজের অভীষ্ট দেবতা বলিয়া যথার্থ ভক্তি করে না; নিজের স্বার্থসাধনের উপায়ভূত মনে করিয়া তাহার সহিত একটা দাম্পত্য সম্বন্ধ রাখে মাত্র, ও সর্ব্বদাই তাঁহার উপর প্রভুত্ব-স্থাপনের চেষ্টা করে। ইহারা কেমন করিয়া পতিকে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করতঃ নিজে সমস্ত সুখ নিষ্কণ্টকে ভোগ করিবে ও ইচ্ছামত বেশভূষা পরিধান করিবে, কেবল তদ্বিষয়েই উৎসুক থাকে। এজন্য সর্ব্বদাকুমন্ত্রণা দিয়া পতির চিত্তকে অন্য সকলের উপর বিরক্ত করাই ইহাদের নিত্যকার্য্য। ইহাদের "ইষ্টমন্ত্রে" ভুলিয়া অনেক মূঢ়পুরুষ চক্ষুর্লজ্জা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানে বিসর্জ্জন দিয়া অবশ্য-প্রতিপাল্য বৃদ্ধ জনক, বৃদ্ধা জননী ও নাবালক উপায়বিহীন ভ্রাতৃগণকে বর্জ্জন করিয়া থাকে। ইহাদের ভিতর আবার অনেকে এতই এক-লতাপ্রিয়া, যে সংসার ত দূরের কথা, এক-সমাজেই পাঁচ জনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকাও স্বার্থহানিকর মনে করিয়া, স্বামীকে লইয়া বিদেশবাসিনী হইয়া থাকে। শ্বশুর-গৃহ অপেক্ষা, পিতৃগৃহের সহিত সম্বন্ধ ইহাদের চিরদিনই অধিক থাকে। শ্বশুর-শ্বশ্রূকে শুনা-ইয়া শুনাইয়া ইহারা পিতৃগৃহের গর্ব্ব করিতে ভালবাসে এবং পিতৃকুলের গৌরব প্রকাশ করিতে যদি পতিকুলের নিন্দা করিতে হয়, তাহাতেও সঙ্কুচিত হয় না। কারণ, অনেক-স্থলে দেখা যায় যে, ইহাদের কুমন্ত্রণায় পতির বৃদ্ধ জনকজননী পরিত্যক্ত হইয়াছেন বটে,

কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের নিজেদের জনক-জননী প্রভুত্বের সহিত স্থান লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ গুণবতী বধূ যেমন মধুরবাক্য ও সৌজন্যদ্বারা সমস্ত স্বজন, পরিজন ও প্রতিবেশীদিগকে আকৃষ্ট করিয়া রাখেন, লজ্জা, দয়া, মায়া, ভক্তি, স্নেহ, পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজির দ্বারা সাধারণের সম্মানভাজন হ'ন, নির্গুণা বধূ তেমন কর্কশবাক্য ও অসদাচরণের দ্বারা সমস্ত স্বজন, পরিজন ও প্রতিবেশীদিগকে সর্ব্বদা উদ্ভ্যক্ত করিয়া থাকে এবং দম্ভ, বাচালতা, নির্লজ্জতা ও কদাচার প্রভৃতি দোষের দ্বারা সাধারণের বিরাগভাজন হয়।

এই দুই প্রকারের বধূচরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, সুশিক্ষার ফলেই বধূরা প্রায়ই গুণবতী হয় এবং কুশিক্ষা বা অশিক্ষার প্রভাবে গুণহীনা হইয়া থাকে। বধূদিগের এই শিক্ষার জন্য তাহাদের মাতাপিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী। কারণ, বাল্যবয়সে যখন তাহারা কন্যারূপে পিতৃগৃহে বর্ত্তমান থাকে এবং তাহাদের কোমল-চিত্তবৃত্তি শিক্ষাগ্রহণের পরম উপযোগিনী থাকে, তখন প্রত্যেক হিতকামী মাতাপিতার কর্ত্তব্য কন্যাদিগকে পরম যত্নসহকারে শিক্ষাদান করা। বৃদ্ধবয়সের অবলম্বন বলিয়া কেবল পুত্রকে যত্নপূর্ব্বক পালন করিলে ও শিক্ষাদান করিলে পিতৃকার্য্য সম্পূর্ণ হইল না। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"-কন্যাকেও অতিযত্নে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয় অনেক মাতাপিতা এ বিষয়ে সম্যক্ উদাসীন থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা কন্যা পরগৃহবাসিনী হইবে এবং নিজের কোনও উপকারে লাগিবে না বলিয়া তাহাদিগকে পুত্রের মত আদর-যত্ন বা শিক্ষাদান করা বাহুল্য মনে করেন, আবার কেহ কেহ বা কন্যা দুইদিন পরে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া শ্বশুর গৃহে যাইবে, এই চিন্তায় কাতর হইয়া যে দুইদিন কন্যা পিতৃগৃহে থাকে, সে দুইদিন তাহাকে অত্যধিক আদর করিয়া তাঁহাদের শিক্ষাদানের কর্ত্তব্যতা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান, কিংবা শিক্ষাদান তাঁহাদের কন্যার পক্ষে কঠোর হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া তাহাতে নিবৃত্ত থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ ধরিতে যাইলে আদরের উপরোধে শিক্ষাদানে বিরতি কন্যার প্রতি প্রকৃত আদরের পরিচায়িকা নহে। যে মাতাপিতা কন্যার সমস্ত জীবনের মঙ্গলামঙ্গল ভাবিলেন না—তাহাকে শিক্ষাদান না করিয়া, তাহার কেবল একটা আজীবনব্যাপী কষ্টেরই সূচনা করিয়া দিলেন—সে মাতাপিতাকে কন্যার প্রতি স্নেহবান্ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কন্যা দুইদিন পরে পরের হইবে বলিয়া যে-দুইদিন সে পিতৃগৃহে থাকিবে, সে-দুইদিন তাহাকে শিক্ষাদানের পরিবর্ত্তে তাহাকে অবাধ যথেচ্ছাচার করিতে দেওয়া হইবে,—এ কিরূপ কথা? মনু বারংবার বলিয়াছেন—

"বাল্যা বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি॥

স্ত্রীলোক বালিকাই হউন্, যুবতিই হউন্ অথবা বৃদ্ধাই হউন্, গৃহে কোনও কর্ম্ম স্বতন্ত্র হইয়া করিতে পারিবেন না।

"বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥"

স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে থাকিবে, যৌবনাবস্থায় স্বামীর বশে এবং স্বামীর মৃত্যু হইলে পুত্রের বশে থাকিবে; কখনও স্বাধীনতা লাভ করিবে না।

"অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দিবানিশম্॥"

পিতা, স্বামী প্রভৃতি সম্বন্ধিগণ স্ত্রীলোকদিগকে দিবারাত্র অস্বতন্ত্রা রাখিবেন্। বিশেষতঃ বাল্যকালই সমস্ত জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। এইকালেই বালিকাগণের কোমল হৃদয়ে সৎশিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইলে, সমস্ত জীবন ধরিয়া তাহারা তাহার সুফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য এ অবস্থায় তাহাদিগকে কুফলদায়ক যথেচ্ছাচারের অবসর না দিয়া, তাহাদের প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখা এবং যাহাতে সৎশিক্ষা লাভ করিয়া পরিণামে তাহারা একটী সুখময় গার্হস্থ্যজীবন ধারণ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করা প্রত্যেক মাতাপিতার অবশ্যকর্ত্তব্য।

কন্যাকে 'শিক্ষা দেওয়া' বলিতে গেলে কেবল 'রাশি রাশি পুস্তকপাঠের অবসর দিয়া তাহাকে একটা পুস্তক-কীটরূপে পরিণত করা' নহে, কিন্তু কিরূপে তাহার চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়, কিরূপেই বা সে বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গিয়া ভালরূপ গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করিতে পারে, এই শিক্ষাদানই প্রকৃত শিক্ষাদান। কারণ, মনু বলিয়াছেন—

"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥

পুরুষদিগের মত স্ত্রীদিগের উপনয়নরূপ বৈদিকসংস্কার, গুরুগৃহে বাস, অথবা হোমক্রিয়া নাই; কিন্তু বিবাহই স্ত্রীদিগের বৈদিক সংস্কার, পতিসেবাই তাহাদের গুরুগৃহে বাস, এবং গৃহকর্ম্মই তাহাদের হোমরূপ অগ্নিসেবা। বাস্তবিক পক্ষে ধরিতে গেলে স্বভাবতঃ কঠোরপ্রকৃতি পুরুষগণ সংসারের উন্নতির জন্য বাহিরে ধনাদির অর্জ্জনে ব্যাপৃত থাকিবেন, এবং তাঁহাদের কোমলপ্রকৃতি পত্নীগণ অন্দরে গৃহশ্রীরূপে বিরাজমান থাকিয়া কর্ম্মক্লান্ত পতির সেবাশুশ্রূষা ও সংসারের তত্ত্বাবধান করিবেন। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কর্ম্মবিভাগ আর কি হইতে পারে? সেইজন্য, কন্যা যাহাতে পতিগৃহে সংসারোজ্জ্বল-বধূ হয়, পতিকে ভালরূপ চিনিতে পারে, পতির সংসারকে নিজের সংসার বলিয়া ভাবিতে পারে, পতিকুলের মর্য্যাদাকে নিজের মর্য্যাদা বলিয়া চিন্তা করিতে পারে, স্নেহবন্ধনে পতিগৃহের সকলকে বশীভূত করিতে পারে, লজ্জা, দয়া, মমতা, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্মশীলতা, সেবাপরায়ণতা, নিঃস্বার্থতা, কর্ম্মপটুতা, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি গুণের অধিকারিণী হইয়া পতিসংসারকে এক শান্তিময় রাজ্যে পরিণত করিতে পারে, তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক মাতাপিতার অবশ্যকর্ত্তব্য।

শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে মাতাপিতার কন্যাকে নিজেদের সদ্দৃষ্টান্ত দেখানই প্রধান কর্ত্তব্য। কন্যা যদি দেখে তাহার জননী পিতার উপর প্রভুত্বপরায়ণা, সে অমনি স্বামীর প্রতি প্রভুত্ব করিতে শিখিবে। কন্যা যদি দেখে তাহার নির্লজ্জা জননী কর্কশবাক্যে সংসারের সকলকে উত্যক্ত করিতেছে, সে অমনি নির্লজ্জা হইয়া কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতে শিখিবে। কন্যা যদি

দেখে, তাহার মাতাপিতা ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করিয়া পাপক্রিয়ায় আসক্ত, অমনি তাহার মন অধর্ম্মের দিকে ধাবিত হইবে। কন্যা যদি দেখে তাহার মাতাপিতা দম্ভভরে কাহারও সহিত কথা কহে না, সে অমনি দাম্ভিকা হইতে শিখিবে। কন্যা যদি দেখে তাহার মাতাপিতা বিলাসিতার উপরোধে কেবল অপব্যয় করেন, অমনি সে অমিতব্যয়িতা শিক্ষা করিবে। এইরূপ মাতাপিতার সদৃষ্টান্ত দেখিলে কন্যার চিত্ত যে সৎপথে ধাবিত হইয়া থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা যে সময়ে সময়ে বিলাসের ক্রোড়ে পালিতা ধনিকন্যাকে দরিদ্র-শ্বশুরগৃহে বাস করিতে অনিচ্ছু দেখিতে পাই, তাহা যে তাহার মাতাপিতৃদত্ত কুশিক্ষা-দোষেই ঘটিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা আরও দেখিতে পাই, জনকজননীর প্রকৃতিগত গুণ ও দোষ জন্মসূত্রে কন্যাতে উপগত হইয়া থাকে। ধার্ম্মিক দম্পতীর কন্যা প্রায়ই ধর্ম্মশীলা হয়, উদারস্বভাব দম্পতীর কন্যা প্রায়ই প্রশস্তচিত্তা হয়, আবার পাপবৃত্ত-দম্পতীর কন্যা প্রায়ই পাপপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে ও সঙ্কীর্ণচিত্ত দম্পতীর কন্যা প্রায়ই ক্ষুদ্রমতি হয়। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ কন্যার কুল-শীলাদি সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া তবে কন্যা-পরিগ্রহের কথা বলিয়াছেন।

নিজেদের সদৃষ্টান্ত-প্রদর্শন ব্যতীত কন্যাকে অবসর-মত সদুপদেশ প্রদান করাও মাতা-পিতার অবশ্যকর্ত্তব্য এবং উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শিক্ষাপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কন্যা যাহাতে নানাবিষয়ে সদুপদেশ লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য প্রয়োজনমত বিদ্যাদান করাও কর্ত্তব্য। শকুন্তলাকে দুষ্মন্তগৃহে পাঠাইবার সময় মহর্ষি কণ্ব তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মা স্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥" অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

শকুন্তলে, পতিগৃহে যাইয়া গুরুজনদিগকে শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীদিগকে প্রিয়সখীর মত দেখিবে, স্বামি-কর্ত্তৃক অপমানিতা হইলেও ক্রোধবশতঃ তাঁহার প্রতিকূল আচরণ করিও না, পরিজনবর্গের প্রতি অত্যন্ত অনুকূলা হইও, এবং সৌভাগ্যে গর্ব্বিত হইও না। এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াই যুবতিগণ গৃহিণীপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন্। আর যাহারা প্রতিকূল আচরণ করে, তাহারা বংশের পীড়াস্বরূপ। অতিশয় অল্প কথায় পতিগৃহগামিনী কন্যার প্রতি পিতার উপদেশ, ইহা অপেক্ষা আর কি ভাল হইতে পারে?

কন্যার শিক্ষাদান বিষয়ে উদাসীন মাতা-পিতার এইটী অবশ্য ভাবা উচিত যে, তাঁহাদের শিক্ষাদানবিষয়ক যত্নের অভাবে যদি কন্যা শ্বশুরালয়ে গিয়া স্বীয় অসদাচরণের দ্বারা সকলের নিন্দাস্পদ হয়, তাহা কেবল তাঁহাদের কন্যার নিন্দা বলিয়া বিবেচিত হইবে না, পরন্তু তাহা তাঁহাদেরও নিন্দা। কারণ, সকলেই মনে করিবে যে, এমন কুলের মেয়ে আসিয়াছে যে, সংসার উচ্ছিন্ন করিয়া দিল! ইহা মাতাপিতার পক্ষে কম কলঙ্ক নহে।

কিন্তু বধূদিগের গুণ ও দোষের জন্য

কেবল তাহাদের জনকজননীকে দায়ী করিলে তাহাদিগের শ্বশুরগৃহের প্রতি পক্ষপাত দেখান হয়। অনেক স্থলে শ্বশুরগৃহের সংস্পর্শেও বধূচরিত্র বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনেক ভাল সংসারের কন্যা নীচ-শ্বশুর-গৃহের সংস্পর্শে নীচতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। "সংসর্গজা দোষ-গুণা ভবন্তি।" দোষগুণ সংসর্গ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা চিরপরিচিত কথা। বাস্তবিক, জীবনের অধিকাংশ সময় যাহাদের সংসর্গে থাকিতে হইল, যাহাদের সহিত জীবন এক অবিচ্ছেদ্য সূত্রে বদ্ধ হইল, যাহাদের সমুদয় বস্তু নিজের বস্তু বলিয়া গণ্য হইল, তাহাদের প্রকৃতির অংশভাগিনী হওয়া কোমলমতি বধূর পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ পাত্রের কুলশীল পরীক্ষা করিয়া কন্যাদান করিবার কথা বলিয়াছেন। মনুও বলিয়াছেন,

"যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥"

স্ত্রীলোক যেরূপ সাধু বা অসাধু পুরুষের সহিত বিবাহাদিতে মিলিত হয়, স্বামীর সেইরূপ গুণই সে প্রাপ্ত হয়; যেমন কোন নদী স্বাদুজলা হইলেও সমুদ্রসহযোগে লবণাক্তা হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই, একই গৃহস্থের এক কন্যা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে পড়িয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত শুদ্ধাচারিণী ও ধর্ম্মশীলা হইয়াছে, অপর কন্যা ধর্ম্মদ্বেষী নাস্তিকের ঘরে পড়িয়া সেইরূপ নাস্তিকভাবাপন্না হইয়া পড়িয়াছে, আর এক কন্যা ধনাভিমানী ধনীর গৃহে পড়িয়া হৃদয়ে গর্ব্বিতভাব পোষণ করিয়াছে, আবার আর এক কন্যা ভিক্ষোপজীবী দরিদ্রের ঘরে পড়িয়া ভিক্ষুকী-বৃত্তি অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিতা নয়। বাস্তবিকই, স্বামী ধার্ম্মিক হইলে পত্নীরও চিত্ত ধর্ম্মপথে ধাবিত হয়, স্বামী পাপবৃত্ত হইলে পত্নীরও প্রবৃত্তি ক্রমশঃ পাপমলিনা হইয়া থাকে, স্বামী সঙ্কীর্ণচিত্ত হইলে পত্নীরও চিত্ত ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, স্বামী বিলাসী হইলে পত্নীও ক্রমে বিলাসিনী হন্, স্বামী পরানিষ্টরত হইলে পত্নীও তৎসংসর্গে ক্রমশঃ পরানিষ্টপরা হইয়া থাকে, স্বামী অসংযতেন্দ্রিয় হইলে পত্নীর চিত্তও ক্রমশঃ অসংযত হইয়া পড়ে। ফল, কুলোজ্জ্বলা পত্নী পাইতে হইলে স্বামীরও পত্নীর শিক্ষকতাকার্য্যে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক স্বামীরই মনে করা উচিত যে, পত্নীর সহিত তাহার কেবল ভোগসম্বন্ধ নাই, পত্নী তাহার ক্রীড়াপুত্তলিকা নহে, পত্নী তাহার ক্রীতদাসী নহে! পত্নী সুখদুঃখে, সম্পদ্-বিপদে তাহার একমাত্র সহচরী, পাপপুণ্যের একমাত্র অংশভাগিনী, ধর্ম্মের একমাত্র সহকারিণী। এই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণভাবে শত জন্মান্তরের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছে! এবং স্বামীও পত্নীর পরম বন্ধু, পরম আশ্রয়, পরম গুরু। গুরুর মত সৎশিক্ষাদ্বারা পত্নীচরিত্রের উৎকর্ষসাধন করাই প্রত্যেক যোগ্য পতির কার্য্য। যে পতি তাহা করে না, তাহাকে অযোগ্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ কাপুরুষ পতি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এই সমস্ত হীন পতিগণ পত্নীকে ভোগসামগ্রী মনে করিয়া কেবল নীচ স্বার্থসাধনেই তাহাদিগকে চালিত করিয়া থাকে। পত্নীরও যে একটা দায়িত্ব আছে—পত্নীর ও যে একটা জীবনের আদর্শ আছে, পত্নীর উৎকর্ষাপকর্ষের

উপর যে তাহার সাংসারিক জীবনের শান্তি ও অশান্তি নির্ভর করে—একথা তাহারা ভুলিয়া যায়। ক্রমে তাহাদের পত্নীগণও স্বামীর প্রবর্ত্তনানুসারে কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন, দায়িত্বশূন্য ও স্বামীর নীচস্বার্থসাধনের একমাত্র উপায়ভূত হইয়া বধূকুলের কলঙ্কস্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকেন।

কেবল শিক্ষাভাবই বা কেন?—শ্বশুরগৃহের আদর-যত্নের অভাবেও অনেক বধূ খারাপ হইয়া যায়। বধূ যদি গৃহে আগমন করিয়াই স্বামীর অনাদর ও শ্বশুরশ্বশ্রূর নির্য্যাতন লাভ করিতে আরম্ভ করিল, তাহা হইলে পরকন্যা হইয়া সে কখনই বা সকলের বশীভূতা হইবে, কখনই বা পতির সংসারকে নিজের সংসার বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিবে? বরং বারংবার নির্য্যাতিতা হইয়া পরিশেষে আত্মরক্ষার্থ নিজেও কর্কশমূর্ত্তি ধারণ করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। অনেক বধূৎপীড়নশীলা শ্বশ্রূর যে পরিণামে বধূ-নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। সেইজন্য বধূদিগকে সযত্নে পালন করা এবং মিষ্ট ব্যবহার ও বস্ত্রালঙ্কারাদি-দ্বারা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখা অতিশয় আবশ্যক। নারীদিগকে কিরূপ সন্তুষ্ট রাখা উচিত, তৎসম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ।

কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি পতি, কি দেবর, ইহাঁরা সকলেই যদি প্রভূত কল্যাণ-লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে নারীদিগকে পূজা করিবেন ও ভূষিতা করিবেন।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

যে কুলে নারীগণ পূজিত হন, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন। আর যেখানে নারীগণ পূজিত হন না, সে বংশে সকল ক্রিয়া নিষ্ফলা হইয়া যায়।

"শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥

যে কুলে কুলস্ত্রীগণ কষ্টপ্রাপ্ত হন, সেই কুল শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়, আর যে কুলে তাহারা কষ্টপ্রাপ্ত হন না, সেই কুল সর্ব্বদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

"জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥

কুলস্ত্রীগণ অপূজিত হইয়া যে-সকল গৃহে শাপ প্রদান করে, সে সমস্ত গৃহ অভিচার-হতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

"তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ॥

অতএব যাঁহারা সম্পত্তি কামনা করেন, তাঁহারা বিবিধ উৎসবাদি-উপলক্ষে স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা অশন, বসন ও ভূষণদ্বারা পূজা করিবেন।

"সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা তর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥'

যে কুলে স্বামী পত্নীতে সন্তুষ্ট, এবং পত্নী স্বামীতে সন্তুষ্ট, সে কুলে নিশ্চয়ই সর্ব্বদা কল্যাণ হইয়া থাকে।

এই সমস্ত কারণ ব্যতীত শ্বশুরকুলের আর একটী দোষে বধূগণের চিত্তবিকার ঘটিতে পারে। সেটি পণগ্রহণ-লুব্ধতা। বিবাহের রজনীতে ধর্ম্মপত্নীরূপে পাতর সহিত পবিত্রবন্ধনে বদ্ধ হইবার সময় কন্যা দেখিল, তাহার সম্মুখে একটী থালার

উপর তাহার জনকের রুধিরস্বরূপ একরাশি রজতমুদ্রা ক্ষুধার্ত্ত শ্বশুর-মহাশয়ের লেলিহান রসনার পরিতৃপ্তিসাধনের জন্য দীপ্তি পাইতেছে! ইহাতে তাহার কোমলহৃদয়ে ধর্ম্মপত্নীত্বের পূতভাব উৎপন্ন হইতে পারে না। তাহার পর সে দেখিল, ঐ রজতমুদ্রা লইবার জন্য শ্বশুরমহাশয়ের জঘন্য কুশীদজীবীর মত লোলুপতা!—তাহার পর শুনিতে পাইল, কন্যাবিবাহে নষ্টসর্ব্বস্ব নিরাশ্রয় জনকের মর্ম্মচ্ছেদী তপ্ত নিঃশ্বাসের শব্দ!! তাহার পর ক্রমাগত সে দেখিতে লাগিল, শ্বশুরকুল-কর্ত্তৃক কন্যাদানাপরাধী জনকের ধারাবাহিক নির্য্যাতন!!! ইহাতে তাহার শ্বশুরকুলের উপর একটা আত্মীয়ভাব আসিতে পারে না। পিতৃদ্বেষী স্বামী ও শ্বশুরশ্বশ্রূর প্রতি তাহার একটা আন্তরিক ভক্তিভাব জন্মিতে পারে না। জন্মদাতার উৎপীড়কের সংসারে সে কখনই প্রকৃত মঙ্গলকামিনী হইতে পারে না। আবার পণপিপাসা অতৃপ্ত হইলে নির্দ্দয় শ্বশুরকুলের কঠোর দৃষ্টি অসহায়া বধূটীর উপর পতিত হইয়া তাহার সুকোমল চিত্তে ও অঙ্গে কত উৎপীড়নের লৌহশলাকা বিদ্ধ করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ নির্য্যাতিতা বধূর শ্বশুরকুলের প্রতি একটা মিত্রভাব আসিতে পারে না, বরং বিদ্বেষভাব গুপ্ত ছুরিকার মত তাহার হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকে এবং সুযোগ পাইলে সে সেই ছুরিকার আঘাত করিতে সঙ্কুচিতা হয় না।

যাহা হউক, গুণবতী বধূরাই সংসারের ভূষণ। তাঁহারা কেবল যে সমুজ্জ্বল গুণালোকে সমস্ত সংসার উদ্ভাসিত করিয়া রাখেন, তাহা নহে, সদ্‌গুণসম্পন্ন বংশধর প্রদান করিয়া কুলকেও গৌরবান্বিত করেন। গুণবতী জননীর সন্তান জন্ম হইতেই মাতৃস্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং জননীকর্ত্তৃক পালিত ও অবেক্ষিত হইয়া প্রভূত গুণেরই অধিকারী হইয়া থাকে। এই সমস্ত গুণবান্ বংশধরগণ কেবল যে পাণ্ডিত্যাদি-গুণদ্বারা নিজকুলকে উদ্দীপিত করেন, তাহা নহে, নিজের মহিমাময় দৃষ্টান্তের দ্বারা নিজের জাতিরও সমুন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। কাজে কাজেই দেশের এবং জাতির উন্নতি কুলবধূর গুণবত্তার উপর অনেকটা নির্ভর করে, সন্দেহ নাই।

গুণ ব্যতীত কুলবধূদিগের রূপ এবং স্বাস্থ্যও অল্পপ্রশংসনীয় নহে। রূপ যেমন স্বীয় আকর্ষণী শক্তির দ্বারা তাহাদিগকে সকলের স্নেহভাজন করিয়া থাকে, স্বাস্থ্যও তেমনি তাহাদিগকে কর্ম্মপটুতা-প্রদানপূর্ব্বক সংসারের উপযোগিনী করিয়া থাকে। বাস্তবিক আকারটা কদাকার হইলে, কেহ ভাল বাসিতে চায় না, ভক্তি করিতে চায় না, সম্মান করিতে চায় না, সংসারের লক্ষ্মী বলিয়া স্বীকার করিতে চায় না। আর যদি চির রুগ্না হইয়া শয্যায় পড়িয়া রহিল, তবে সংসার দেখিবে কখন্?—পতিসেবা করিবে কখন্? শ্বশুরশ্বশ্রূ, দেবর-ননন্দ ও পরিজনবর্গকে স্বব্যবহারে পরিতুষ্ট রাখিবে কখন্? সে নিজেই ত কর্ম্মে অপটু হইয়া পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিবে! সেই জন্য মনু বলিয়াছেন,—

"নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন
রোগিণীং।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন
পিঙ্গলাম্॥

যে স্ত্রীর মস্তকের কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাহার

অধিক অঙ্গ, যে চিররোগিনী, যাহার গাত্রে অল্পমাত্রও লোম নাই, যাহার গাত্রে অতিশয় লোম, যে নিষ্ঠুর-ভাষিণী এবং যাহার পিঙ্গল-বর্ণ নয়ন, এরূপ স্ত্রীকে বিবাহ করিবে না। কিন্তু—

"অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীং।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎস্ত্রিয়ম্॥

যে স্ত্রীলোক অঙ্গহীনা নয়, যাহার নামটী শ্রুতিমধুর, হংস ও মাতঙ্গের মত যাহার মনোহর গমন, যাহার লোম ও কেশ অস্থূল এবং দন্ত ক্ষুদ্র এমন কোমলাঙ্গী স্ত্রীকে বিবাহ করিবে।"

ফলতঃ যাহার গুণ, রূপ ও স্বাস্থ্যের সমবায় আছে, তিনি বধূকুলশিরোমণি। যাঁহার রূপ নাই, তাঁহার গুণ ও স্বাস্থ্য থাকিলেও তিনি সম্মানিতা। রূপহীনা এবং স্বাস্থ্যহীনা গুণবতী বধূও সকলের সহানুভূতির যোগ্যা। কিন্তু গুণহীন রূপ ও স্বাস্থ্য বধূদিগের পক্ষে আদৌ প্রশংসনীয় নহে। আর যাহার রূপ, গুণ ও স্বাস্থ্য এই তিনটীরই অভাব, সে বধূ হইলেও বধূনামের সম্যক্ অযোগ্যা!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

আবাহন।

এস বাঞ্ছিত, মম প্রাণে—
চির-বন্ধুর বিরহ-বিধুর
মর্ম্মেরি মাঝখানে!
আলোকে আঁধার নিরখি নিত্য
রহিল পরাণ চির অতৃপ্ত,
নীরস ধর্ম্ম বিফল কর্ম্ম
টানিছে তিমির-পানে।
দিবস মুদিছে নয়ন বাঁধুলি
শান্তি সুনীলে আসিছে গোধূলি,—
মধুর লগ্ন; কর হে মগ্ন
আশিস-শান্তি দানে?

বহিল পবন মধুরে পরশি
হৃদয়-মরম, অঙ্গ হরষি,
দুলিছে পর্ণ, শুনিবে কর্ণ
তোমার বাঁশরী-তানে?
বসে আছি তাই সজাগ শ্রবণে
নিভৃত বিরল বিজন-ভবনে,
আজি একান্ত এস হে কান্ত!
জীবনের অবসানে।
এস বাঞ্ছিত মম প্রাণে!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২৫)

নমিতা বরাবর আসিয়া ডাক্তার মিত্রের বাড়ীর সামনে পৌঁছিল। সেখানে রাস্তার পার্শ্বে 'গাবু' কাটিয়া একটি বালক মার্ব্বেলের গুলিতে 'টল' ছুঁড়িয়া মারিবার জন্য একাগ্র-মনোযোগে 'তাক্' ঠিক্ করিতেছিল। নমিতা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ করিল না। একটু পরে 'টল'

ছুঁড়িয়া, লক্ষ্যস্থ মার্ব্বেলের গুলিটিকে আঘাত করিয়া সে আপন-মনেই উল্লসিত হইয়া চীৎকার করিল,—"সাবাস্, মীর্!—"

সুযোগ পাইয়া, নমিতা তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "শোন খোকা, ডাক্তারবাবু কি হাঁসপাতালে বেরিয়ে গেছেন?—"

বালক বলিল, "বাবা?—হাঁ; এইমাত্র গেলেন; সেইখানে যান্।

নমিতা বলিল, "না, না; সেখানে যাবার দরকার নেই। তুমিই, বোধ হয়, কিশোর? আচ্ছা, তোমার মা কেমন আছেন্?—"

বালক পুনশ্চ মার্ব্বেলের গুলি চালিয়া, খেলিতে আরম্ভ করিয়া বলিল, "আমি কিশোর নই;—কুমার।—কিশোর বাড়ীতে আছে।—"

নমিতা বলিল, "আচ্ছা, একবার এস ত! তোমার মা'র সঙ্গে দেখা কোর্ব্বো। এস খোকা লক্ষ্মী ছেলে! একটিবার এস।....."

নমিতার উপর্য্যুপরি মিনতি-অনুরোধে বাধ্য হইয়া বালক গুলি-খেলা ছাড়িয়া উঠিল। কিন্তু তাহার মুখখানা অপ্রসন্ন হইয়া গেল। নমিতা চলিতে চলিতে বলিল, "তুমি বাড়ী থেকে কবে এলে?"

বালক বলিল, "পরশু ঠাকুমার সঙ্গে এসিছি।—"

ন। তোমার ঠাকুমা এখানে রয়েছেন্?

বালক। না, কাল নিমু-কা'র সঙ্গে দেশে গেছেন্। বাবা যে ভারী ঝগড়া করে!—"

বিস্ময় দমন করিতে না পারিয়া নমিতা বলিল, "মা'র সঙ্গে! সে কি!—"

ঠোঁট বাঁকাইয়া বালক বলিল, "বাবা-টা ঐ রকম! কারুখো দু-চক্ষে দেখ্তে পারে না। ভারী বদ্ লোক!—"

পুত্রের মুখে পিতার অপূর্ব্ব স্তুতি শুনিয়া নমিতা চমৎকৃতা হইল এবং প্রসঙ্গটা আর অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নয়, ভাবিয়া, স্তব্ধ রহিল। বালক নমিতাকে বাড়ীর মধ্যে আনিয়া উঠানের অন্যপার্শ্বে একটি ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিল—"ঐ ঘরে যান্; বৌ-মা ওখানে আছে।" তারপর দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষা না করিয়া, বালক 'গুলি' খেলিতে বাহিরে দৌড়াইল।

নমিতা একটু ফাঁপরে পড়িল। এ ঘরটি পূর্ব্বের ঘর নহে, অন্য ঘর। সুতরাং, হঠাৎ গিয়া ঘরে ঢুকিতে তাহার কুণ্ঠা বোধ হইতে লাগিল। ইতস্ততঃ করিয়া সে চারিদিকে চাহিল; দেখিল পূর্ব্বকথিতা সেই বামুন-দিদি রান্নাঘরের জানালা হইতে উঁকি দিয়া তাহাকেই দেখিতেছেন! নমিতা সমস্ত দ্বিধা ঠেলিয়া হাসিমুখে বলিল, "নমস্কার! একবার বেরিয়ে আসুন্ না! ইনি কোথায় রয়েছেন্, বলে দিন্।"

বামুন-দিদি, বোধ হয়, পূর্ব্বের কথা ভুলিতে পারেন্ নাই। সেইজন্য নমিতার এই সাদর আপ্যায়নে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলেন। মুখখানা ভারী করিয়া তিনি বলিলেন, "ঐ ত কুমার দেখিয়ে দিলে।—ঐ ঘরে আছে।"

নমিতা দেখিল ইহাঁর নিকট বেশী সাহায্য লাভের আশা ধৃষ্টতামাত্র। অগত্যা ধীরে ধীরে নির্দ্দিষ্ট ঘরের সাম্নে আসিয়া সে দাঁড়াইল। ঘরের দুয়ার ভেজান ছিল; ভিতরে কোনও সাড়া-শব্দ নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া নিঃশব্দে দুয়ার ঠেলিয়া নমিতা ঘরের ভিতরে ঢুকিল।

ঘরের জানালা-কয়টা সবই খোলা রহিয়াছে, মেঝেয় একটা পিকদানি ও তাহার পার্শ্বেই কাগজ-ঢাকা একবাটি সাগু রহিয়াছে। আরও কতকগুলা খুচ্‌রা জিনিস সেই ঘরের মেঝে পড়িয়াছিল। জানালার কাছে আধ্‌-ময়লা বিছানার উপর অতিশীর্ণ অতিবিবর্ণাকৃতি এক নারীদেহ পড়িয়া আছে। তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত।

তাঁহার দিকে চাহিয়া নমিতার প্রাণ চমকিয়া গেল, চোখ ফাটিয়া জল আসিল! আহা, হা! কি ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন! কয়দিন আগে, এই মানুষকে সে যে আর এক মূর্ত্তিতে দেখিয়া গিয়াছে!—আজ সে এ কি দেখিতে আসিল! নমিতা স্তম্ভিত হইয়া গেল!

নমিতা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিলেও, তিনি, বোধ হয়, তাহা বুঝিতে পারিলেন। ধীরে চক্ষু খুলিয়া, শ্রান্তি-অলস দৃষ্টি ফিরাইয়া তিনি তাহার পানে চাহিলেন। বোধ হয়, তিনি একটু বিস্মিতা হইলেন; ক্ষণকাল নির্ব্বাগ্‌-ভাবে চাহিয়া রহিলেন এবং তাহার পর শীর্ণ-হস্ত-দুইখানি তুলিয়া কপালে ঠেকাইয়া, ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "আপ্‌নি! মিস্‌ মিত্র! আসুন!"

ঢোক্‌ গিলিয়া বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে নমিতা বলিল, "বড় যে কাহিল হয়ে পড়েছেন'!—কবে থেকে এমনতর অসুখ হোল?—"

ক্ষীণহাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন, "সেই রাত্‌ থেকে, যে-দিন আপ্‌নি এসেছিলেন—।"

নমিতা তাঁহার বিছানায় বসিতে যাইতেছে দেখিয়া, তিনি ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া বলিলেন, "না না, এখানে বস্‌বেন না। আমার অসুখ খারাপ্‌।—কিশোর!—নাঃ, নেই! একটা আসন দেয় কে?.....আচ্ছা, এই খবরের কাগজখানা নিয়ে মেঝেয় বসুন্‌।"

তিনি বালিশের নীচে হইতে একখানি খবরের কাগজ টানিয়া নমিতার হাতে দিলেন। নমিতা সেখানি হাতে করিয়া লইল বটে, কিন্তু শয্যাতেই বসিল ও শান্তভাবে বলিল, "কেন ব্যস্ত হচ্ছেন্‌? আমি এই ত বেশ বসেছি।"

ডাক্তার পত্নী বলিলেন, "না—আমার বিষাক্ত নিঃশ্বাস। সাম্‌নে থেকে আর একটু সরে বসুন্‌—আর একটু—।"

আহত স্বরে নমিতা বলিল, "এ-সব কি কথা বল্‌ছেন আপ্‌নি! কি হয়েছে আপনার? সামান্য অসুখ। সেরে যাবেন্‌, ভয় কি!"

হতাশার হাসি হাসিয়া তিনি মাথা নাড়িলেন ও নীরবে চক্ষু মুদিলেন। নিঃশব্দে দুই বিন্দু অশ্রু চক্ষুর পার্শ্ব দিয়া গড়াইয়া পড়িল। একটু পরে তিনি দৃষ্টি খুলিয়া শান্তভাবে বলিলেন, "ভয়? নাঃ। নিজের জন্য কিছু না। তবে, 'গ্যাংগ্রোপিং থাইসিস্‌'! বড় বিশ্রী সংক্রামক রোগ।—আপ্‌নি অত কাছে বস্‌বেন না। আর একটু সরে যান্‌।"

নমিতার বুকের মধ্যে যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ হাহাকার করিয়া উঠিল! হা ভগবন্‌, এই তরুণ বক্ষের মাঝে সেই করাল ব্যাধি ক্ষুধিত থাবা পাতিয়া বসিয়াছে!—তবে! তবে ত সবই নিশ্চিন্ত!

নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রশান্ত হাস্যে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "বুঝ্‌তেই পার্‌ছেন, এবার চরম আক্রমণ; ছুটির ডাক্‌। এতদিন ভয়ের ভাবনায় কাতর ছিলুম্‌, এবার

ভগবানের উপর সব ভার!—আমি শাস্তি পেয়েছি। মিস্ মিত্র, আপনার সঙ্গে একটিবার দেখা কর্‌বার বড় ইচ্ছা ছিল। ভাগ্যে এসেছেন! না হ'লে আর হয় ত দেখা হোত না! সে, সে—কেমন আছে? কোন খবর জানেন্?—"

নমিতা কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তিনি উত্তর প্রত্যাশায় নমিতার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া নিরাশভাবে বলিলেন, "কোনও খবরই পান্‌নি তা হ'লে? সে চলে গেছে সেই রাত্রেই, তা আমি জানি! ক্ষোভের শাস্তি থেকে ভগবান্ আমায় নিষ্কৃতি দিলেন না।—উঃ! কি যাতনা!"

তিনি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া নীরব হইলেন। নমিতার চক্ষু দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে সান্ত্বনা দিবার মত একটা কথাও খুঁজিয়া পাইল না; নিঃশব্দে চোখ্ মুছিতে লাগিল।

একটু পরে তিনি মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন্ ও গভীর বিষাদের স্বরে বলিলেন, "প্রাক্তন ফল কেউ খণ্ডন কর্‌তে পারে না। আমার জন্মান্তরের কর্ম্ম যে বড় কুৎসিত ছিল, তার কোন ভুল নাই। নচেৎ অকারণে কেন এত মনস্তাপ, এমন নরক-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে? থাক সে কথা। সবই ভগবানের ইচ্ছা।—আপনি টাকা ফিরিয়ে দিতে এসেছেন, বুঝ্‌তে পেরেছি;—কিন্তু দেখ্‌ছেন্ ত অবস্থা! আর উত্থান-শক্তি নাই।—ওটা দয়া করে আপ্‌নার কাছে রেখে দিন্, সময় মত অসহায় গরীব-দুঃখীকে কিছু কিছু দান ক'রে দেবেন্; তাতেই সার্থক হবে।"

তিনি হাঁপাইয়া উঠিলেন্; আর কথা কহিতে পারিলেন না; থামিলেন। নমিতা দ্বিধায় পড়িয়া একটু ইতস্ততঃ করিল ও তারপর শক্ত হইয়া বলিল, "দেখুন্, আমার অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিকে যদি এ কাজের ভার দেন্, তা হ'লেই ভাল হয়—"

বাধা দিয়া তিনি হতাশভাবে বলিলেন, "আপ্‌নিও অস্বীকার কর্‌ছেন? কিন্তু আমার যে একটি সামান্য মিনতি রাখ্‌বারও কেউ নাই! আপ্‌নারা ত জানেন্ না, আমার অবস্থা কি!—"

একটু থামিয়া পুনর্ব্বার ভগ্নস্বরে তিনি বলিলেন, "কি জানি কেন, আমার ছোট বড় সকল ইচ্ছাতে আঘাত করাই তাঁর নিষ্ঠুর আনন্দ! ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে আমার মন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে; আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, সব পঙ্গু জড় হয়ে গেছে।—আমি জোর করে মন বুঝিয়ে ঠিক্ করেছি, সব ভগবানের ইচ্ছা! এখন অতিবড় যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধেও অসন্তুষ্ট হ'বার আমার সাহস নাই।"

ডান হাতটি চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিয়া, নখগুলি দেখিতে দেখিতে তিনি মৃদু-স্বরে বলিতে লাগিলেন, "অযোগ্যতার অপরাধ নিয়ে, অভিশপ্ত জীবন কাটিয়ে দিয়ে চল্লুম্; কারুকে সুখী কর্‌তে পারি নি। দেহের এই মৃত্যু, এ আমার মনকে মুক্তির আশ্বাসে ভরিয়ে দিয়েছে। সংসারে আজ কারুর কাছে কোন সাহায্য প্রার্থনা কর্‌বার নাই, কিন্তু আপ্‌নার দয়ার সম্বন্ধে একটু প্রত্যাশা ছাড়্‌তে পারি নি। সেই জন্যই নির্ভয়ে অপরাধ করেছি। আপ্‌নি কি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন?"

মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া নমিতা

বলিল, "না; সেজন্যে অসন্তুষ্ট হই নি। তবে আপনার অনুরোধ-পালন কর্‌তে না পারায়, বড় দুঃখিত হয়েছি।—আমার ত্রুটি নেবেন্ না। শুনেছেন ত, আমি বাড়ী পৌছাবার আগেই সে কাউকে কিছু না বলে, চলে গেছ্‌ল ?"

ডাক্তার পত্নী। "হাঁ, সব শুনেছি, ঠাকুর-পোর কাছে—।" এই বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন্। নমিতা একটু উৎসুক হইয়া বলিল, "ডাক্তারবাবুও কি সব শুনেছেন্ ?—"

সজোরে তিনি বলিলেন, "কিচ্ছু না! কে ওঁকে বল্‌তে যাবে ? আপ্‌নিও যেমন ! ওঁর ত সেই চিন্তায় ঘুম নাই!"

বিষম খাইয়া শুষ্ক কণ্ঠে তিনি কাসিয়া উঠিলেন ও মাথা তুলিয়া পিকদানির দিকে মুখ বাড়াইলেন। নমিতা ক্ষিপ্র-হস্তে পিকদানিটা সরাইয়া আনিল। 'থুঃ' করিয়া তিনি দুর্গন্ধ-ময় শ্লেষ্মা ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একদলা কাঁচা রক্ত পড়িল। ক্লান্তভাবে তিনি শুইয়া পড়িলেন ও নমিতাকে বলিলেন, "ঐ কোণে নর্দ্দমার কাছে জল আছে, হাতটা ধুয়ে আসুন—।"

নমিতা হাত ধুইয়া আসিয়া পূর্ব্বস্থানে বসিল এবং নোট-দুইখানি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া শয্যার উপর রাখিল, মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি ভাল হয়ে উঠুন্; নিজের হাতে দান কর্‌বেন।—সেইটেই সব চেয়ে ভাল।"

তিনি একটু ক্ষীণ হাসি হাসিলেন। নিজের কপালে হাত দিয়া বলিলেন, "ক'দিন থেকে মাথাটা ক্রমাগত ঘামছে। হাত-পায়ের জোর সব যেন ক্রমশঃ চলে যাচ্ছে,—এখন হাতটাও ইচ্ছামত ভাবে তুল্‌তে পারি নে, বড় কাঁপে!—আর শেষ হতে খুব বেশী দেরী নেই। কি বলুন্?

নমিতা কথাটা শুনিয়াও শুনিল না; বলিল—"আপনাকে এখন কে কে দেখ্‌ছেন ? ডাক্তারবাবু, আর —?

"হুঁ!—"বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন, "আর কেউ না।.....বহুদিনের ব্যাধি। এখন গেলেই নিষ্কৃতি পাই। নিজে জ্বালাতন হয়ে সবাইকে জ্বালাতন কর্‌ছি, এটা বড় দুঃখ।

ন। "ডাক্তারবাবু এখন আপনাকে দেখে গেছেন ? কি বল্লেন ?

ডাঃ পঃ। কিছু না—।

ন। সকাল বেলা।—

তিনি বিচলিতভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া ম্লানমুখে কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন্, "নিত্যি রোগী,—কত দেখ্‌বেন্! তা ছাড়া এ-ক'দিনে এতটা কাহিল হয়ে পড়েছি, তা জানেন্ না।"

"জানেন্ না! মোটেই না!" বলিয়া নমিতা স্তম্ভিত ভাবে পুনর্ব্বার বলিল, "তিনি কি মোটেই দেখেন না আপ্‌নাকে ?"

অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "পুরুষ মানুষ, তাঁর ঢের কাজ।"

নমিতা আত্মসংবরণ করিতে পারিল না; উত্তেজিত স্বরে বলিল, "বাইরে, রাজ্যের রোগী ঘেঁটে বেড়াচ্ছেন,—আর ঘরে এমন রোগী, একবার খোঁজ নেবার সময় পান্ না ?"

ডাঃ পঃ। না, খোঁজ নেন্ বই কি।

তাঁহার কুণ্ঠাজড়িত কণ্ঠ হইতে আর কথা বাহির হইল না।

অনেকগুলা কথা মনে পড়ায়, নমিতার মনের মধ্যে হঠাৎ ক্ষিপ্ত-ক্রোধ আলোড়িত হইয়া উঠিল। অধৈর্য্যভাবে সে বলিয়া ফেলিল, "কি রকম খোঁজ নেন্? স্ত্রী সঙ্কটাপন্ন রোগে শয্যাশায়ী—এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা! আর তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাহিরে আমোদে মাতামাতি করে বেড়াচ্ছেন .....!" নমিতা হঠাৎ থামিল। মনে পড়িল, এই রূঢ় সত্যটা এখানে না প্রকাশ করিলেই ভাল হইত।

ডাক্তার-পত্নী আহত-করুণ নয়নে ফিরিয়া চাহিলেন ও ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "উনি এখন বড়ই বাড়াবাড়ি করছেন, নয়? আমারও তাই ভয় হচ্ছে। বাইরের খবর তো কিছুই শুনতে পাই না! কি করে জানবো?....." খুক্ খুক্ করিয়া কাশিয়া, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, "কিশোর ও-ঘরে তোয়ালেটা ফেলে গেছে, এনে দিন্ তো, বড় ঘাম হচ্ছে।"

নমিতার মনে একটা অনুতাপের বেদনা বাজিতে লাগিল। আহা, সে কেন ও-কথাটা বলিয়া ফেলিল! কথাটা ঢাকা দিবার জন্য এখন কি বলা উচিত, ভাবিতে ভাবিতে, নমিতা ও-ঘরে গেল।

বাহিরে উঠানে খুব জোরে শক্ত ভারী জুতার আওয়াজ্ হইল। নমিতা ঘরের জানালা হইতে দেখিল, ডাক্তার মিত্র বাড়ী ঢুকিয়াছেন। নমিতার মন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তোয়ালে লইয়া ঘর হইতে সে বাহির হইতে পারিল না; চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সশব্দে রান্না-ঘরের রোয়াকে উঠিয়া ডাক্তার মিত্র রুক্ষভাবে বলিলেন "ডেকে পাঠান হয়েছিল কেন? কি হয়েছে?—বামুন-দি—গেল কোথা?—"

বামুন-দিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সাড়া পাওয়া গেল না। —কুমার চোরের মত কুণ্ঠিতভাবে আসিয়া বলিল, "বামুন-পিসি বলে দিয়েছিল যে মার হঠাৎ বড় যাতনা বেড়েছে।"

বিকট ভঙ্গীতে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া, অভিনয়ের বিদূষকের ব্যঙ্গ-নৃত্যের অনুকরণে কদর্য্যভাবে অঙ্গ-বিশেষের বিকৃত ভঙ্গিমা দেখাইয়া, ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "তবে আর কি! কেতার্থ হয়ে গেলুম্! 'যাতনা বেড়েছে!' মরে নি ত এখনো?—"

গট্ গট করিয়া আসিয়া স্ত্রীর কক্ষে ঢুকিয়া রূঢ় স্বরে বলিলেন্, "কি? কি হয়েছে কি?"

ব্যস্তভাবে ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কিছুই হয় নি। কে ডেকে পাঠিয়েছে, আমি ত জানি না!"

উত্তরে ডাক্তার মিত্র কি বলিলেন, তাহা নমিতা শুনিতে পাইল না। সে শুনিল, প্রত্যুত্তরে তাঁহার স্ত্রী একটু উত্তেজনার স্বরে বলিতেছেন, "চুপ কর, চুপ কর। নার্শ নমিতা মিত্র ও-ঘরে আছেন্।"

ডাক্তারের উগ্র কণ্ঠস্বর অন্তর্হিত হইল। ব্যস্ত-দ্রুত কণ্ঠে তিনি বলিলেন্, "কে?—কে রয়েছে?—নার্শ নমিতা? নমিতা রয়েছে? —ঐ ঘরে?"

এই বলিয়া ডাক্তার দ্রুতপদে বাহির হইয়া সোজা সেই ঘরের দিকে ছুটিলেন। নমিতা দেখিল, আর চুপ করিয়া থাকা চলিবে না।

—'ঝট্-ঝট্' করিয়া সশব্দে তোয়ালে ঝাড়িতে ঝাড়িতে সে ঘর হইতে বাহির হইল। ডাক্তার মিত্র সাম্‌নে আসিয়া কঠোর হাস্যে বলিলেন, "কে গো নমিতা-সুন্দরি!—"

সম্বোধনটা নমিতাকে যেন বেত্রাঘাত করিল!—অপমানাহত দৃষ্টি নত করিয়া সে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

শাণিত খরোজ্জ্বল দৃষ্টি নমিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "এখানে কি মনে করে?"

"ওঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি—"এই বলিয়া চট্ করিয়া পাশ কাটাইয়া, কম্পিত চরণে আসিয়া নমিতা ডাক্তার-পত্নীর ঘরে ঢুকিল। ডাক্তার মিত্র ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তারপর হঠাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাটি হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার-পত্নীর ঘরে ঢুকিয়া নমিতা দেখিল, তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যার উপর উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিতেছেন।—তাঁহার শুষ্ক-বিবর্ণ মুখ-চোখে তীব্র উত্তেজনার অগ্নিজ্বালা ঝকিতেছে!—নমিতাকে দেখিয়া তিনি ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "এসেছেন্—আসুন্!" —মুহূর্ত্তে শ্রান্তদেহে তিনি শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িলেন! হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সজোরে কাশির ঝোঁক আসিল। মুখ দিয়া ভল্ ভল্ করিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। নমিতা তোয়ালে ফেলিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে খবরের কাগজ-খানা ঠোঙ্গার মত মুড়িয়া তাঁহার মুখের কাছে ধরিল।—তিনি মাথা তুলিতে পারিলেন না, শায়িত অবস্থায় তাঁহার উপরই প্রচুর পরিমাণে রক্ত বমন করিয়া, ভগ্নস্বরে বলিলেন, "উঃ!—"

নমিতা সব ভুলিল! সদ্যঃ অপমানের আঘাতজ্বালাও মনে রাখিতে পারিল না; গভীর স্নেহের ব্যথায় তাঁহার মুখমণ্ডলে স্বর্গের করুণা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কোমল অনুনয়ের স্বরে সে বলিল, "অমন করে উত্তেজিত হবেন্ না; হঠাৎ কোন্ সময়ে 'হার্ট ফেল' হয়ে যাবে!—"

রক্তের ঠোঙ্গাটা পিকদানির মধ্যে ফেলিয়া দিয়া নমিতা হাত ধুইয়া আসিল। ঘরের কোণে একটা ছোট চামচ পড়িয়াছিল, সেটাও সে ধুইয়া আনিল ও উৎসুক দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিক চাহিল। কোথাও কিছু খাদ্য সে দেখিতে পাইল না। অগত্যা সেই সাগুর বাটির ঢাকা খুলিয়া এক চামচ সাগু তুলিয়া লইয়া সে সস্নেহে বলিল, "একটিবার হাঁ করুন্ না—!"

তিনি জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া উদাসভাবে আকাশ দেখিতেছিলেন; নমিতার কথায় ফিরিয়া চাহিলেন ও—ব্যাকুলভাবে মর্ম্মভেদী স্বরে বলিলেন, "আপনি জানেন্ না! আমার মত লোকের বেঁচে থাকাটা যে কত বড় অপরাধ, সে শুধু অন্তর্য্যামী জানেন্! মিস মিত্র—"

নমিতা বাধা দিয়া তাঁহার চিবুক টানিয়া ধরিল ও ব্যস্তভাবে বলিল, "চুপ করুন্; গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, আর কথা কইবেন না।—হাঁ করুন্, একটু সাবু খান্—।"

নমিতা কয়েক চামচ সাগু মুখে ঢালিয়া দিলে তিনি বলিলেন, "থাক্, আর নয়। পেট ভরে গেছে, আর পার্‌ব না। বমি হয়ে যাবে।

—মিস মিত্র, আপনার দাদা কতদিন পরে ফির্‌বেন ?"

নমিতা বলিল, "ঠিক্ বল্‌তে পারি না। তবে বেশী দিন দেরী নাই—।"

থামিয়া থামিয়া ক্ষীণস্বরে তিনি বলিলেন, "তিনি এলেই আপ্‌নি নার্শের কাজ ছেড়ে দেবেন্—।"

কথাটা প্রশ্নের, কি অনুরোধের নমিতা ঠিক্ বুঝিতে পারিল না; দ্বিধায় পড়িয়া চুপ করিয়া রহিল। তিনি ক্ষণেক নীরব রহিলেন, তারপর নমিতার হাতটা দুইহাতে মুঠাইয়া ধরিয়া, ধীরে ধীরে নিজের বুকের উপর টানিয়া লইলেন ও—জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, "না—না, নার্শের কাজ আর কর্‌বেন্ না। বড় বিশ্রী কাজ।"

নমিতা হাসি-হাসিমুখে বলিল, "না না, বিশ্রী কাজ বল্‌বেন না।—আর্ত্তের সেবা, বড় উঁচুদরের আনন্দের কাজ।"

তিনি ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ, আনন্দের কাজ; কিন্তু দাসত্ব যে বিষম;—বড় ভয়ানক ব্যাপার ?"

নমিতা বলিল, "কর্ত্তব্যের অনুরোধে সবই সইতে হয়।"

একটু জোরের সহিত তিনি বলিলেন, "অন্যায় অপমান পর্য্যন্ত ? না না, তা হতে পারে না।—আপনি জানেন্ না, মানুষ-বিশেষের স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি বড় ভয়ানক অস্বাভাবিক! কুৎসিত-প্রবৃত্তির তাড়নায়, তা'রা কতকগুলা ইতর-স্বভাব নারীর সঙ্গে মিশে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতার নীচে তাদের অবাধে পরিচালিত কর্‌বার সুযোগ পেয়ে,—জগতের সমস্ত স্ত্রীচরিত্র সেই ওজনে ঠিক্ করে রেখেছে! ওদের বিশ্বাস, ওরা ইচ্ছা কর্‌লে, স্বচ্ছন্দে যে-কোন স্ত্রীলোক নিয়ে, খেলার পুতুল বানাতে পারে!—অবশ্য নারীজাতির কলঙ্ক সে-রকম দুর্ভাগিনী যে কেউ নাই, তা বলছি নে। তবে আমি যতটুকু দেখেছি, তা'তে বোধ হয়, নারীর দুর্ব্বুদ্ধি অপেক্ষা, পুরুষের অপদার্থতাই, সংসারের ও সমাজের বেশী অনিষ্ট করে! স্ত্রীলোকের শক্তি অল্প; সে একলা হঠাৎ ভয়ানক হয়ে উঠ্‌তে পারে না! তাকে ভয়ানক করে তোল্‌বার জন্য, গোড়ায় পুরুষকে অনেক কাঠ-খড় যোগাড় দিতে হয়। আপ্‌নি কি বলেন্ ?—"

নমিতা একটু হাসিয়া বলিল, "ক্ষমা করুন্। ও-সব শ্রেণীর লোকের চরিত্রতত্ত্বে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই!"

তিনি খানিকটা স্থির দৃষ্টিতে নমিতার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; তারপর একটু বেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান্ আপনাকে এম্নি সুন্দর, এম্নি নির্ম্মল, এম্নি পবিত্র, এম্নি মধুর রাখুন্।—বাইরের কোন মিথ্যা অপমানে দুঃখিত হ'বেন না। যদি মানুষ হ'ন্, মানুষের মত সুদৃঢ় শক্তি নিয়ে, সমস্ত অন্যায়, সমস্ত অসত্যের আঘাত সজোরে প্রত্যাখ্যান করে চলবেন্। ভগবান্ আপনাকে সেই শক্তি দিন্। সঙ্কীর্ণচেতা নরনারীর মূঢ় ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হ'বেন্ না ওরা একের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-পালনে। অন্যকে বাধ্য করে—নয় কি ?"

নমিতা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নির্ব্বাক্ রহিল, কোন কথা বলিল না। বোধ হয়, তাহার বলিবার শক্তিও ছিল না।

একটি বালক ঘরে ঢুকিল। নমিতা চাহিয়া দেখিল,—এ কুমার নহে, কুমারের অপেক্ষা কিছু ছোট। সে বুঝিল এই বালক, কিশোর।

কিশোর বলিল, "বৌমা, জানালাটা বন্ধ করে দেব? সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে।"

নমিতার চমক্ ভাঙ্গিল; উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি তবে আজ আসি। নমস্কার!"

ডাঃ গঃ। "নমস্কার! মাকে আমার প্রণাম জানাবেন্! আর আপনার সঙ্গে,—এই শেষ দেখা—।

নমি। ও কি কথা? ও কথা বল্‌বেন না। আবার দেখা হবে। সময় পেলেই আমি আবার আস্‌তে চেষ্টা কর্‌ব—।"

শীর্ণ হাতখানি তুলিয়া নিষেধসূচক ইঙ্গিত করিয়া তিনি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "না না, আর আস্‌বেন্ না। —যেখানে সম্মান নাই, সেখানে পদার্পণ অনুচিত। আস্‌বেন্ না; আমি বারণ কর্‌ছি, আস্‌বেন্ না। যান্, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাড়ী যান্। হাত-পা ভাল করে ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে ফেল্‌বেন; এখানে সব ঘেঁটে চল্লেন্।"

বিষাদ-ভরা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া নমিতা ঘর হইতে বাহির হইল। বাড়ীর চৌকাঠ পার হইয়া নমিতা সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল, সাম্‌নে রাস্তার উপর ডাক্তার মিত্র ও একজন অপরিচিত ইংরেজ পুরুষ দাঁড়াইয়া কি কথা বলাবলি করিতেছেন্। অপরিচিত হইলেও সাহেবের 'পকেটের ষ্টেথোস্ কোপে'র দিকে দৃষ্টি পড়িতেই নমিতা অনুমানে বুঝিল,—ইনিই নবাগত ডাক্তার-সাহেব, কাপ্তেন জ্যাকসন্! সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া নমিতা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। নমিতাকে দেখাইয়া অস্ফুট স্বরে ডাক্তার মিত্র কি বলিয়া সাহেবের পিছনে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তার সাহেব তীব্র দৃষ্টিতে নমিতার মুখের দিকে চাহিয়া ইংরেজিতে বলিলেন, "তুমিই হাস্‌পাতালের তৃতীয় নার্স?"

নমি। হাঁ মহাশয়—।

সা। এ বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিলে?

উত্তর সংক্ষিপ্ত হওয়াই ভাল ভাবিয়া,—নমিতা বলিল, "হাঁ—।"

সা। "তোমার মত সুন্দরী যুবতীর পক্ষে একাকিনী ভ্রমণের প্রশস্ত সময় এই সন্ধ্যা-কালই বটে!"—এই বলিয়া ডাক্তার সাহেব কঠোর ভৎর্সনার দৃষ্টি হানিয়া ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইয়া অগ্রসর হইলেন। ডাক্তার মিত্র ক্রুর-বিদ্রূপের গুপ্ত হাসি হাসিয়া, নিরীহভাবে মাথা নোয়াইয়া তাঁহার পিছু পিছু চলিলেন্। তাঁহারা হাস্‌পাতালের দিকেই গেলেন্।

একি অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত ব্যবহার! নমিতা মূঢ়ের মত নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল! (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র বারোয়াঁ—একতালা।

ওগো　আমার নবীন পাখী, ছিলে তুমি কোন্ গগনে ?
আমার　সকল হিয়া মুঞ্জরিছে তোমার ঐ করুণ গানে !
জগতের গহন বনে
ছিনু আমি সংগোপনে,
না জানি কি লয়ে মনে
এলে উড়ে আমার পানে !
লয়ে তোমার মোহন বরণ,
মোর শুষ্ক ডালে রাখ্‌লে চরণ ;
আজ আমার জীবন মরণ
কোথা আছে কে-বা জানে !
ঝরে গেছে সকল আশা,
ফোটে না আর ভালবাসা,—
আজ তুমি বাঁধ্‌লে বাসা
কিসের আশে আমার প্রাণে ?

কথা ও সুর—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।　　স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

২　　৩　　০
পা পা পা II | মা রমা -জ্ঞা। রা সা -া। সা সা -া।
০ ও গো　　আ মা০ র　　ন বী ন　　পা খী ০

১　　২　　৩　　০
সা সরা সন্া I সা সা -া। গা -া গা। গমা পাঃ -মগঃ।
ছি লে০ ০০　　তু মি ০　　কো ন্ গ　　গ০ নে ০০

১
-পা পা পা। I
০ "ও গো"

২ ৩ ০ ১
গগা -মা I মা পা -া। মা পধা -পা। মা -পপা -পধপা। মা গা -া I
আমা র স ক ল হি য়া০ ০ ম ০ জ ০০০ রি ছে ০

২ ৩ ০ ১
I গা গা -া। গা গা -গমা। রগা রগমা মা। মা গা মা II
তো মা র ঐ ক ০ রু ০ ণ গা০০ ০ নে "ও গো"

২ ৩
[র্সা নদা দা। -পা মজ্ঞা] ০ ১
II পা পা পা। -মজ্ঞা জ্ঞা -মা। পা না -া। র্সা র্সা -া I
জ গ তে ০র গহ ন ব নে ০ ছি ন্ন ০

২ ৩ ০ ১
I নর্সা -া র্সনা। র্সা -র্সর্জ্ঞা -র্জ্ঞরা। -র্সা র্রা র্সা। (-না -নর্সা নর্সর্রা) I
আ ০ মি০ সং ০গো ০০ ০ প নে ০ ০ও ০গো০

১ ২ ৩ ০ ১
I না না না I না র্সা র্সা। না র্সর্রা -র্সা। নর্সা না না। দা দা -পা I
না জা নি কি ল য়ে ম নে০ ০ ০এ লে উ ড়ে আ ০

২ ৩ ০ ১
I পধা -া -পা। পা ধপা -মা। -া -পমা -গা। -গপা পা পা I
মা ০ র পা নে০ ০ ০ ০০ ০ ০ ও গো

২ ৩ ০ ১
I { সা মা -জ্ঞা। রা সরা -সনা। সা সমা -জ্ঞা। রা সরসা না I
ল য়ে ০ তো মা০ ০র মো হ০ ন ব রণ০ মোর

২ ৩ ০ ১
I সা গা -গা। গা গরা -গা। (গমা -া -জ্ঞরা। রজ্ঞমা জ্ঞরা সনা) I
শু ষ্ক ডা লে০ ০ রা ০ খ্‌লে ০০চ র০ ণ

০ ১ ২ ৩ ০
I গমা গা -মপমা। -া গা মা I মা মা -মা। পা পা -পা। পা পা -পা।
চ র ণ০ ০ আ জ আ মা র জী ব ন ম র ণ

১ ২ ৩ ০ ১
। পা ধা -পা I ধপর্সা পা পধা। পধা ধা -পা। মা -গা -গমা। রগা -রগমা মা।
কো থা ০ আ০০ ছে ০০ কে০ বা ০ জা ০ ০০ নে০ ০০০ ০

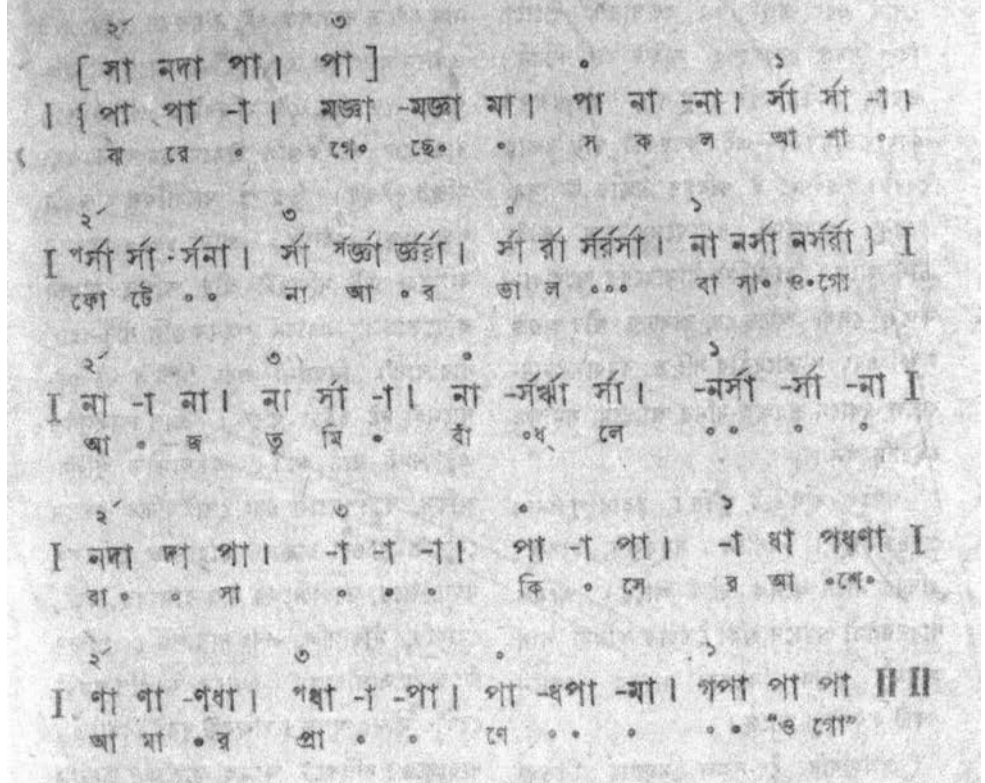

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যুক্তপ্রদেশ।

এলাহাবাদ—(প্রয়াগ)।

ইহা এলাহাবাদ-তহসিলের অন্তর্গত চেইল-পরগণার একটী সহর। যে-দিন হইতে ইহা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী হইয়াছে, সেই দিন হইতেই এলাহাবাদের উন্নতি বলিতে হইবে। ১৮৫৮ খৃঃ সহরটী রাজধানীরূপে পরিণত হয়। হিন্দুর নিকট ইহা প্রয়াগ-নামে খ্যাত। চীন-পরিব্রাজক হুয়েন্‌সঙ্গ বলেন যে, প্রয়াগ একটি অত্যন্ত বৃহৎ সহর। ১৯০১খৃঃ এলাহাবাদের জন-সংখ্যা ১৭২০৩২ ছিল। এলাহাবাদে একটী cantonment (সেনা-নিবেশ) আছে। উত্তর দিকে যে গড় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পুরাতন এবং পশ্চিমদিকের গড়টী নূতন।

প্রয়াগ তীর্থের মধ্যে রাজা। শঙ্খস্মৃতিতে লেখা আছে যে, প্রয়াগে পিতৃগণের উদ্দেশে যাহা কিছু অর্পণ করা যায়, তাহার ফল অক্ষয়। মহাভারতে লেখা আছে প্রয়াগ, বরুণ,

সোম এবং প্রজাপতির জন্মস্থান। প্রয়াগে বিষ্ণু সমস্ত দেবগণের সহিত বাস করেন। প্রয়াগ, প্রতিষ্ঠানপুর (ঝুসি), কম্বলাশ্বতর এবং ভোগবতী—এই কয়েকটী স্থান ব্রহ্মার বেদী। এইখানেই ঋষিগণ ব্রহ্মার উপাসনা করেন্। প্রয়াগেই দশাশ্বমেধ-নামে একটী তীর্থ আছে। বাল্মীকির রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডে লেখা আছে যে, রামচন্দ্র স্বীয় অনুজ লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবীর সহিত বনবাস-গমন-কালে এখানে ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমে সমাগত হইয়াছিলেন।

গঙ্গার বামতটে ঝুঁসি। ইহার পূর্ব্বনাম প্রতিষ্ঠানপুর। এখানে সমুদ্রকূপ, হংসকূপ প্রভৃতি নামে অনেক তীর্থ আছে। অনেক সাধুসন্ন্যাসী এখানে গুফা তৈয়ার করিয়া বাস করেন্। লালা কিশোরী-লালের এখানে একটি ধর্ম্মশালা আছে।

এলাহাবাদ যে-সকল মহল্লায় বিভক্ত তাহার প্রধানগুলির বিষয় নিম্নে বলা যাইতেছে :—

কটরা :—এখানকার বাজারটী সুবৃহৎ। জয়পুরের মহারাজ কটরা জয়সিংসিয়াইর নাম হইতে কটরা-নাম নিঃসৃত হইয়াছে। ইহাঁর বংশধরগণ মাফিদার অর্থাৎ নিকর। বাজারটী বথ্‌তিয়ারী এবং ফতেপুরে অবস্থিত। এখানে একটি Alfred park আছে। এইখানে হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ মন্দির দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, এইখানেই রামচন্দ্র ও ভরত ঋষি ভরদ্বাজের আতিথ্য-গ্রহণ করেন্।

দারাগঞ্জ :—এই স্থানের জনসংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ঔরঙ্গজিবের ভ্রাতা দারা-সিকোর নাম হইতে দারাগঞ্জ এই নামকরণ হইয়াছে। এখানে বাসুকির একটী মন্দির আছে। নাগ-পুরের ভোন্‌স্লা এই মন্দিরটীর প্রতিষ্ঠাতা। দারাগঞ্জে অনেকগুলি উত্তমোত্তম বাটী এবং মন্দির দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে মাধোজির মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। প্রায় ১৬০০ বৎসর ব্যাপিয়া এই মন্দিরটী স্বীয় অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। এখানে অনেকগুলি সাধু-সন্ন্যাসীর বাস। নিরঞ্জনী এবং নির্ম্মলি মঠ এই-খানেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাগওয়ালগণও এইখানেই বাস করে। এতদ্ব্যতীত পুলিস-অফিস, হাঁসপাতাল এবং পোষ্টঅফিস্ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। দারাগঞ্জে যে-সকল মহল্লাআছে, তাহাদিগের নাম রাজাবসু, বক্সী, মোহরি, মীরাগলি, এবং দারাগঞ্জ। পশ্চিম দিকে অলোপীবাগ। এখানে অলোপ-শঙ্করী দেবীর মন্দির আছে। মন্দিরটি খুবই বিখ্যাত। দারাগঞ্জের সন্নিকটে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যান আছে। তন্মধ্যে শোভাতিয়া বাগই প্রসিদ্ধ। এখানে একটি পুষ্করিণীও আছে।

কিডগঞ্জ :—এখানে নীচজাতীয় মুসল-মানের সংখ্যাই অধিক। বাটীগুলি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ও বসতি ঘন। এখানে সিদ্ধিয়ার মন্দির আছে। এখানে পুলিস-ষ্টেশনও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মুঠিগঞ্জ :—এখানে একটি বাজার আছে। বাজারটী এলাহাবাদের প্রথম কলেক্টর অহ-মুঠি সাহেবের নামেই নামালঙ্কৃত হইয়াছে। এই গঞ্জটীতে অনেকগুলি মন্দির দৃষ্ট হয়। জমুনা-মিসনও এইখানেই অবস্থিত। এত-দ্ব্যতীত মুঠিগঞ্জের পুলিস-ষ্টেশন এবং বেনারস-মহারাজের বাটী আমাদের দৃষ্টিপথের পথিক

হয়। বালুয়াঘাটের পশ্চিম দিকে বাহাদুর-গঞ্জ, আহিয়াপুর, মিরণপুর এবং দক্ষিণ দিকে দরিয়াবাদ অবস্থিত। এখানে খস্রুবাগ আছে।

মীরগঞ্জের উত্তর দিকটী জনপূর্ণ। এখানে সাহ আব্‌দুল জলিলের একটি সমাধি-মন্দির আছে। চকের উত্তরদিকে ভারতীভবন। এখানে সংস্কৃত পুস্তক অনেক আছে। পুস্তকাগারটী অতীব চমৎকার। লোকে বিনা অর্থব্যয়ে পুস্তক পড়িতে পায়। জনষ্টনগঞ্জে চৌক আছে। এখানে আথেরী বাজার এবং সব্জিমণ্ডি অবস্থিত। প্রথমটীতে বাসন ইত্যাদি এবং দ্বিতীয়টীতে শাকসব্জি বিক্রয় হইয়া থাকে। মকবুলগঞ্জের বিপরীতে "সরাইগাঢ়া" অবস্থিত। ইহাই পান্থনিবাস। ইহার পরই কলুভিন হাঁসপাতাল। রাস্তার অপর দিকে লালা মনোহর দাস এখানে চক্ষুরোগের জন্য একটী হাঁসপাতাল-নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মছলি-বাজার এবং কসাইখানা এই মহল্লাতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার পর করেলাবাগ এবং খুলদাবাদ-সরাই অবস্থিত।

খস্রুবাগ :—স্থানটী প্রস্তরের দেওয়াল-দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহা সম্রাট্ জাহাঙ্গিরের প্রমোদোদ্যান ছিল। তাঁহার পুত্রের নামে এই উদ্যানটীর নামকরণ হইয়াছিল। খস্রু বিদ্রোহী হইলে এই স্থানেই কয়েদী থাকেন্। এইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এইখানে খস্রু, তাঁহার মাতা ও ভগ্নীর কবর আছে। যেখানে উদ্যানের সুপারিণ্টেনডেণ্ট বাস করেন্, তাহা তাল্খালিবেগম-নামে খ্যাত।

এলাহাবাদে তিনটী পার্ক আছে :—যথা Alfred park, Macpherson park এবং খস্রুবাগ্। মিওর কলেজের সন্নিকটেই এ্যাল্‌ফ্রেড্ পার্ক। এখানে থর্ণহিল মইন্ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী আছে। এই পুস্তকালয়ে ইংরাজি, সংস্কৃত, আরবি, এবং ফারসীর উত্তম উত্তম পুস্তক দৃষ্ট হয়। পার্কের মধ্যে একটি চত্বর আছে, প্রতিশনিবারে এখানে ব্যাণ্ড বাজে।

এলাহাবাদে মুখ্য তীর্থস্থান ছয়টী :— যথা, ত্রিবেণী, বেণীমাধব, সোমেশ্বর-মহাদেব, ভরদ্বাজ, বাসুকি এবং অক্ষয়বট।

ত্রিবেণী :—এখানে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী মিলিত হইয়াছে। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে গঙ্গার জল শ্বেতবর্ণ এবং শীতল, কালিন্দীর জল কৃষ্ণবর্ণ এবং উষ্ণ। সরস্বতী প্রয়াগে আসিয়া লুপ্ত হইয়াছেন্। কেল্লার দক্ষিণে যমুনার তটে সরস্বতী-নামে একটি কুণ্ড আছে। এইখানেই যাত্রিগণ সরস্বতীর পূজা করেন। সঙ্গমের স্থানে গঙ্গাপুত্রগণ ধ্বজা-পতাকা-দ্বারা স্ব স্ব আস্তানা সুশোভিত করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধ্বজা দেখিয়া মানবগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের গঙ্গাপুত্র নির্ব্বাচিত করিয়া লয়।

বেণীমাধব :—ইনি প্রয়াগের মুখ্য দেবতা। দারাগঞ্জের এক মন্দিরে ইহার মূর্ত্তি বিরাজিতা।

সোমেশ্বর :—ইনি একটি শিবলিঙ্গ। গঙ্গার দক্ষিণ তটে অরেলের আগে একটী ক্ষুদ্র শিবালয়ে এই শিবলিঙ্গটী প্রতিষ্ঠিত আছে। নৌকারোহণ করিয়া লোকে ইঁহাকে দর্শন করিতে যায়।

ভরদ্বাজের আশ্রম কর্ণেলগঞ্জে অবস্থিত। এখানকার একটি মঠে ভরদ্বাজ-স্থাপিত শিবলিঙ্গ আছে। নিকটেই একটি অন্ধকারময়

তহখানায় ভরদ্বাজ প্রভৃতি কয়েকটি ঋষির মূর্ত্তি আছে। এইস্থানে অতিসাবধানে যাওয়া উচিত; কারণ, আলোকাভাবে অনেক সময় অনেক যাত্রীর ক্ষতি হইয়াছে।

বাসুকি :—ইনিই নাগরাজ। ইঁহার প্রতিমা গঙ্গাতটে দারাগঞ্জ-বস্তীতে অবস্থিত। প্রতিমাটী কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত এবং দেখিতে অতিসুন্দর।

অক্ষয়বটের বর্ণনা পরে করা যাইবে।

প্রয়াগে দর্শনীয় স্থানগুলির নাম :—হাই-কোর্ট, মিওর কলেজ, মেও-হল, মুনিসিপাল-সিটি হল, ছোটলাটের আবাস-ভবন এবং রেল্‌ওয়ে থিয়েটার।

এলাহাবাদে অনেক মন্দির ও পুরাতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। পাতালপুরী-মন্দির পুরাতন-প্রয়াগের চিহ্নমাত্র। দুর্গের নিম্নে ভূগর্ভস্থিত একটী মন্দির আছে। ইহার আকৃতি চতুর্ভুজের ন্যায়। ছাদটী স্তম্ভের উপর স্থিত রহিয়াছে। মধ্যে একটি লিঙ্গ অবস্থিত। একটি কোণে একটী মৃত বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূজারীরা তাহাতে প্রত্যহ জল দিয়া থাকে। বৃক্ষটীর পত্রাদি নাই। শতবৎসর পূর্ব্বেও ইহার অবস্থা এইরূপ ছিল। পূজারীরা বলেন্ যে, বৃক্ষটী এখনও জীবিত আছে। ইহাই অক্ষয়বট, নামে খ্যাত। রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবী নদী পার হইয়া ইঁহারই ছায়ায় বিশ্রাম করিয়াছিলেন। স্থানটী অন্ধকারপূর্ণ। দীপ জ্বালাইয়া যাত্রীদিগকে স্থানটী দেখান হইত। পরন্তু সহৃদয় ইংরাজরাজ ছাদে গবাক্ষ প্রস্তুত করিয়া গৃহটীকে আলোকিত করিয়াছেন্। গঙ্গার দিকে কেল্লার যে ফটক আছে যাত্রিগণ তাহা দিয়া প্রবেশ করে, এবং যে দিকে লোকদিগের বসতি আছে, সেই দিকের ফটক দিয়া বাহির হয়। অক্ষয়বটে যাহা কিছু চড়ান হয়, তাহা গোঁসাইয়ের প্রাপ্য। এখানে মহাদেব, গণেশ এবং অন্যান্য দেবতার মূর্ত্তি আছে। স্থানটী সম্পূর্ণরূপে আর্দ্র। পাহাড়ের দেওয়াল দিয়া জল টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতেছে। লোকের বিশ্বাস এই যে, আর্দ্রতাটী গুপ্ত সরস্বতীর অস্তিত্ব-নিবন্ধন হইয়াছে। থানেশ্বরের নিকট সিরহিন্দ নামক স্থানের বালুকারাশিতে সরস্বতী অদর্শন প্রাপ্ত হইয়া গুপ্তভাবে প্রবাহিতা হইয়াছেন্।

আকবর মন্দিরটীর উপর দুর্গ-নির্ম্মাণ করেন্। এখানে বৌদ্ধ মনুমেণ্ট আছে। চারিটী স্তম্ভের উপর অশোকের আদেশ ক্ষোদিত আছে। জহাঙ্গির আপনার পূর্ব্বজদিগের গৌরব এই স্তম্ভে লিখিয়া রাখিয়াছেন্। অশোকের আদেশের নিম্নে সমুদ্রগুপ্তের উৎকীর্ণলেখ রহিয়াছে। স্তম্ভটীতে একটি নাগরী লিপিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই লিপিটী আকবরের প্রসিদ্ধ সহচর বীরবরের। লিপিটী এই :—

(১) সম্বৎ ১৬৩২, শক ১৪৯৩ মার্গবদি পঞ্চমী
(২) সম্বর গঙ্গাদাসসুত মহারাজা বীরবর শ্রী
(৩) তীর্থরাজ প্রয়াগকী যাত্রা সফল লেখিতম্।

মেলা :—প্রতিবৎসর জানুয়ারি-মাসে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে মাঘ-মেলা হইয়া থাকে। মেলাটী ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় এবং তাহা সমগ্র মাঘ-মাস ব্যাপিয়া থাকে। যাত্রিগণ এই সময়ে মস্তক-মুণ্ডন করিয়া ত্রিবেণীতে স্নান করে। প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরে কুম্ভ-মেলা হয়। এই সময়ে বিভিন্ন মঠের সন্ন্যাসিগণ সমবেত হন্। যাঁহারা অত্যন্ত ধার্ম্মিক, তাঁহারা সারা

মাস ত্রিবেণীতে স্নান করেন্ এবং দিবাভাগে উপবাসী থাকে। যাঁহারা সমুদয় মাস এইরূপ নিয়ম-পালন করেন্ তাঁহাদিগকে কল্পবাসী কহে। সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও বসন্ত-পঞ্চমীতে স্নানের খুব ধুম হইয়া থাকে। অচলা সপ্তমী এবং একাদশীতে স্নান হয় বটে, কিন্তু তত ধুম হয় না। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের কুম্ভ-মেলায় আট লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। সাধারণতঃ বৎসরে প্রায় দেড়লক্ষ লোক আসিয়া থাকে। ভারতের এমন কোনও স্থান নাই, যেখান হইতে স্নানের জন্য লোক আসে না। কাশ্মীর হইতে মান্দ্রাজ এবং কান্দাহার হইতে কলিকাতা, ইত্যাদি স্থান হইতে লোকের খুব ভিড় হয়। এতদ্ব্যতীত সন্ন্যাসীদিগের তাম্বু পড়ে। এই সময়ে আহার্য্য বস্তু, পিত্তলের দ্রব্যাদি, দেবতার প্রতিমূর্ত্তি, পুস্তক ও রুদ্রাক্ষ-মালার খুবই বিক্রয় হয়।

মাঘমেলায় যেরূপ ক্রমানুসারে সন্ন্যাসিগণ গমন করেন্, তাহা বলিতেছি। প্রথমেই নির্ব্বাণিগণ আগমন করে। ইহারা নাগা গোঁসাই। মহাদেব ইহাদিগের উপাস্য দেবতা। ইহারা নগ্ন থাকে। মাঘমেলায়ও ইহারা নগ্নাবস্থায় আগমন করে, কিন্তু অন্যান্য সময়ে ইহাদিগকে বস্ত্র-পরিধান করিতে বাধ্য করা হয়। ইহা-দিগের জটা আছে এবং ইহারা হস্তে একটি করিয়া ঘণ্টা বহন করে। ইহারা সমৃদ্ধ বলিয়া ভিক্ষোপজীবী নহে। দারাগঞ্জে ইহাদিগের আড্ডা আছে। নিরঞ্জনীগণ জুন-নামে খ্যাত। ইহারাও শৈব। নগ্ন থাকা ইহাদিগের পদ্ধতি। দারাগঞ্জ ইহাদিগের থাকিবার স্থান। ইহারাও সমৃদ্ধ এবং লোকদিগকে ইহারা কর্জ্জাদি দিয়া থাকে। বৈরাগিগণ বৈষ্ণব। ইহারা দেশ-পর্য্য-টক এবং ইহাদিগের কোনও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। ইহারা তিনভাগে বিভক্ত:—যথা, নির্ব্বাণী, নির্ম্মোহী এবং দিগম্বরী। ইহাদিগের মধ্যে একতা আদৌ নাই; সুতরাং, পর্ব্বাদিতে প্রায়ই কলহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহার পরই "ছোটা পঞ্চায়তি"-মঠের সন্ন্যাসিগণ আগমন করে। ইহারা পঞ্জাবী উদাসী। মুঠিগঞ্জে ইহাদিগের আড্ডা। ইহারা শিখ হইলেও ঘোর হিন্দু। ইহারা গ্রন্থকে অন্যান্য ধর্ম্মপুস্তকা-পেক্ষা অধিক মানিয়া থাকে। ইহাদিগের একটী শাখা "বড়া পঞ্চায়তী আখাড়া"-নামে খ্যাত। ইহারা কিড়গঞ্জে বাস করে। সেখানে ইহাদিগের একটি সুবৃহৎ মঠও আছে। ইহারা অতিশয় সমৃদ্ধ। মহাজনী করিয়া ইহাদিগের বিলক্ষণ ধনাগম হয়। ইহাদিগের সহিত নানকসাহির দল সম্বন্ধীভূত। উক্ত দলটী সুলতানপুর-জেলার বন্ধুয়া-হাসানপুরে থাকে এবং মেলার সময় এলাহাবাদে দলবদ্ধ হইয়া আগমন করে। অতঃপর নির্ম্মলীগণ আসে। ইহারা শিখ-সন্ন্যাসী। কিড়গঞ্জের পিলিকোঠিতে ইহাদিগের বাস। ইহারাও মহাজনী করিয়া থাকে। বৃন্দাবনী নানকসাহিও মেলায় যোগদান করে। মঠধারিমাত্রই বহু আড়ম্বরের সহিত আগমন করে। এই সময়ে মহান্তদিগের হস্তী, বাদ্য, পর্য্যঙ্ক প্রভৃতিতে মেলাটী বড়ই সুন্দর দেখায়। কেবলমাত্র বৈরাগিগণ কোনরূপ বাহ্য আড়ম্বর করে না। উল্লিখিত সন্ন্যাসি-ব্যতীত অন্যান্য সন্ন্যাসীও মেলাতে আগমন করেন্। তাঁহাদিগেরও পৃথক্ পৃথক্ তাম্বু পড়ে। দারা-গঞ্জের রামানুজি সম্প্রদায়ই এলাহাবাদে বিশেষ সমৃদ্ধ। কিড়গঞ্জের বাবা হরিদাসের

ধর্ম্মশালার রামানন্দিগণ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্য একটি দলমাত্র। উক্ত উভয় সম্প্রদায়ই ত্যাগী। ত্যাগী বলিলে এরূপ বুঝিবেন না যে, ইহারা বালব্রহ্মচারী। ইহারা বিবাহিত কিন্তু স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া বিরাগী হইয়াছে মাত্র। ইহাদিগের ভিক্ষাই উপজীবিকা।

মাঘ-মেলায় সমাগত যাত্রীদিগের তীর্থ-কৃত্য প্রাগওয়ালই করাইয়া থাকে। মৎস্য-পুরাণে প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে যেরূপ উপদেশ আছে, তদ্রূপই করিতে হয়। প্রয়াগে প্রথম আগমন করিলে ত্রিবেণীর দেবতা বেণীমাধবকে একটি নারিকেল দিতে হয়। এই ক্রিয়াটী কেহ কেহ করিয়া থাকে এবং কেহ কেহ করেও না। লোকেরা প্রাগওয়ালের ঘাটে পঁহুছিলেই তাহারা "নউবরায়" মস্তক-মুণ্ডনের জন্য প্রেরিত হয়। "নউবরায়" নাপিতগণ ক্ষৌরকর্ম্ম করে। সহরের অন্য কোন নাপিতের তীর্থ-যাত্রীর শিরঃমুণ্ডন-ক্রিয়ায় অধিকার নাই। প্রয়াগের অধিবাসীদিগের পক্ষে মস্তক-মুণ্ডন বাধ্যতাজনক নহে। যাহার পিতা জীবিত আছে, সে গোঁপ কামায় না। শিশুরা সামান্য মাত্র কেশ-কর্ত্তন করে। সধবা রমণীগণেরও এই প্রথা। বিধবা এবং দক্ষিণদেশীয় রমণীগণ বিধবা-সধবা-নির্ব্বিশেষে মস্তক-মুণ্ডন করে। বৈতরণী করিতে হইলে লোককে দক্ষিণ হস্তে রজতমুদ্রা, ছাগ বা অশ্বের কর্ণ, অথবা গো-পুচ্ছ বা হস্তিদন্ত ধারণ করিতে হয়। পাণ্ডারা সঙ্কল্প পড়ায়। মুদ্রাটী অবশ্য পাণ্ডা পাইয়া থাকে। স্নান-সমাপনান্তে দুগ্ধ ও পুষ্প দিয়া গঙ্গার পূজা করিতে হয়। অতঃপর দুর্গের পাতালপুরী-মন্দিরে যাইয়া অক্ষয়-বটের পূজা করিতে হয়। পয়সা পাইলেই প্রাগওয়াল যজমানকে ছাড়িয়া দেয়। প্রাগওয়ালগণ যত পারে তত টাকা যজমানের নিকট হইতে লইয়া থাকে। অর্থ পাইলে তাহারা সুফল দেয়। সুফল দিবার কালে তাহারা যজমানের পৃষ্ঠদেশ তিনবার ঠুকিয়া দেয়।

ব্যাঙ্ক :—এলাহাবাদে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, অপার ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ট্রেডিং ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্কিং করপোরেশন আছে। এতদ্ব্যতীত দেশীয় ব্যক্তিগণও টাকার নেওয়া-দেওয়া করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কিডগঞ্জের গপ্‌পুমল কানাহিয়া লালই লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। অধমর্ণ যদি সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি হয় এবং অনেক টাকা কর্জ্জ করে, তবে তাহাকে ৬ হইতে ৯ টাকা পর্য্যন্ত বাৎসরিক সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। সাধারণ বন্ধকী কর্জ্জে ৯ হইতে ১৫ টাকা অথবা সর্ব্বনিম্নে ১২ টাকা পর্য্যন্ত বাৎসরিক সুদ দিতে হয়।

ব্যবসায় :—এলাহাবাদে মুসলমানগণের পরিধানের জন্য "সাঙ্গি" নামক সূত্র-মিশ্রিত চিকের কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাষ্ঠের কারবার বহুল পরিমাণে দেখা যায়। শকটাদি-প্রস্তুতির জন্য অনেকগুলি কারখানা আছে। এলাহাবাদের কোন কোন স্থানের মৃত্তিকা অতিসুন্দর। এই মৃত্তিকারও প্রকার-ভেদ আছে। তাহারা ঘারোটী, করাই এবং কর-বোতা নামে খ্যাত। এলাহাবাদের নাইনি-নামক স্থানে উক্তমৃত্তিকা দেখা যায়। তথাকার Central Jailএ উক্ত মৃত্তিকার সুন্দর সুন্দর টালি তৈয়ার হইয়া থাকে। নাইনিতে কাঁচ প্রস্তুতির জন্য একটি কারখানাও আছে। পিত্তল-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি এলাহাবাদে

বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু লোহের কারবারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইংরাজদিগের কারখানায় ট্রাঙ্কাদি তৈয়ার হয়। ট্রাঙ্কগুলির গঠন তত ভাল নহে। স্বর্ণ-রৌপ্যাদির অলঙ্কার, বোতাম এবং অন্যান্য কার্য্যও দেখা যায়। এলাহাবাদে জুতার ব্যবসায় খুবই চলিয়া থাকে।

কারখানা :—এলাহাবাদের কেল্লায় মিলিটারি আর্সেনেল আছে। এতদ্ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট প্রেস, পাওনিয়ার প্রেস, এবং ইণ্ডিয়ান প্রেসে অনেক লোক নিযুক্ত দেখা যায়। ইষ্টক-প্রস্তুতির জন্য Messrs. Frizzoni এবং Messrs Vassel Co. আছে। মিউনিসিপাল যন্ত্রাদি প্রস্তুতির জন্য Messr S. T. Crowley Co. কারখানা খুলিয়াছেন্। এতদ্ব্যতীত তাহারা বরফও তৈয়ার করিয়া থাকে। Messrs. T. P. Luscombe Co. তাম্বু-প্রস্তুতি ও গাড়ির কারখানা পরিচালনা করিয়া থাকে। East Indian Railway workshop এ অনেকেরই অন্ন জুটিতেছে। লুকারগঞ্জে Allahabad Milling Company'র আটার কারখানা দৃষ্ট হয়।

ধর্ম্মশালা :—প্রয়াগে চারিটী ধর্ম্মশালা আছে। তন্মধ্যে একটি ষ্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত। এটী মির্জ্জাপুরের বিহারীলাল-নামক জনৈক মারবাড়ী-দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে যাত্রিগণের অনেক সুবিধা। দ্বিতীয় ধর্ম্মশালাটী মুঠিগঞ্জে গউঘাটের উপর অবস্থিত। তৃতীয়টী ফুলপুরের রাজা প্রতাপ চন্দ্রের বিধবা পত্নী গোমতী বিবির দ্বারা মুঠিগঞ্জে নির্ম্মিত হইয়াছে। চতুর্থ ধর্ম্মশালাটী কীডগঞ্জে অবস্থিত। ধর্ম্মশালার বাঙ্গালা নাম পান্থ-নিবাস। (ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী-সভ্য—

শ্রীমতী ডি, জি, আর, দাদাভাই লণ্ডনের এম, ডি ও এম, আর, সি, পি এবং শ্রীমতী গরটুড কারমাইকেল লণ্ডনের বি, এ, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। শিক্ষিতা নারীদের যোগ্যতা-অনুসারে কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার করিয়া দিয়া তাঁহাদের উচ্চ অধিকার দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। বোম্বাই-বিশ্ববিদ্যালয় এই নূতন পথ প্রদর্শন করিয়া উচ্চশিক্ষার সমাদর করিয়াছেন।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা—

শ্রীমতী রেজিনা গুহ এম, এ, বি এল। ইনি এম, এ, পরীক্ষায় ইংরাজী-সাহিত্যে প্রথম হইয়াছিলেন। হাইকোর্ট ইঁহাকে ওকালতী করিবার অধিকার-দানে অস্বীকার করেন্। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় ইহাকে ইংরাজী-সাহিত্যের অধ্যাপিকা নিযুক্ত করিয়াছেন।

পার্লামেণ্টে নারী-সভ্য—বহু-সংগ্রামের পর ইংলণ্ডের নারীগণ পার্লামেণ্ট-মহাসভার সভ্য হইবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের নূতন আইন অনুসারে ত্রিশ বা তদূর্দ্ধ-বয়স্ক নারীগণ পার্লামেণ্টের সভ্য-নির্ব্বাচনে অধিকারিণী হইয়াছেন।

বস্ত্র-সাহায্য—বরিশাল-সহরে "বস্ত্র-সাহায্য-সমিতি"-নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বস্ত্রাভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে বস্ত্র-সাহায্য করাই

এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা ব্যতীত এই সমিতি তূলার বীজ বিতরণ এবং চরকার পুনঃপ্রচলনের ব্যবস্থা করিতেও উদ্যোগিনী হইয়াছেন। এই সাধু চেষ্টা সফল হউক্।

ইণ্টারমিডিয়েট-পরীক্ষায় বালিকা বৃত্তি—নিম্নলিখিত বালিকাগণ এ-বৎসর আই, এ,-পরীক্ষায় মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন্ঃ—

(১) অরুণা বেজ বড়ুয়া, ডায়োসেসন কলেজ।
(২) বীণা রায়চৌধুরী ,,
(৩) নলিনীবালা রুদ্র ,,
(৪) নলিনী দাসগুপ্তা বেথুন কলেজ।
(৫) লতিকা মুখোপাধ্যায় ,,
(৬) আগাম্মা জন ডায়োসেসন কলেজ।
(৭) ললিকা রায় বেথুন কলেজ।
(৮) সুবালা রায় ,,
(৯) উষাবালা সেন ,,
(১০) হিরণবালা সেন ,,
(১১) আশা দত্ত ডায়োসেসন কলেজ।

শিক্ষার জন্য এক অজ্ঞাতনামা ইংরাজ মহোদয়ের দশ লক্ষ টাকা দান।—একজন অজ্ঞাতনামা ইউরোপীয় কলিকাতার ইউরোপীয়, ইউরেশীয় ও ভারতীয় ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দিবার জন্য দশলক্ষ টাকা বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের হস্তে দান করিয়াছেন।

(১) ঐ টাকা হইতে একজন খাঁটি ইউরোপীয় বালককে বৃত্তি দিয়া ইংলণ্ডে শিক্ষার জন্য পাঠাইতে হইবে। (২) একজন খাঁটি ইউরোপীয় বালিকাকে ইংলণ্ডে শিক্ষার জন্য পাঠাইতে হইবে। (৩) ইউরেশীয় বালক-বালিকাদের উন্নতির জন্য বৃত্তি-স্থাপন করিতে হইবে। (৪) কলিকাতার বাহিরে বালকদের জন্য অনাথ-আশ্রম-স্থাপনার্থ আইরিশ ক্রিশ্চিয়ান ব্রাদার্সএর হস্তে টাকা দিতে হইবে। (৫) কারসিয়ংএর ডাউসিন বালিকা-বিদ্যালয় বড় করিবার জন্য টাকা দিতে হইবে। (৬) কলিকাতা-সহরে ভারতীয় বালকদের জন্য পাঠশালা-নির্ম্মাণ ও তাহার রক্ষার জন্য অর্থ-দিতে হইবে। (৭) কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে পাঠশালা-নির্ম্মাণ ও রক্ষার জন্য অর্থ দিতে হইবে। (৮) শিবপুর কলেজের ইউরোপীয়, ইউরেশীয় ও ভারতীয় ছাত্রদিগকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া শিল্প বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য বৃত্তি স্থাপন করিতে হইবে।

নাম গোপন রাখিয়া এরূপ ভাবে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য দান বর্ত্তমান সময়ে অতিদুর্লভ। বিশেষতঃ একজন ইউরোপীয়ের পক্ষে ইহা অতিমহাপ্রাণতার কার্য্য, সন্দেহ নাই।

ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষার ফল।

নিম্নলিখিত বালিকাগণ এবৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—

প্রথম বিভাগ।

১। গার্ডনার মেমোরিয়াল কৃষ্ণদাসী মণ্ডল।
২। ভিক্টোরিয়া ইনিঃ অমিয়া গুপ্তা।
৩। ইউনাইটেড্ মিশনারী গার্লস স্কুল—
সন্তোষিণী দাস।
৪। ,, কাননবাসিনী মুহুর্জ্জা।
৫। ,, অজস ঘোষ।
৬। বেথুন কলেজিয়েট স্কুল—
স্থলতিকা বানার্জ্জি।
৭। ,, বনলতা দাসগুপ্তা।
৮। ,, নির্ম্মলা বসু।
৯। ,, হেমন্তবালা মুখার্জ্জি।

১০। বেথুন কলেজিয়েট স্কুল—স্বর্ণকুমারী গুহ।
১১। „ উমাতারা চক্রবর্ত্তী।
১২। মহারাণী স্কুল দার্জ্জিলিং—
উষাময়ী সেন।
১৩। ক্রাইষ্ট চার্চ্চ হাই—মাধবীলতা চাটার্জ্জি।
১৪। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়— সবিৎ ঘোষ।
১৫। „ সীতা বাই।
১৬। „ উষালতা বিশ্বাস।
১৭। „ প্রীতিময়ী চৌধুরী।
১৮। ডাইওসেসন কলেজ— গাগ ককুর।
১৯। „ টিলিজ মজুমদার।
২০। „ রেণুপ্রভা ঘোষ।
২১। „ দীপ্ত চাটার্জ্জি।
২২। „ সুধা রায়চৌধুরী।
২৩। „ ইন্দু দত্ত।
২৪। „ রেণুকা মজুমদার।
২৫। „ সন্তোষ ভাত্তারী।
২৬। „ রাসান্দুদ্দী।
২৭। „ কিত্তি সিলিমান্।
২৮। „ সাকিনা মুওয়াজিদ্ জাদা।
২৯। „ ভাগীস্ শর্ম্মা।
৩০। ডাওসেসন কলেজ—
কোন্‌সুলতান্ মুয়াজিদ্ জাদা।
৩১। প্রাইভেট শশিমুখী রুদ্র।
৩২। ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী—
শান্তিলতা বসুরায়।
৩৩। „ শান্তিসুধা চট্টোপাধ্যায়।
৩৪। „ মৈত্রেয়ী চৌধুরী।
৩৫। „ আশা দত্ত।
৩৬। „ সুরুচিবালা রায়।
৩৭। „ শান্তিপ্রভা সরকার।
৩৮। „ চপলা মুখোপাধ্যায়।
৩৯। ঢাকা এডেন— মনোরমা দাসগুপ্তা।
৪০। „ রেণুকা দাসগুপ্তা।
৪১। „ শান্তিপ্রভা দাসগুপ্তা।
৪২। „ ইন্দুবালা দাসগুপ্তা।
৪৩। „ লীলাবতী ঘোষ।
৪৪। „ মৃণালিনী ঘোষ।
৪৫। „ সুবর্ণ সেনগুপ্তা।
৪৬। „ কমলা বসু।
৪৭। „ জোসেফাইন নোরোনা।

দ্বিতীয় বিভাগ।

১। বেথুন কলেজিয়েট স্কুল— গায়ত্রী রায়।
২। ইউ, এফ, সি, হাই— চারুবালা বিশ্বাস।
৩। মাটিল্ডা— মাধবীলতা ব্যানার্জ্জি।
৪। „ লাবণ্যপ্রভা বসু।
৫। ক্রাইষ্ট চার্চ্চ— রেরুবালা বিশ্বাস।
৬। „ মৃণালিনী মণ্ডল।
৭। „ প্রমোদিনী পাত্রা।
৮। ডাইওসেসন— সুরুচি চৌধুরী।
৯। „ তেমিনা পেষ্টোনজী।
১০। প্রাইভেট হিরণ্ময়ী দাস।
১১। „ রাণী চাটার্জ্জি।
১২। „ গ্রেস্ বসু।
১৩। „ মৃণালিনী ঘোষ।
১৪। „ শরদম্বা।
১৫। „ এসাবেল জয়েল।
১৬। ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী—মণিকা দাসগুপ্তা।
১৭। ঢাকা এডেন— ইন্দু দত্ত।

মহিলাদের বিশেষ-বৃত্তি—(মেট্রিকিউলেশন)

২০৲ টাকার বৃত্তি।—১। রেণুকা মজুমদার ডাইওসিসান কলেজিয়েট। ১৫৲ টাকার বৃত্তি।—১। শান্তিপ্রভা দাস গুপ্ত ইডেন্ হাই স্কুল, ঢাকা। ২। জোষেফাইন নরোনহা

ঐ। ৩। নির্ম্মলা বসু, বেথুন কলেজিয়েট স্কুল। ৪। সরিৎ ঘোষ, ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়। ৫। উষাময়ী সেন, মহারাণী গার্লস্ স্কুল, দার্জ্জিলিং। ৬। উষালতা বিশ্বাস, ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়। ১০৲ টাকার বৃত্তি।—সাকিন মুরাইদজুদা, ডাইওসিসান কলেজিয়েট। ২। শান্তিলতা বসু রায়, বিদ্যাময়ী হাইস্কুল ময়মনসিংহ। ৩। রেণুকণা দাসগুপ্তা, ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা। ৪। সুধা রায় চৌধুরী, ডাইওসিসান কলেজিয়েট। ৫। রামালুদ্দী ঐ। ৬। কমলা বসু, ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা। ৭। মনোরমা দাসগুপ্ত ঐ। ৮। লীলাবতী ঘোষ ঐ। ৯। শান্তিসুধা চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাময়ী হাইস্কুল ময়মনসিংহ। ১০। সলিলা মজুমদার, ডাইওসিসান কলেজিয়েট।

উপন্যাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২১)

লীলা আসিবার কয়েক দিন পরে যামিনীবাবু বলিলেন, "স্থানীয় সিভিল-সার্জ্জনকে একবার আনিয়া লীলাকে দেখান হউক্। ডাক্তারটী নবীন হইলেও চিকিৎসা-বিদ্যায় অতিশয় বিচক্ষণ। রোগনির্ণয়ে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা। অল্পদিন হইল তিনি এখানে বদ্‌লী হইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু ইহারই মধ্যে তাঁহার নাম-ডাক চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "তা'তে আর আমার আপত্তি কি? এত ডাক্তার দেখালুম, কেউ ত কিছু কর্‌তে পার্লে না! তোমার কাছে এনে ফেলেছি, দেখ ভাই, তুমি যদি আমার লীলাকে বাঁচাতে পার।" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে অশ্রু-বিন্দু ঝরিতে লাগিল।

পরদিবস যামিনীবাবু স্বয়ং 'সিভিল সার্জ্জনে'র নিকট গিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। এবার কিন্তু লীলা তাঁহার অবাধ্য হইল। সে ডাক্তার দেখাইতে কিছুতেই সম্মত হইল না। সে বলিল, "না কাকা, আর আমি কা'রও ওষুধ খাব না। বাঁচ্‌বার আর আমার সাধ নেই।"

যামিনীবাবু অনেক বুঝাইলেন, কত আশ্বাস দিলেন, কিন্তু লীলা কিছুতেই তাঁহার কথা শুনিল না। অবিনাশবাবু আসিয়া অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন, কিন্তু লীলা এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, কিছুতেই সে ঔষধ খাইবে না। পিতার কথাও সে শুনিল না। পিতাকে সে বলিল, "বাবা, ওষুধ ত ঢের খেয়েছি; ওষুধ খেয়ে আর কিছু হবে না। ডাক্তারে আর আমার কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। এখানকার জল-হাওয়ায় আমি আপনিই ভাল হব।"

ঠিক্ এই সময়ে ডাক্তারসাহেবকে সঙ্গে লইয়া সুহৃৎ সেই কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল। অবিনাশবাবু চিন্তিত হইলেন যে, তিনি ডাক্তারকে কি বলিবেন্। ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়া কিরূপে বলিবেন, "রোগী দেখাইব না, তুমি ফিরিয়া যাও?"—অতিশয় বিরক্ত হইয়া তিনি কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন।

লীলা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিয়াছিল। ডাক্তারসাহেবের আগমন সে দেখিতে পায় নাই। ডাক্তারসাহেব গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া মস্তকের টুপিটি খুলিয়া কক্ষস্থ টেবিলের উপরে রাখিলেন এবং রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে পালঙ্কের উপরেই উপবেশন করিলেন।

সুহৃৎ বলিল, "দিদিমণি! ডাক্তার-সাহেবকে একবার হাতটা দেখান্!"

লীলা বিরক্ত হইয়া বলিল, "তোমরা সবাই মিলে আমাকে ত্যক্ত ক'রে মার্‌লে, দেখ্‌তে পাচ্ছি!"

সুহৃৎ বেগতিক দেখিয়া আস্তে আস্তে গিয়া লতিকাকে ডাকিয়া দিল। লতিকা তাহার স্বভাব-সিদ্ধ চঞ্চলগতিতে আসিয়া লীলার মস্তকের নিকট দাঁড়াইয়া তাহার চম্পককলিকাবৎ অঙ্গুলিগুলি ধীরে ধীরে লীলার রুক্ষ চুলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া নাড়িতে লাগিল। মুখখানি নত করিয়া লীলার মুখের উপর মুখ লইয়া গিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "দিদিমণি! ডাক্তার-সাহেব এসেছেন্, একবার তাঁকে হাতটা দেখাও না, ভাই!"

লীলা মুখ না তুলিয়াই বলিল, "লতি! অনেক ওষুধ খেয়েছি;—ওষুধে আর আমার কিছু হবে না। ডাক্তারে আমার কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। আমার রোগ আরাম করবেন্ যম।"

লতিকা ক্ষণেক স্তব্ধ হইল; তাহার পর বলিল উনি খুব ভাল ডাক্তার, ওঁর ওষুধ খেলেই তুমি সেরে উঠ্‌বে, দিদি!"

লী। লতি! সব জানিস্ ত ভাই, সারবার আর আমার ইচ্ছে নেই। এখন মরণ হলেই আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে যায়। তোরা আমার মৃত্যুতে আর বাধা দিস্ নে!

লতি। দিদিমণি! ডাক্তারসাহেব যে তোমার বিছানায় ব'সে রয়েছেন্;—একবার তাঁকে না দেখালে কি হয়?

এইকথা শুনিয়া লীলা ,মাথার কাপড় টানিয়া দিল। পার্শ্বপরিবর্ত্তনও করিল না, ডাক্তারসাহেবকে হাতও দেখাইল না।

ডাক্তারসাহেব এতক্ষণ উভয়ের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। লীলার কথা শুনিয়া তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন্। মানুষ ইচ্ছা করিয়া কে মরিতে চাহে! কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক্, আর যাহাতেই হউক্, তিনি লীলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "মানুষের জীবন অমূল্য! জগতে বাঁচ্‌বার জন্য সকলেই চেষ্টা ক'রে থাকে। আপ্‌নি এমন অমূল্য জীবন নষ্ট কর্‌তে চাইছেন্ কেন?"

এ কি!—এ কা'র কণ্ঠস্বর! এ স্বর ডাক্তার কোথায় পাইলেন্? এ স্বর যে লীলার চিরপরিচিত! এ ধ্বনি যে তাহার হৃদয়মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে! লীলা তীরবৎ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া, অনিমেষ-দৃষ্টিতে ডাক্তারসাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মস্তকের কাপড় খুলিয়া পড়িয়া গেল, অঙ্গের বসন শ্লথ হইয়া গেল, সে-বিষয়ে যে তাহার লক্ষ্য নাই! সে যে তীব্র-দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল! তাহার সেই কোটরগত চক্ষুর সেই বিস্ফারিতদৃষ্টি দেখিয়া ডাক্তার-সাহেব আরও বিস্মিত হইলেন্। লীলা ক্ষণেকমাত্র তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া লম্ফ দিয়া পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিল, দুই বাহুর দ্বারা ডাক্তারের চরণযুগল

জড়াইয়া ধরিল। যেন কোথা হইতে তাহার ক্ষীণ অস্থিপঞ্জরসার দেহে দৈবশক্তি আসিয়া সঞ্চারিত হইল।

লীলা তাঁহার পা-দুইটী জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমার আরাধ্য দেবতা! এতদিনে কি দাসীর তপস্যা সফল হ'ল? যদি দয়া ক'রে দেখা দিলে, তবে আমায় ক্ষমা কর!"

সে-স্পর্শে ডাক্তারের সর্ব্বাঙ্গে যেন তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চারিত হইল, তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "এ কি!! লীলা! ওঃ!—তুমি এমন হ'য়ে গেছ!"

লীলা তখনও তাঁহার পা-দুইটী জড়াইয়াছিল।—সেই ভাবেই সে বলিল, "বল, দাসীকে ক্ষমা কর্ব্বে? বল, আমায় গ্রহণ কোর্ব্বে?"

তখন সুধীর অতিযত্নে লীলার হাত-দুইখানি ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইল এবং বলিল, "লীলা! দোষ তোমার নয়, দোষ আমারই! আমিই তোমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

লতিকা এতক্ষণ গৃহের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দভাবে কাণ্ডখানা কি, তাহাই দেখিতেছিল। সুধীর যখন লীলার হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের পার্শ্বে বসাইল, লতিকা তখন ছুটিয়া গিয়া তাহার বাবাকে ও জেঠা-মহাশয়কে সংবাদ দিয়া আসিল যে, ডাক্তারসাহেব আর কেহ নহেন্;—তাহাদেরই জামাইবাবু!

দার্জ্জিলিঙ্গে যখন পতিপত্নীর এইরূপে মিলন হইল, তখন লীলার চেহারা দেখিয়াই দুঃখে অনুতাপে সুধীরের অন্তর্দাহ হইতে লাগিল। হায়! সে এ কি করিয়াছে! এ কি ঘোর নিষ্ঠুরের ন্যায় সে কার্য্য করিয়াছে! ক্রোধের বশীভূত হইয়া সে যে স্ত্রী-হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে! তাহারই জন্য যে লীলার এ দশা হইয়াছে তাহা লীলা ও লতিকার কথা শুনিয়াই সে বুঝিয়াছিল। এখন সে ভাবিল, "হায়! কি করিলে আমার লীলাকে আবার পূর্ব্বের মত দেখিতে পাইব? কি করিলে লীলার পূর্ব্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে! কিরূপে তাহার জীবন-রক্ষা হইবে?" এই ভাবে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সেইদিন হইতেই সুধীর সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া লীলার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। প্রতিদিন নিশীথে নির্জ্জনে নতজানু হইয়া ভগবানের নিকটে সে লীলার জীবনভিক্ষা মাগিত। সুধীরের সহবাসে, সুধীরের শুশ্রূষায় ও চিকিৎসায়—এবং সর্ব্বোপরি সুধীরের অকপট প্রেমলাভ করিয়া লীলা শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিল।

(২২)

এতদিনে লীলার তপস্যা সফল হইয়াছে। এতদিনে তাহার সাধনা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। আজ লীলার মত জগতে সুখী কে? লীলার একটী পুত্রসন্তানও হইয়াছে। বৃদ্ধ হরনাথবাবু দিবারাত্র সেই শিশুটীকে বুকে করিয়া থাকেন্; আবার 'মা' লইয়া শিশুর সহিত ঝগড়াও করিয়া থাকেন। শিশু বলে, "আমার্ মা",—বৃদ্ধ বলেন "আমার মা"। শেষে ঝগড়ার মীমাংসা করিবার জন্য উভয়ে লীলার কাছে আসিলে বৃদ্ধ বলেন, "বল ত মা! তুমি কার মা?" শিশুও তখন তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

হাত-দুইখানির দ্বারা মাতার কণ্ঠ-বেষ্টন করিয়া বলে, "বল ত মা, তুমি কাল্ মা?"

লীলা উভয়ের সে ঝগড়া দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইত; হাসিয়া বলিত, "দু'জনেরই"। তখন উভয়ের দ্বন্দ্ব মিটিয়া যাইত। লীলার সেবা-যত্নে হরনাথবাবু এবং সুধীর উভয়েই মুগ্ধ! বিস্তর দাসদাসী সত্ত্বেও লীলা স্বামী ও শ্বশুরের সমস্ত কাজগুলি নিজের হাতে করে। লীলার কাজ দেখিয়া উভয়েই বিস্মিত হ'ন্। বড় লোকের মেয়ে যে এমন সুন্দর পরিপাটিরূপে গৃহকার্য্য করিতে পারে, তাহা তাঁদের ধারণাই ছিল না।

লীলার প্রতি এতদিন সুধীরের কি ভুল বিশ্বাসই ছিল! লীলার প্রতি সে কি অন্যায় ব্যবহারই এতদিন করিয়াছে! ইহা ভাবিয়া সুধীর লজ্জায়, ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইত। তাহার সেই পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য সে সর্ব্বদাই লীলার কাছে অনুতাপ করিত। লীলা কিন্তু একটী দিনও এজন্য সুধীরকে কোন কথা বলে নাই। সুধীর নিরুদ্দেশ হইবার পরে সে কিরূপে দিন কাটাইয়াছিল, কি-প্রকারে যামিনীবাবুর সঙ্গে কমলাপুরে গিয়াছিল, এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কি করিয়াছিল, কেবলমাত্র সেই কথাই বলিয়াছিল। তাহা শুনিয়া ও ভাবিয়া সুধীর আরও লজ্জিত হইত। এমন সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া সে কি না পরস্ত্রীতে লোভ করিয়াছিল! ছিঃ! সে কি নির্ব্বোধের কাজটাই করিয়াছে! লীলার এই প্রাণভরা ভালবাসার বিনিময়ে সে কি না, কেবল ঘৃণা উপেক্ষা দান করিয়াছে! বড়লোকের মেয়ে বলিয়া একটা ব্যর্থ ক্রোধ ও অভিমানে তাহাকে জড়িত করিয়াছে! এই কি তাহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়?

যাহাহউক লীলার প্রগাঢ় পবিত্র প্রেমে সুধীরের জ্বালাময় হৃদয় ক্রমে শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে বুঝিল, এতদিন সে অমৃত-পরিত্যাগ করিয়া হলাহল-পান করিতে যাইতেছিল।

কার্য্যোপলক্ষে সুধীর যখন যে-দেশে বদলি হইয়া যাইত, সেইখানেই সে পিতা ও স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিত।

সুধীর একদিন হাসপাতাল-পরিদর্শন করিয়া গৃহে ফিরিতে উদ্যত হইয়াছে, একপদ মাটীতে ও একপদ গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছে, এমন সময় অতিদ্রুতপদে হাঁপাইতে হাঁপাইতে 'লেডী ডাক্তার' মিসেস্ সেন দূর হইতে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "মিষ্টার রায়! অনুগ্রহ ক'রে একটু অপেক্ষা করুন, বিশেষ আবশ্যকতা আছে।"

সুধীর দাঁড়াইয়া বলিল, "কি আবশ্যকতা?"

ততক্ষণে মিসেস্ সেন সুধীরের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, "কাল আমার ওয়ার্ডে একজন রোগী এসেছে, তার সর্ব্বাঙ্গে পচা ঘা। একটা পা, ঘায়ে পচে গেছে বলে আমার অনুমান হচ্ছে। তার শরীর যে রকম দুর্ব্বল তা'তে তা'র দেহে অস্ত্রপ্রয়োগ কর্‌তে আমার সাহস হচ্ছে না। কিন্তু অস্ত্র না কর্‌লেও ত ঘায়ের পরিমাণ-বৃদ্ধি হবে। আপনি অনুগ্রহ ক'রে একবার দেখবেন্ চলুন্। আপনি না দেখলে আমি তা'র চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা কর্‌তে পাচ্ছি না।"

"চলুন্" বলিয়া সুধীর মিসেস্ সেনের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন্।

ঘায়ে মাছি বসিবার আশঙ্কায় মিসেস্ সেন রোগিণীর গাত্রে একখানি বস্ত্র আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সে তাহা খুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার অবস্থা অতি ভয়ানক! দেখিলে মনে ভীতির সঞ্চার হয়। কখনও তাহার চৈতন্য রহিত হইতেছিল, আবার কখনও বা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে বিকট চিৎকার করিতেছিল; মধ্যে মধ্যে নানা-প্রকার অসংলগ্ন প্রলাপ বকিতেছিল। সুধীর তাহার অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন; দেখিয়া বলিলেন, "এর জীবনের আশা খুবই কম! হয় ত অস্ত্র কর্‌বার সময়েই মারা যেতে পারে, কিন্তু তা'বলে ত অম্‌নি ফেলে রাখা যায় না! আমাদের কর্ত্তব্য কাজ আমরা করি, তারপর জীবন-মরণ ভগবানের হাতে। আপনি একজন নার্সকে ডাকুন।"

'নার্স' আসিয়া আবশ্যক দ্রব্যাদি সমস্ত প্রস্তুত করিয়া দিল। সুধীর অস্ত্রগ্রহণ করিয়া প্রয়োগ করিবার উপক্রম করিলে, মিসেস্ সেন তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। সুধীর অস্ত্র-গ্রহণ করিয়া আর একবার তাহার পা-টা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইলেন। রোগিণী তখন চৈতন্যলাভ করিয়াছিল। সুধীরের হাতে অস্ত্র দেখিয়া সে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; কাতর কণ্ঠে বলিল, "সুধীরবাবু, সুধীরবাবু! রক্ষা করুন, আপনার পায়ে পড়ি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঢের হয়েছে, আর আমাকে কেটেকুটে যন্ত্রণা দেবেন্ না।"

সুধীর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কে এ রমণী! যেন পরিচিতের ন্যায় কথা বলিল! কে এ! এরূপ-ভাবে তাঁহার সহিত কেহ ত কথা কহে না! "ডাক্তার সাহেব" বা "মিষ্টার রায়"-নামেই তিনি অভিহিত হন্। এমন করিয়া সেকেলে নাম ধরিয়া 'সুধীরবাবু' বলিয়া ডাকিতেছে, এ ব্যক্তি কে?

রমণী বলিল, "আপনি আমাকে চিন্তে পারেন্ নি, বোধ হয়। না পার্‌বারই কথা! পাপে আমার চেহারা বিকৃত করে দিয়েছে।"

সুধীর যথার্থই রমণীকে চিনিতে পারে নাই। সে অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, "কে তুমি? কেনই বা তোমার এমন অবস্থা হয়েছে?"

রমণী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "হা ভগবান্! সে অনেক কথা। মনে ক'রে ছিলুম, সে-কথা কা'কেও বল্‌বো না, কিন্তু এখন দেখছি, আমার সে পাপকাহিনী প্রকাশ না কর্‌লে মৃত্যুতেও আমার শান্তি হবে না। তাই আপনাকে বল্‌ব! সব কথা বল্‌ব!"

সুধীর আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

রমণী যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "এখনো আপনি আমায় চিন্‌তে পারেন্ নি? —আমি—বিভা।"

সহসা গৃহমধ্যে যদি বজ্রপতন হইত, তাহা হইলেও সুধীর এত ভীত হইত না। পথিক হঠাৎ সম্মুখে কালসর্প-দর্শনে যেরূপ চমকিত হইয়া পশ্চাৎপদ হয়, সুধীর ভয়ে ও বিস্ময়ে সেইরূপ চমকিত হইয়া দুইহস্ত পশ্চাতে ফিরিলেন। তাঁহার হস্ত হইতে ছুরিকা স্খলিত হইল। সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া তাহার গাত্র হইতে ঘর্ম্মবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল। "ওঃ!

—এই রোগক্লিষ্টা অনাথা রমণী—বিভা! বিভার এই দশা! যে বিভার উজ্জ্বল রূপের ছটায় নয়ন-মনঃপ্রাণ মুগ্ধ হইত, যাহার লাবণ্যময়ী দেহকান্তি শারদ-জ্যোৎস্না বলিয়া অনুভূত হইত, তাহারই আজি এই দুর্দ্দশা! সেই সুন্দর সুকোমল দেহ আজি গলিত—ক্ষতপূর্ণ—দুর্গন্ধযুক্ত!" সুধীর ক্ষণ-পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "কেন তোমার এমন দুর্দ্দশা হয়েছে, বিভা! অতুল কোথায়?"

বিভা বলিল, "হায় সুধীরবাবু! এ সংসারে বালবিধবার আপনার জন কোথায়? বাল-বিধবার জুড়াবার স্থান কোথায়? এখন তাই ভাবি কেন সহমরণ প্রথা উঠে গেল! এমন তিল তিল ক'রে দগ্ধে মরার চেয়ে চিতার আগুনে পুড়ে মরা যে সহস্রগুণে ভাল ছিল। লাহোর থেকে এসে দিনকতক সকলের আদর-যত্ন পেয়েছিলাম; বেশ ছিলাম! তার পরেই দিন দিন আমি সকলের গলগ্রহ-সকলের চক্ষু-শূল হ'লাম। আত্মীয়বন্ধুর দিবারাত্র লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আমার অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু কি কর্‌ব? আমি বিধবা, আমি পরাধীন, এ সংসারে আমার মুখ চাইতে কেউ নাই! দাদাও আর আগের মতন ভাল-বাস্‌তেন না। দোষে বিনা দোষে তিনিও অযথা তিরস্কার কর্‌তেন। অপর সকলে যে যা বলে তাতে তত কষ্ট হত না, কিন্তু দাদার কাছে বিনা কারণে গালাগাল খেলে আমার ভারী কষ্ট হ'ত। কিন্তু বিধবার গালাগালি খাওয়া ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। বাঙ্গালীর মেয়ে চিরপরাধীন। বাঙ্গালীর বিধবা পরের গলগ্রহ হয়ে না থাক্‌লে তাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের যে কোন উপায়ই নেই! নির্জ্জনে ব'সে কত কেঁদেছি, মৃত্যুর জন্য ভগবানের কাছে কত প্রার্থনা ক'রেছি, কিন্তু হতভাগিনীর কথায় কেউ কর্ণপাত করেন্ নি! এক এক সময়ে মনে হ'ত আত্মহত্যা ক'রে এ যন্ত্রণার হাত হতে নিষ্কৃতি পাই, কিন্তু আমার অদৃষ্টে যে এই সকল ছিল, তাই আত্মহত্যাও কর্‌তে পার্‌লুম্ না! যখন আমার এই রকম অবস্থা, তখন পাড়ার একটা লম্পটের কুহকে প'ড়ে আমি নিজেই আমার নরকের পথ পরিষ্কার কর্‌লুম্। তার প্রলোভনে, তার কপট প্রেমে মুগ্ধ হয়ে আমি গৃহত্যাগ করে তার সঙ্গে এখানে এলুম্। কিছুদিন পরে তার লালসা পূর্ণ হলে সে আমায় পরিত্যাগ করে চ'লে গেল। তখন আমি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ-লাম্। কি কর্‌ব, কোথায় যাব,—কে আমায় স্থান দেবে? ভেবে কিছুই স্থির কর্‌তে পারলুম, না। লোকের বাড়ী দাসীবৃত্তি করতে চাইলুম, কিন্তু আমার চরিত্র ভাল নয় ব'লে তাও কেউ রাখ্‌ল না। তখন, কি বল্‌ব, পেটের দায়ে যে কুকাজ করেছি, যে পাপ-সাগরে ঝাঁপ দিয়েছি,—তার ফলভোগও ঢের করেছি। সে সকল কথা আর আপনার শুনে কাজ নেই। তারপরে এই এক বৎসর ধ'রে এই রোগ ভোগ কচ্ছি। আমার এমন একটী পয়সা নেই যে, এক পয়সার মিছরী কিনে খাই। প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হ'ত, বড় খিদে পেতো,—কিন্তু এখন আর তা হয় না। আর আমার খিদে তেষ্টা নেই, সব গেছে—এখন প্রাণটা গেলেই বাঁচি!"

বিভার কথা শুনিতে শুনিতে সুধীরের নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। হায়! অভাগিনী বঙ্গরমণী! এক-

পদভ্রষ্ট হইলে আর তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। তাহাদিগকে ধরিয়া উন্নত করিবার সমাজে কেহ থাকে না! সমাজ ঘৃণায় তাহাকে পদদলিত করে, তাহাকে ধ্বংসের মুখে প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না! দশজনে তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে না, আত্মীয় বন্ধুর নিকট আর তাহার স্থান হয় না! কিন্তু যে-সকল নরপিশাচ অবলীলাক্রমে অবলা রমণীর এই দুর্দ্দশার কারণ হয় তাহারা অনায়াসে, সদর্পে, সসম্মানে সমাজের শীর্ষ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে! অহো আমাদের স্বার্থপর সমাজ! সুধীর মনে মনে ভাবিল, "অতুল এখন কোথায়? বালবিধবা ভগিনীর দুর্দ্দশা একবার স্বচক্ষে দেখিল না! সে যে বড় গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিল—বিধবা ভগিনীর বিবাহ দিয়া সমাজে পতিত হইতে পারিব না। ভগিনীকে আদর্শ ব্রহ্মচারিণী করিবে। তাহার সে গর্ব্ব এখন কোথায়? আপনারা বিলাস-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া সংসারানভিজ্ঞা অবলা বালবিধবাকে নিষ্কাম ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া!!"

বিভা আবার বলিতে লাগিল, "আমার অবস্থা দেখে ঘৃণায় কেউ আমার কাছে আসে না, তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলে একটু জলও কেউ দেয় না কতকগুলি লোক দয়া ক'রে কাল আমাকে এখানে রেখে গেছে। কিন্তু আর আমার শেষ হয়ে এসেছে, আর আপনাদের কষ্ট দোব না। আমার পাপের ফল এখানে অনেক ভোগ করলুম্। জানি না, যেখানে যাচ্ছি, সেখানে এর চেয়েও আরো কত ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা পেতে হবে!" বলিতে বলিতে বিভার প্রাণবায়ু তাহার পাপপঙ্কিল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। তাহার প্রাণশূন্য পূতিগন্ধময় গলিত দেহ শয্যার উপর পড়িয়া রহিল!

বিভার শোচনীয় মৃত্যু দর্শনে সুধীর অত্যন্ত কাতর হইল। সুধীর সেই গৃহে নতজানু হইয়া করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে বলিতে লাগিলেন, "হে ভগবন্! হে প্রভো! শুনেছি, তুমি অনন্ত করুণাময়! অবলাকে ক্ষমা কোরো! তা'র পাপরাশি ধৌত করে তোমার অমৃতময় চরণে তাকে স্থান দিও। তোমার শান্তিধামে গিয়ে তা'র পাপতাপপূর্ণ আত্মা যেন শান্তি ও নির্ম্মলতা লাভ করে!"

বিভার মৃতদেহের পার্শ্বে তিনি বহুক্ষণ এইরূপে বসিয়াছিলেন্। মিসেস্ সেন তাহাকে না ডাকিলে, বলা যায় না, আরও কতক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইত। (সমাপ্ত)

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

প্রার্থনা।

আজ্‌কে যারা দিচ্ছে ব্যথা
অকারণে,
তাদের তুমি বিচার কর
এ ভুবনে!
জতুগৃহ দীনের তরে
রচ্‌ল যারা অকাতরে,—
ফুলের বন জ্বালিয়ে দিল
দাবানলে,—
তাদের তুমি বিচার কর
আঁখিজলে!

ন্যায়ের রাজা দয়াল তুমি
দীননাথ,
সইবে আজ্ সতীর বুকে
বজ্রাঘাত?
আজ্‌কে যারা বিষ খাসে
করল মরু সুতের বাসে,—
দল্‌ছে যারা নিরুপায়ে
দর্প ভরে,—
তাদের তুমি বিচার কর
তব করে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 660. August, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৬০ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩২৫। আগষ্ট, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

বরষা।

বরষা নেমেছে প্রাণে,
আজিকে পরাণ গাহে কোন্ গান
পরাণ শুধু তা জানে!
গুরু গুরু মেঘ করে গরজন,
গগনে ফিরায় আঁখি পুরজন,
কাননে বন্ধ কোকিল-কূজন
মধু-বন্ধুর ধ্যানে!
ঝিম্ ঝিম্ তালে, ঝর ঝর সুর
শীতল হৃদয় তৃষিত মরুর,
মাধবী অঙ্গে পরণ-প্রচুর,
লাজানত সাবধানে!

আজিকে পরাণ গাহে কোন্ গান
পরাণ শুধুতা জানে!
নিবিড়-নীলার কুন্তল-দল
পরাণে জাগায় নীল-উৎপল,
কোমল ছায়ায় ধরণীর তলে
অরূপ শান্তি আনে!
ফুটিছে স্বতঃই মল্লার তান
গুরু গম্ভীর মন্দর-গান,
বরষের আজি অমৃত-সিনান
অভিষেক-সম্মানে!
বাজিছে মৃদঙ্গ সাথে তানপুর,
ধরেছে সে সুর প্রাণে!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২৬)

পরদিন সকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নমিতা হাঁসপাতালে গেল। 'ফিমেল ওয়ার্ডে'র বাহিরে চার্ম্মিয়ানের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল। চার্ম্মিয়ান্ স্বভাবসিদ্ধ হাস্যপ্রফুল্ল মুখে 'সুপ্রভাত' অভিনন্দন করিয়া বলিল, "তুমি ক'দিন হাঁসপাতালে আস নি, হাঁসপাতাল্‌টা আমার ভালই লাগ্‌ত না!"

সকৌতুকে নমিতা বলিল, "বটে! আমার অদৃষ্ট ভাল—!"

দত্তজায়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিলেন;—হাসিতে হাসিতে পরিষ্কার বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "কি গো নমিতা মিত্র যে! তুমি আবার হাঁস্‌পাতালে এলে কি রকম?"

নমিতা একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন? আজ যে আমার 'জয়েন্' কর্‌বার দিন্!—কি হয়েছে?—"

দত্তজায়া বলিলেন, "আমি ভেবেছি, তুমি আর আস্‌বেই না!"

নমিতা আরও বিস্মিত হইল; বলিল, "এ রকম ভেবে নেওয়ার কারণ?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া ব্যঙ্গ হাসি হাসিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "কারণ ডাক্তারসাহেবের কাছে শোন গে; তিনি ডাক্‌ছেন্ তোমায়।—বলি, সুরসুন্দর তেওয়ারী যে 'মেডিসিন ষ্টকে'র 'চার্জ' বুঝিয়ে দিয়ে পিট্‌টান্ দিলে!—কি রকম চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছে জান?"

হতভম্ব হইয়া নমিতা বলিল, "আমি কি করে জান্‌বো? আজ সাতদিন ত আমি—।"

পৈশাচিক উল্লাসে ক্রূর-হাসি হাসিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "প্রায় হাজার টাকার ওষুধ, আর অস্ত্র চুরি করে নিয়ে গেছে! সে এখন বড়লোক!—ভাল, তোমার সঙ্গে এত বন্ধুত্ব, আর তোমায় বলে গেল না যে বড়!—"

নমিতা রুষ্ট হইয়া বলিল, "মিসেস্ দত্ত, আপনার এ কি রূঢ় পরিহাস!"

সঙ্গে সঙ্গে চার্ম্মিয়ানও তীব্রস্বরে বলিল, "যথার্থই, এ রকম কদর্য্য ব্যঙ্গ আমি মোটেই পছন্দ করি না।"

একটা বাদানুবাদ বাধিবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময় দ্বারবান্ আসিয়া সেলাম করিয়া নমিতাকে বলিল, "ডাংদার সাব্ আপ্‌কো জরুর বোলাবেন্ হো; উপরমে চলিয়ে।—"

নমিতা চমকিল। সত্যই ডাক্তার-সাহেব তাহাকে ডাকিয়াছেন্! কেন?...চার্ম্মিয়ানের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "মিথ্ কোথা?"

চার্ম্মিয়ান্ বলিল, "তিনি মফঃস্বল গেছেন, আজ এ বেলা আসবেন্ না; ও-বেলা আস্‌বেন্। বাস্তবিক, ডাক্তার-সাহেব তোমায় ডাক্‌লেন্ কেন? চল ত, ব্যাপার কি দেখে আসি।"

দ্বারবান্ সেলাম করিয়া বলিল, "জী, কোইকো যানে মানা। আপ্‌লোক ওয়াড্ পর

বাইরে; আপনে কাম দেখিয়ে, সাহেব বোল্ দিয়া।"

শঙ্কিত দৃষ্টিতে নমিতা চার্ম্মিয়ানের মুখপানে চাহিলে চার্ম্মিয়ান্ বিস্ময়- ও বিরক্তি-পূর্ণ ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "বেশ ত, তুমি যাও না। শুনে এস ত কি বলেন।"

চলিয়া যাইতে যাইতে মিসেস্ দত্ত বলিলেন, "হাঁ হাঁ, খবরটা আমাদের দিয়ে যেও গো মিস্ মিত্র!" এই বলিয়া প্রচ্ছন্নশ্লেষে হাসি হাসিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। চার্ম্মিয়ান্ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

নমিতা দ্বারবানের সহিত বরাবর ত্রিতলে সাহেবের 'অফিস'-ঘরে আসিল। ডাক্তার-সাহেব সেই তিনি,—মিঃ জ্যাকসন্। টেবিলের কাছে বসিয়া তিনি তামাকের পাইপ টানিতেছেন্। পার্শ্বে তাঁহার ক্লার্ক কতকগুলি কাগজ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; অদূরে দুইখানি চেয়ারে দুই ডাক্তার—সত্যবাবু ও প্রমথবাবু—চুপ করিয়া বসিয়া আছেন্।

নমিতা আসিয়া অভিবাদন করিল। ডাক্তার-সাহেব চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন; তারপর গম্ভীরমুখে বলিলেন, "তুমিই তৃতীয় নার্শ—নমিতা মিত্র?"

নমিতা বলিল, "হাঁ স্যর!"

ডাক্তার মিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তিনি নমিতাকে বলিলেন, "কাল তুমি সন্ধ্যাবেলা এঁর বাড়ী গেছলে? আমি তোমাকেই এঁর বাড়ী থেকে বেরুতে দেখেছি, কেমন?"

নমিতা পুনশ্চ বলিল, "হাঁ স্যর!"

ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "উত্তম! দাঁড়িয়ে কেন? ঐ টুলে বস।" দ্বারবানের দিকে ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলিলেন, "উ লোককো বোলাও।"

দ্বারবান্ সরিয়া গেল; ক্ষণপরে দুইজন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুস্থানী পুরুষকে সঙ্গে লইয়া ঘরে ঢুকিল। ডাক্তার-সাহেব নমিতাকে বলিলেন, "দ্যাখ ত, এ লোক-দু'জনকে চেন?—"

নমিতা চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "না।"

ডাক্তার-সাহেব কেরাণীকে ইঙ্গিত করিলে সে পার্শ্বে টুলে বসিয়া লিখিতে লাগিল। নমিতার আশঙ্কা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।—এসব জবানবন্দী গৃহীত হইতেছে কিসের?

ডাক্তার-সাহেব আবার বলিলেন, "আচ্ছা, বল, এদের সঙ্গে তোমার কোনরূপ শত্রুতা আছে?"

ন। না মহাশয়।

ডা। ঠিক্ বল।

ন। না মহাশয়, আমি এদের আদৌ চিনি না; শত্রুতা অসম্ভব।

"উত্তম"—এই বলিয়া ডাক্তার-সাহেব সেই লোক-দুইজনের পানে চাহিয়া হিন্দীতে যথাক্রমে তাহাদের নাম, ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "তোমরা এই স্ত্রীলোককে চেন?"

উভয়েই একবাক্যে স্বীকার করিল যে, তাহারা চিনে। বিস্তর প্রশ্নোত্তরের পর উভয়ে সাক্ষ্যদান করিল যে, নমিতার বাড়ীর নিকট যে 'হোটেলে' তাহারা পাচক ও ভৃত্যের কাজ করে, সেই হোটেলে হাসপাতালের হেড্ কম্পাউণ্ডার সুরসুন্দর তেওয়ারী

আহারাদি করিত ও থাকিত। ভৃত্য বলিল, সেই হোটেলের কাজ সারিয়া রাত্রি বারটার পর বাড়ী ফিরিবার সময় দুইদিন সে দেখিয়াছে যে, সুরসুন্দর তেওয়ারী গভীর রাত্রিতে চোরের মত চুপি চুপি নমিতার বাড়ীতে ঢুকিতেছে। পাচক বলিল, সে হোটেলে উনান ধরাইবার জন্য খুব ভোরে বাড়ী হইতে আসে। সেও একদিন দুইদিন নহে, চার পাঁচ দিন দেখিয়াছে, সুরসুন্দর শেষ-রাত্রে চুপি চুপি নিঃশব্দে নমিতার বাড়ী হইতে বাহির হইতেছে, ইত্যাদি।

ডাক্তার-সাহেব তাঁহাদের বিদায় দিয়া, নমিতার পানে চাহিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কেমন? ইহাদের কথা সত্য?"

নমিতা দেখিল মাথার উপর প্রলয়ের বজ্র গর্জ্জাইয়া আসিয়াছে। আজ এখানে দমিলেই সর্ব্বনাশ! স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ-নমনীয় কোমলতা লইয়া ভীরুতা দেখাইবার স্থান ইহা নহে!—মাথা ঠিক্ করিয়া দৃঢ়-নির্ভীক স্বরে সে বলিল, "শুনুন্ স্যর, আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বল্‌ছি, সুরসুন্দর তেওয়ারী কোনও অসদভিপ্রায়ে আমার বাড়ীতে যাওয়া-আসা করে নি।"

ডাক্তার-সাহেব দাঁতে পাইপ চাপিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "ভাল, সদভিপ্রায়টা কি শুনি!—"

নমিতা বলিতে লাগিল, "আমার বাড়ীতে একটি ভৃত্যের অত্যন্ত অসুখ হয়েছিল। আমার মা রুগ্ন, দুর্ব্বল; ভাই-বোন্‌রা সবাই ছেলেমানুষ। সে চাকরটির সেবাশুশ্রূষা—"

ডাক্তার মিত্র হঠাৎ চেয়ার সরাইয়া, ডাক্তার-সাহেবের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে কি বলিলে, সাহেব হাসিয়া মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন এবং নমিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অত সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিবার অবসর আমার নাই। সংক্ষেপে শীঘ্র বল। ভাল, আমিই তোমায় সাহায্য কর্‌ছি। তোমার বাড়ীতে ভৃত্যের অসুখ করেছিল, সেবা-শুশ্রূষার সাহায্যের জন্য সুরসুন্দর তেওয়ারীর প্রত্যেক দিন রাত্রিতে সেখানে যাওয়া অত্যাবশ্যক হয়েছিল। কেমন? তুমি এই ত বল্‌তে চাও?" —এই বলিয়া ডাক্তার-সাহেব হাসিলেন। ডাক্তার মিত্রও মুখ বাঁকাইয়া গর্ব্বভরে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন্। সত্যবাবু গম্ভীর-করুণ-নয়নে নমিতার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন্।

অপমানে ক্ষোভে নমিতার আকর্ণ লাল হইয়া উঠিল। কষ্টে আত্মদমন করিয়া সে বলিল, "সব কথা শুনুন, স্যর! আপনি 'নার্শ'দের 'ডিউটি'র দৈনিক হিসাব আনিয়ে দেখুন, কোন্ দিন রাত্রিতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত আমাকে এই হাঁস্‌পাতালে কাজ কর্‌তে হয়েছে; আর কোন্ দিন কোন্ সময় সুরসুন্দর তেওয়ারী আমার বাড়ীতে গিয়েছিল, তা সাক্ষীদের ডেকে জেনে নিন্; তা হ'লে বুঝ্‌তে পারবেন্ আমার অনুপস্থিতির সময়েই সে আমার বাড়ীতে ছিল।"

চুরুটের পাইপে লম্বা টান দিয়া ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "তুমি অল্পবয়স্কা হ'লেও খুব বুদ্ধিমতী, তা'র কোন সন্দেহ নাই। তুমি সকলদিক্ বাঁচিয়ে চল্‌তে চেষ্টা করেছ, বুঝেছি। কিন্তু তুমি জান না, বোধ হয়, আমি তোমার মত বহু নার্শ দেখেছি;

আর তোমার অনুগ্রহ-পাত্র সেই সুরসুন্দর তেওয়ারীর মতও বহু কম্পাউণ্ডার দেখেছি। এদের দুরন্ত কব্‌বার ঔষধ আমার কাছে বিলক্ষণ আছে!—ক্লার্ক, অর্ডার লেখ ....."

টেবিলের উপর হইতে একতাড়া কাগজ তুলিয়া, নমিতার সম্মুখে তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "তোমাদের এই কুৎসিত কলঙ্ক-ব্যাপারের চাক্ষুষ সাক্ষীর মন্তব্য দেখ;—একটা দুইটা নয়, উপর্য্যুপরি তিন তিনটা বেনামী দরখাস্ত পেয়েছি। সে লোক এবার প্রকাশ্য সংবাদপত্রে এইসব ব্যাপারের আলোচনা কব্‌বে ব'লে প্রতিশ্রুত হয়েছে। কাজেই, আমার নিশ্চিন্ত থাকা অসম্ভব। নার্স, শুধু এই একটা হ'লে কথা ছিল। তোমার বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ আছে। তুমি মিছামিছি হাতে ক্ষত হওয়ার ছলনায় সাতদিন ছুটি নিলে, অথচ বাইরে তোমার 'ডাক' জুটিয়ে দেবার লোকের অভাব হোল না, এবং সেখানে গিয়ে কাজ কর্‌তেও তোমার অসুবিধা হোল না, কেমন? যাক্, এও ক্ষমা কর্‌তে পারি, কিন্তু তোমার ভীষণ দুঃসাহস আমি কোন মতেই ক্ষমার্হ মনে করি না! এই ভদ্রলোক প্রমথবাবু, ইনি শিক্ষায়, সম্মানে—সর্ব্বতোভাবে তোমার ঊর্দ্ধস্থানীয়; বয়সেও তোমার মত যুবতীর পিতৃস্থানীয় নন্, এটা, বোধ হয়, তুমি স্বীকার কর।—তুমি কি উদ্দেশ্যে বিনা প্রয়োজনে যখন্ তখন্ এঁর বাড়ীতে যাতায়াত কর? তাঁর সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ আমায় দিতে পার?—

ঘৃণায় উত্তেজনায় নমিতা অধীরভাবে টুল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ভয়, সম্ভ্রম, সব সে ভুলিয়া গেল। ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। তীব্রস্বরে সে বলিল, "স্যর, জীবনে দু'দিনের বেশী ওঁর বাড়ীর চৌকাঠ পার হই নাই। তাও ওঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক-সুবাদে যাই নি। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার কিছু আলাপ আছে। তিনিই প্রথমে পত্র লিখে আমায় সাক্ষাতের জন্য নিমন্ত্রণ করেন্। যদি বলেন, সে-পত্রও আমি এখনই—"

হাত তুলিয়া বাধা দিয়া ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "থাক্, তোমার গল্প-রচনার ক্ষমতা যখন এমন চমৎকার, তখন ইচ্ছামাত্রে একটা জালপত্র আবিষ্কার করা তোমার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়,—তা আমি জানি।"

ঘৃণায় নমিতার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। কষ্টজড়িত স্বরে সে বলিল, "স্যর, আপনি আমায় মিথ্যাবাদী মনে করেন্, ভাল; আমার সঙ্গে বিশ্বস্ত লোক দেন্,—অথবা ডাক্তার-বাবুকেই পাঠান্, উনি ওঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে আসুন্।"

হা হা শব্দে হাসিয়া ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "তোমার অদ্ভুত সাহস! তুমি আমাকেও বুদ্ধিকৌশলে পরাস্ত কর্‌তে চাও? কিন্তু তত আহাম্মুখ আমায় মনে কোরো না।—আচ্ছা, ডাক্তারের পীড়িতা স্ত্রী অপেক্ষা সুস্থ-স্বচ্ছন্দ ডাক্তারই, বোধ হয়, সত্য সাক্ষ্য বেশী দিতে পারেন্,—কি বল? এটা আশা করা অন্যায় নয়?"

নমিতা দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ নিশ্চয়।—উনি উচ্চশিক্ষিত, সম্মানার্হ ভদ্রসন্তান। উনি কখনই মিথ্যা বল্‌বেন না—আমি আশা করি।"

উৎসাহিত ভাবে চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া ডাক্তার-সাহেব নমিতাকে বলিলেন, "ভাল ভাল, তুমি এঁর শিক্ষা ও ভদ্রতা সম্বন্ধের বিষয় মনে কর ত? এঁর সাক্ষ্য সত্য ব'লে স্বীকার কর্‌তে তোমার আপত্তি নাই?"

ডাক্তার-সাহেবের এই উৎসাহের মূলে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে কি না, নমিতা ভাবিয়া দেখিবার সময় পাইল না; অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিল, "হাঁ, ওঁর সাক্ষ্য কখনই মিথ্যা হবে না।"

ডা-সা। ব্যস্, ডাক্তার মিত্র, বল। কি উদ্দেশ্যে এই নার্শ তোমার বাড়ী যাতায়াত করে, সুস্পষ্ট ভাষায় ওর মুখের ওপর প্রকাশ কর।

ডাক্তার-সাহেব চেয়ার ঘুরাইয়া লইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, একখানা লেখা কাগজ দেখিতে লাগিলেন।

ডাক্তার মিত্র পরম বিনয়ের ভঙ্গীতে একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া, ইতস্ততঃ করিয়া নম্রভাবে বলিলেন, "স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ অল্পবয়স্কা। যুবতীর চপলতা-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা, আমাদের পক্ষে উচিত নয়।—"

ডাক্তার-সাহেব কাগজের উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া ডাক্তার মিত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি মনে রেখো ডাক্তার, ই, বি, জ্যাকসন্ কারুর ত্রুটির প্রশ্রয় দিয়ে চল্‌বার পাত্র-নয়। নিজের সহোদরকেও আমি ক্ষমা করি নি। স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে সেও একদা এমনই একটা কলঙ্কজনক মূঢ়তা প্রকাশ করেছিল বলে, আমি তাকে জেলে দিতেও কুণ্ঠিত হই নি।—অবশ্য কর্ম্মচারীরা ত কোন্ ছার!—সুন্দরী স্ত্রীলোকদের আমি এতটুকুও বিশ্বাস করি না। ঠিক্ জানি, তাদের দ্বারা সকল রকম অঘটন ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও সকল ঘটনার সত্য-মিথ্যা আমি, কেবল মাত্র ঐ নার্শের সুন্দর মুখ দেখে বুঝেছি। অন্য সাক্ষ্য নিষ্প্রয়োজন। তবে আইনের মান রেখে চল্‌ব। ন্যায়ানুমোদিত প্রমাণ চাই। বল, ডাক্তার, তুমি কি জান।"

ক্ষিপ্ত-উৎকণ্ঠায় নমিতার আপাদমস্তকে বিদ্যুৎ-ঝলক্ বহিয়া যাইতেছিল। রুদ্ধস্বরে সে বলিল, "বলুন, ডাক্তারবাবু, ঈশ্বরের নামে শপথ করে সত্য বলুন।"

ডাক্তার মিত্র কুণ্ঠিতভাবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার সাহেব রূঢ়স্বরে বলিলেন, "বল, আমার কাছে ত স্বীকার করেছ ডাক্তার! এই নির্লজ্জা দুশ্চরিত্রা নারী কি উদ্দেশ্যে তোমার কাছে সর্ব্বদা যাতায়াত করে, সত্য বল।"

ডাক্তার মিত্র চকিত কটাক্ষে একবার নমিতার পানে চাহিলেন, তারপর ডাক্তার সাহেবের দিকে চাহিয়া দ্রুতস্বরে বলিলেন, "আমায় করায়ত্ত করবার জন্য,—আমার চরিত্রধ্বংস করবার জন্য!—"

নমিতা দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল। তাহার দৃষ্টি স্তম্ভিত-স্থির, মুখ পাংশুবর্ণ, রসনা অসাড় নিশ্চল!—একটা যন্ত্রণার শব্দ উচ্চারণ করিয়া লঘু হইবার ক্ষমতাও তাহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল!—নমিতার মনে হইল, মৃত্যুর নিস্তব্ধ ভীষণতার দৃঢ় আবেষ্টনে সে যেন সজ্ঞানে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল! আর তাহার কোন চেষ্টা করিবার বা চিন্তা করিবার শক্তি নাই!

ডাক্তার-সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নমিতার পানে একবার চাহিলেন, তারপর কোন কথা

না বলিয়া, খচ্ খচ্ শব্দে হুকুম নামায় সহি করিয়া ফেলিয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন; টুপী লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ডাক্তার মিত্রও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার সাহেবের ক্লার্ক শরৎবাবু উদাসীন নিশ্চিন্ত ভাবে টেবিলের কাগজপত্র গুছাইতে লাগিলেন; দু একবার আড়-চোখে চাহিয়া নিশ্চল নিস্পন্দ নমিতার অবস্থাটা দেখিয়া লইলেন; কিন্তু কিছু বলিলেন না।

সত্যবাবু গালে হাত দিয়া হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন; তারপর মুখ তুলিয়া ক্ষোভ মিশ্রিত তিরস্কারের সুরে বলিলেন, "শরৎ, ছিঃ, মেয়েটার না-হ'ক্ লাঞ্ছনা করালে; তোমার হাতে এই সব কাগজ পত্র এসেছে,—আমায় কি কিছুই বল্‌তে নাই?—যদি পনের মিনিট্ আগে বল্‌তে, আমি তখনই গিয়ে ওকে সাবধান করে দিতুম।—ডাক্তার-সাহেব সস্‌পেণ্ড কর্‌বার আগেই ও রিজাইন দিয়ে সরে দাঁড়াতে পার্‌ত যে! ছিঃ!—"

নিতান্ত ভালমানুষীর সহিত শরৎ বাবু পরম গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কি কর্‌ব ম'শায়, একেবারে সাহেবের হাতে এসে ওসব দরখাস্ত পড়েছে। আমার ওতে কোনই হাত ছিল না; —না হলে কি আমি চেষ্টা করি না?"

সত্যবাবু বলিলেন, "এ সাক্ষী দু'টি যোগাড় কর্‌লে কে?—"

শরৎবাবু মেঝের উপর হইতে সেই দরখাস্তখানি তুলিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন, "দরখাস্তেই ওদের নাম লেখা ছিল। তারপর সাহেব কখন লোক পাঠিয়ে ওদের এনে হাজির করিয়েছেন, আমি কিছুই জানি না।"

ডাক্তার সত্যবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যোগাড়ের জোরে দিনকে রাত করা যায়, দেখছি! হুঁ,—কলিকাল! দেবতারাও মরে রয়েছে রে!—"

নমিতার কাছে আসিয়া ডাক্তারবাবু তাহার দুইহাত ধরিয়া বলিলেন, "ওঠো মা, ওঠো! কি কর্‌বে বল, কপালের ভোগ!—মানুষের অত্যাচারের ওপর ভগবানের বিচার-ক্ষমতা আছে। প্রবল গায়ের জোরে দুর্বলকে যতই নির্য্যাতন করুক্, কিন্তু চরম শাসন সেই ওপরওলার হাতে! যদি তাঁর চোখে নির্দ্দোষ থাক—"

নমিতা এতক্ষণে প্রাণের মধ্যে একটা আশ্বাসের সাড়া পাইয়া সচেতন হইল। নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুক্ত করে নত হইয়া সত্যবাবুকে নমস্কার করিল।

নমিতার মুখের অস্বাভাবিক বিবর্ণ চেহারা দেখিয়া সত্যবাবু চোখের জল সামলাইতে পারিলেন না। তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চশমা খুলিয়া, রুমালে চোখ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। নমিতা ক্লার্ক শরৎবাবুকে তেমনি নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া ডাক্তার সাহেবের লেখা হুকুম-নামাটি তুলিয়া লইয়া ধীর-পদে প্রস্থান করিল।

(২৭)

অসহ্য শূন্যতায় চারিদিক্ ভরিয়া গিয়াছে! —আজ আর কোথাও কিছু নাই! দুঃখ, ক্ষোভ, বেদনা দূরের কথা; সামান্য ঘৃণা অনুভবের শক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে! এতদিন ধরিয়া কত শোক, দুঃখ, অপমান ব্যথার আঘাত সে অবিচল ধৈর্য্যে বহন করিয়া, অটুট তেজস্বী প্রাণ লইয়া, স্বচ্ছন্দে হাসি-

মুখে পৃথিবীতে নিজের কর্ত্তব্যপালন করিয়া আসিতেছে,—দুঃসহ শ্রমক্লান্তির অবসাদে, সহস্র দুঃখতাপের গুরুভারে অভিভূত হইয়াও একদিন তাহার ধৈর্য্যভঙ্গ হয় নাই;—চিরদিন আত্মচেতনাকে উর্দ্ধে, আনন্দলোকে একান্তভাবে লীন করিয়া দিয়া, নিভৃতে শান্তি পাইয়াছে; প্রাণের অবসন্ন-মলিনতা ঝাড়িয়া আবার প্রফুল্ল-সজীবতা ফিরিয়া পাইয়াছে; সুস্থ সবল হাস্যময় হৃদয় লইয়া, অক্লান্ত পরিশ্রমে শত কাজে খাটিয়াছে; কোনও দিন এতটুকু শ্রান্তি-বিরক্তির অনুভব করে নাই!.....কিন্তু আজ! আজ এ কি হইল ভগবন্! হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতিকে একেবারে ভীষণ আতঙ্কে স্তম্ভিত করিয়া দিলে? এ যে কল্পনাতীত অসহনীয় ব্যাপার!

হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া নমিতা বাড়ীর দিকে চলিল; হাসপাতালে কাহারও সহিত দেখা করিল না; চার্ম্মিয়ানের সহিতও না! চরিত্র-কলঙ্কের জঘন্য-অপবাদলাঞ্ছিত, এই বিষাক্ত-বেদনাময়ী মূর্ত্তি লইয়া, আজ কাহারও সম্মুখে, কোন মানুষের সম্মুখে মুখ খুলিয়া দাঁড়াইবার অধিকার তাহার নাই! নমিতা সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া, হাসপাতালের সীমা ছাড়াইল। ডাক্তার-সাহেব চারিদিক্ দেখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। সে সময় সকলেই ব্যস্ত-শঙ্কিত; নমিতার দিকে চাহিবার সুযোগ কেহই পাইল না।

বাড়ীর কাছে আসিয়া নমিতা দাঁড়াইল। ভিতর হইতে সুশীলের উচ্চচীৎকার আসিয়া কাণে পৌঁছিল। সে তাহার প্রিয়তম ছাগল-ছানাগুলিকে পরম আনন্দে ঘোড়দৌড়ের কৌশল শিখাইতেছে। বাড়ী ঢুকিতে আর নমিতার পা উঠিল না। মুহূর্ত্তে সুশীলের মুখ তাহার মনে পড়িল, বিমলের মুখ মনে পড়িল, সমিতার মুখ মনে পড়িল; তারপর সব শেষে মা'র মুখ মনে পড়িল!

চোখের সাম্‌নে সমস্ত জগৎটা যেন আকুল বেদনা-স্পন্দনে সুস্পষ্টরূপে থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! নমিতা মূঢ়-বিহ্বল-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের মধ্যে ক্ষিপ্ত-যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ গর্জ্জিয়া উঠিল,—ভুলাইয়া দাও ভগবন্,—সব মমতাভিমান ভুলাইয়া দাও! পৃথিবীর বিষাক্ত-শল্যবিদ্ধ এই দৃষ্টিশক্তি আজ নিরুপায়ভাবে তোমরই দিকে ফিরাইবার শক্তি দাও! পৃথিবী গায়ের জোরে, পার্থিবের যা কিছু 'ভাল', আজ সব কাড়িয়া লইয়াছে, কিন্তু প্রাণের ভক্তিটা কাড়িয়া লইতে পারে নাই। তোমার উপর এই যে একনিষ্ঠ অবিচল বিশ্বাস, ভগবন্, আজ ইহাই দীনাত্মার একমাত্র সম্বল! ইহা বিধ্বস্ত হইতে দিও না!

যাক্, সব অভিমান দূর হউক্। এই লাঞ্ছনা-তাড়িত হীন জীবন লইয়া আবার শক্ত হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, আবার সন্ধান করিয়া আশ্রয় খুঁজিয়া, অন্নদাসত্বের চরণে আত্মবিক্রয় করিতে হইবে। আবার সাধারণ মানুষের মত খাইয়া, ঘুমাইয়া, নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাইতে হইবে।—উঃ ভগবন্, ইহা অসহ্য কল্পনা-স্মৃতি!—এ সম্ভাবনা কি আর সহিতে পারা যায়! মস্তিষ্ক যে আজ ভীষণ আঘাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে!..... শিক্ষার উপর তাহার অগাধ নিষ্ঠা, অটল শ্রদ্ধা, অপর্য্যাপ্ত সম্ভ্রম বোধ ছিল। সে শিক্ষার

সার্থতা আজ কি দেখিল? কি ভয়াবহ বিশ্বাস-মাতকতা! কঠোর ধিক্কারে বুক পিষিয়া যাইতেছে;—বুঝি, আত্মনিষ্ঠার নির্ভরভিত্তিও আজ কৃতঘ্নতার আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়ে! আজ সব সাহস ফুরাইল!—হে সংসার, তোমার অসীম অত্যাচার-শক্তিকে প্রণাম! আজ বলিবার কিছু নাই!

খানিকটা হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া নমিতা স্মিথের কুঠির দিকে চলিল। ফটকের কাছে খানসামার সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইলে, সে সেলাম করিয়া জানাইল, স্মিথ্ নমিতার জন্য একখানা পত্র ও খবরের কাগজ খানসামার জিম্মায় রাখিয়া গিয়াছেন। নমিতা ফটকের পার্শ্বে খোলা জমীটার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "নিয়ে এস এখানে।"

খানসামা চলিয়া গেল ও একটু পরে স্মিথের লেখা একখানি পত্র ও খবরের কাগজখানা আনিয়া দিল। উৎফুল্লমুখে, সম্ভ্রমের সহিত সে বলিল, "পত্র পড়িয়া দেখুন,—একটা মঙ্গল-সংবাদ আছে।"

নমিতা উদাসভাবে হাসিল। না না, আজ পৃথিবীর কাছে কোন মঙ্গল-সংবাদ শুনিবার আশা নাই। সে চেষ্টা আজ ভয়ানক পাপ। থাক্ পত্র! উহা পড়িবার প্রয়োজন কি?

খানসামা নিজের কাজে চলিয়া গেল। নমিতা ছাটুর ভিতর মাথা গুঁজিয়া, রৌদ্রে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বেলা দশটা বাজিল, এগারটা বাজিল, সাড়ে বারোটা—একটা বাজিল। বাবুর্চি ও খানসামারা কাজকর্ম সারিয়া কুঠি হইতে বাহির হইল। তাহাদের বাহির হইতে দেখিয়া নমিতার সংজ্ঞা ফিরিল। সে নিঃশব্দে উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। কাগজ ও চিঠিখানা হাতে ছিল, হাতেই রহিল।

নমিতার মাথার মধ্যে অসহনীয় যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল, কেমন যেন শীত করিতে লাগিল, পথে চলিতে চলিতে ভিতরে কেমন একটা কম্পের ঝোঁক্ আসিতে লাগিল। বাড়ী পৌঁছিয়া কোনও ক্রমে শয়নকক্ষের দিকে সে চলিল। পড়িবার ঘরে বিমলাকে সে দেখিতে পাইল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার সুন্দর মুখ লাল হইয়া গিয়াছে, চক্ষুর পাতা ফুলিয়া উঠিয়াছে। সে তখনও বসিয়া মুখে কোঁচারকাপড় চাপা দিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। নমিতা হতভম্বের মত খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে অগ্রসর হইয়া নিঃশব্দে নিজের শয়নকক্ষে আসিল। সমিতা সেখানে ছিল। নমিতা তাহাকে বলিল, "ওরে, বড় শীত কচ্ছে, সেলুন! বিছানাটা ঝেড়ে দে ভাই, দাঁড়াতে পারছি নে।—"

সমিতা বিছানা ঝাড়িয়া দিল। নমিতার অত্যন্তই কম্প আসিতেছিল; ঠোঁটগুলা শুদ্ধ ঘনবেগে কাঁপিতেছিল। চক্ষু চাহিয়া থাকাও তাহার অসহ্য বোধ হইতেছিল। আপাদমস্তক লেপচাপা দিয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। স্মিথের সেই পত্র ও কাগজ সে বিছানারই উপর ফেলিয়া রাখিল; খুলিয়া দেখিল না।

সমিতা নমিতার শিয়রে বিষণ্ণভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে নমিতা ধীরকণ্ঠে সুধাইল, "সেলুন, তোমাদের খাওয়া হয়েছে?"

স। হ্যাঁ, আজ রবিবার, আমরা সকাল সকাল খেয়েছি।

নমি। মার খাওয়া হয়েছে?—

সমি। হয়েছে—।

নমি। কি করছেন তিনি?—

স। খানিকক্ষণ হোল সমুদ্র কম্পাউণ্ডার মেজদাকে বাইরে ডেকে কি-সব বলে গেল। মেজ-দা মার কাছে এসে চুপি চুপি সেই সব বল্‌লে।—মা সেই থেকে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন্, আর ওঠেন্ নি।"

"থাক্‌তে দাও" বলিয়া সহসা মর্ম্মভেদী আকুলতায় গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নমিতা বলিল, "ভাগ্যে আজ বাবা বেঁচে নেই। উঃ! সেলুন, কারুর সাম্‌নে বেরিও না। ওরা ভাইয়ের মহত্ত্ব, ভাইয়ের দায়িত্ব নিয়ে বোনের সাম্‌নে দাঁড়াতে শেখে নি।—না না, ভগবন্, প্রতিহিংসার উত্তেজনা থেকে পরিত্রাণ দাও; মানুষের মুখ ভুলে যেতে দাও আজ!"

খানিকক্ষণ পরে বিমল আসিয়া শান্তভাবে নমিতার কাছে বসিল, কিন্তু নমিতাকে ডাকিতে তাহার সাহস হইল না। খবরের কাগজখানি নিঃশব্দে নাড়িয়া চাড়িয়া সে দেখিতে লাগিল। * * মেডিকেল কলেজের ডাক্তারি পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। যে কয়জন দেশীয়া মহিলা এবার সে-পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন, স্মিথ্ তাহাদের প্রত্যেকের নামের নীচে লাল-কালীতে দাগ দিয়া রাখিয়াছেন। কাগজের মাথায় নীল পেন্সিলে মোটা মোটা হরফে তিনি লিখিয়া দিয়াছেন, "নমিতার জন্য।"

বিমল চিঠিখানা হাতে তুলিয়া দেখিল, খামের মুখ এখনও খোলা হয় নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, "দিদি, স্মিথের চিঠিখানা পড়্‌বো কি?—"

"পড়—" বলিয়া নমিতা শান্তভাবে চোখ মুদিল। বিমল পত্র পড়িতে লাগিল। একটু পরে উত্তেজিত ভাবে সে বলিল, "দিদি, স্মিথ্ কি লিখ্‌ছেন জান? সুরসুন্দর তেওয়ারী—সে লক্ষপতির সন্তান।—শোন চিঠি—দিদি—শোন।—"

নমিতা দৃষ্টি খুলিয়া চাহিল। তাহার দৃষ্টি নিস্তব্ধ, প্রশান্ত—অত্যন্ত-সুগভীর-ভাবময়। বিমলের উত্তেজনায় তাহার মুখে এতটুকুও চাঞ্চল্য দেখা গেল না। সে অচঞ্চল, স্থির! বিমল পত্র পড়িতে লাগিল।—

"প্রিয় নমিতা,

রাত্রি সাড়ে এগারটা বাজিয়া গিয়াছে, আমি শয়নের জন্য আসিয়াছি;—কিন্তু তোমাদের একটি সুসংবাদ না শুনাইয়া, ঘুমাইতে পারিব না, তাই পত্র লিখিয়া যাইতেছি। কাল ভোরে আমাকে কোন কাজের জন্য বাহিরে যাইতে হইবে।

"সুরসুন্দর আজ ধরা পড়িয়াছে! সন্ধ্যার সময় আমার কুঠিতে সে আসিয়াছিল। ইতোমধ্যে তাহার এক টেলিগ্রাম এখানে আসিয়া পড়ে। সেই টেলিগ্রামেই সব রহস্য ধরিয়া ফেলিয়াছি। দুষ্ট বালকটি আজ আমার কাছে আত্মগোপন করিতে পারে নাই; সব পরিচয় খুলিয়া বলিয়াছে।

"সুরসুন্দরের পিতা প্রসিদ্ধ ধনবান্ ছিলেন। লাহোর, রাওলপিণ্ডি, কানপুর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত তাঁহার নানাবিধ ব্যবসায়ে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা খাটিত। তারপর উপর্য্যুপরি কয় বৎসর ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ায় তিনি অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। সেই সময় হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। দেন-

দারের মৃত্যুতে, ঋণদাতৃগণ সুযোগ পাইয়া, নানা কৌশলে সমস্ত ব্যবসায়-সম্পত্তি আত্মসাৎ-করিয়া লয়।

"সুরসুন্দর তখন পনের বৎসরের বালক; কলিকাতায় কোন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িত। সেইখান হইতে পড়াশুনা ছাড়িয়া সে উপার্জ্জনের চেষ্টায় বাহির হয়। তারপর লাহোর মেডিকেল স্কুল হইতে কম্পাউণ্ডারী পরীক্ষায় পাশ করিয়া, সে চাকরী লইয়া নানা স্থানে ঘুরিতেছে।

"শিক্ষাই শক্তি-সামর্থ্যের জনক। সুরসুন্দরের মেজ ভাই দেবসুন্দর সম্প্রতি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছে। সে অত্যন্ত চতুর ও অধ্যবসায়ী; নানা কৌশলে বিপক্ষপক্ষের হাত হইতে গোপনে কাগজ-পত্র উদ্ধার করিয়া, তাহাদের বে-আইনি জাল জুয়াচুরী সব ধরিয়া ফেলিয়াছে। বিপক্ষগণ সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, সভয়ে ক্ষমা চাহিয়া, সমস্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে স্বীকৃত হইয়াছে। কয় বৎসরের ব্যবসায়ের মুনাফায় ইহাদের পিতৃ-ঋণ পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। এখন ইহারা আবার সেই পৈতৃক সম্পদের অধিকারী—লক্ষপতি—হইল।

"পুত্রের সম্মান-গৌরবে মাতার হৃদয়ে যে আনন্দের উদয় হয়, আজ আমার প্রাণ সেই আনন্দে পূর্ণ! ইহাকে আমি পুত্রের মত ভালবাসি, পুত্রের মত অসঙ্কোচে স্নেহ করিয়াছি, আদর করিয়াছি, ভুলের জন্য অবহেলায় তিরস্কার করিয়াছি।—আজ সে সমস্ত স্মৃতি গভীর মমতায় আমার মনকে আর্দ্র করিতেছে। নমিতা, তোমাকেই সকলের আগে এ-সংবাদ এত আবেগের সহিত জানাইতেছি। তুমি সকলকেই এই অপূর্ব্ব আনন্দ-সংবাদ জানাইও, আর জানাইও সুরসুন্দরের সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু—ক্ষুদ্র সুশীল মিত্রকে।

"আর একটি কথা, অল্পক্ষণ পূর্ব্বে খবর পাইলাম, এইখানকার কতকগুলি লোক সুরসুন্দরকে অপমানিত করিবার জন্য মিথ্যা ষড়যন্ত্রে লাগিয়াছে। সে লোকগুলির পরিচয় এখন তোমার শুনিয়া কাজ নাই; পরে শুনাইব। তাহাদের জন্যই কাল আমাকে বাহির হইতে হইবে। সুরসুন্দরও আমারই সঙ্গে যাইবে। আজ তাহার বাড়ী যাওয়া হইল না। আগামী কাল ছুটি কাটাইয়া, কাজে জবাব হইয়া, একেবারে ইস্তফা দিয়া, এখান হইতে সে যাইবে। এ সংবাদ আপাততঃ গোপন রাখিও। ইতি

তোমার বিশ্বস্তা, স্মিথ্।"

বিমল উত্তেজিত স্বরে বলিল, "দ্যাখো দিদি, এই সুরসুন্দর তেওয়ারী যে এত বড় লোকের ছেলে, তা আমরা কেউ জান্‌তুম না; কিন্তু এর আচরণ যে কত মহৎ তা আমরা সবাই বুঝেছিলুম্। শুধু হাসপাতালের নয়, এখানকার সবাই এঁকে এত ভালবাস্‌ত, খাতির কর্‌ত। ব'লেই ঐ হিংস্র জানওয়ারটা ওর শত্রু হয়ে উঠেছে!... ...কিন্তু ভগবান্ আছেন্। এইবার.....।"

নমিতা কোনও উত্তর দিল না; অর্থশূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বিমল একটু সংযত হইয়া, বলিল, "হাসপাতাল শুদ্ধ সবাই খেপে উঠেছে, চাক্ষিয়ান্ রিজাইন দেবার জন্য ডাক্তার সাহে-

বের অনুমতি চেয়েছেন; কম্পাউণ্ডাররা সব পরামর্শ ঠিক্ করে রেখেছে যে, শিখ্ এলেই তা'রা ধর্ম্মঘট কর্‌বে।—ওরা সবাই বুঝেছে, তোমাদের এ বদ্‌নাম সর্ব্বৈব মিথ্যা।"

বিমল আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সজোরে হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া, দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া, মর্ম্মান্তিক ক্রোধে বলিয়া উঠিল, "জঘন্য-জানোয়ার! ওর মুখের উপর জুতো ছুঁড়ে মার্‌তেও ঘৃণা হয়। লেখাপড়া শিখে, আর কিছু কর্‌তে পার্‌লে না! কাপুরুষতার চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়ে শেষে—" বিমলের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বিমল সবেগে কক্ষ-মধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। তাহার দুই চোখ্ হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নমিতা হাঁ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।—বিমলের নিশ্চিন্ত-প্রসন্ন সদা-নন্দ মূর্ত্তির উপর আজ এ কি ভীষণতার বজ্রাগ্নিশিখা ঝলসিয়া উঠিয়াছে!—চাহিয়া চাহিয়া নমিতার যেন চোখ জ্বালা করিতে লাগিল, মুখে একটা ব্যাকুলতার আবেশ ঘনাইয়া উঠিল।—হাত তুলিয়া ইসারা করিয়া সে বিমলকে বলিল, "কাছে আয়, ভাই!"

বিমল কাছে আসিল ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নমিতার পানে চাহিয়া বলিল, "সামাজিক সম্মান, আর পদমর্য্যাদার জোরে, ঐ মিথ্যা-বাদী কাপুরুষটা যা খুসী তাই কর্‌বে? ভগবানের বিধান যাই হোক্, কিন্তু তাঁর ওপর চাল মেরে, এই যে মানুষের হাতেগড়া বিধানগুলো, এ কিছুতেই সহ্য কর্‌ব না! অবস্থা-চক্রে দীন-দরিদ্র হয়েছি ব'লে, আমাদের সম্মানের মূল্য নাই?—আমরা কি মরে রয়েছি?.....মাথার উপর জবরদস্ত অভিভাবক নেই বলে, ওই ইতর, ছোটলোক কুকুরের—"

অকস্মাৎ বিদ্যুতাহতের মত তীরবেগে উঠিয়া, সজোরে বিমলের হাত চাপিয়া ধরিয়া নমিতা উন্মাদ-বিকল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সাবধান, নিজের মাতাপিতার সম্মান স্মরণ রেখে—।" নমিতার কথা শেষ হইল না সে বিছানার উপর অজ্ঞান হইয়া ঢলিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে তাহার চেতনা ফিরিল। দৃষ্টি খুলিয়া ভগ্ন করুণ কণ্ঠে সে বলিল, "কুৎসিৎ গালি? মর্ম্মান্তিক অভিশাপ? বৃথা শক্তি-অপব্যয়! বিমল, আমরা ত নীচাত্মার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করি নি, কেন নীচতা প্রকাশ করিস্ ভাই? বাবার স্বর্গগত আত্মার অপমান করা হয় যে!—তাঁকে ব্যথা দিস্ নি; চুপ কর্! তিনি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন; তিনি সব দেখেছেন, সব জানেন।—তাঁর স্মৃতির গৌরব কতখানি জীবন্ত জ্বালাময় হয়ে আমার বুকের মাঝে জেগে আছে, সে তিনি জানেন্ রে, আর জানেন অন্তর্য্যামী! সেই ত আমার কুমারী-জীবনের পবিত্রতা-রক্ষায় অক্ষয় কবচ! "পিতা রক্ষতি কৌমারে" তিনি বলে দিয়েছিলেন। সে ত আমি ভুলি নি; ওরে এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলি নি।—কেন ভাবিস্ ভাই? যে যা বলেছে বল্‌তে দে।—আমি বাবার কাছে অভয় পেয়েছি,—আর কোন নিন্দা অপমান গ্রাহ্য করি না। এবার নিঃশব্দ উপেক্ষায় সকলকে ক্ষমা করে যেতে দে; গ্লানির পীড়ন থেকে অন্তরাত্মা মুক্তি পেয়ে বাঁচুক্, আর হিংসা-বিদ্বেষ জাগাস্ নে।"

নমিতার বুকের মধ্যে রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে কি

একটা গাঢ় আবেগ কাঁপিয়া উঠিল।—"আঃ বাবা—" বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল;—ধীর গভীর স্বরে বলিল, "পার্থিবের অন্যায় অপমানের আঘাত আজ অপার্থিব শান্তির দিক্ থেকে ন্যায্যপ্রাপ্য সম্মান বলে গ্রহণ করিবার শক্তি দাও, ভগবান্!—সান্তের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অশান্তি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে আজ চিন্তাশক্তিকে অনন্তের দিকে প্রসারিত হয়ে যেতে দাও,—আমার এবারের ঘুম সুনিদ্রার আরামে ভরিয়ে দাও, দয়াময়!"

লছ্মীর মা আসিয়া, সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিয়া বলিল, "নমি-দিদি, এবার কিছু খা, ভাই!—সেই কোন্ সকালে এতটুকু খেয়ে গেছিস, তারপর আর তো—।"

হাত নাড়িয়া নমিতা বলিল, "এখন নয়, এখন নয়, লছ্মীর মা!—বড় মাথায় যাতনা হচ্ছে, তোমরা চলে যাও!—মাকে দেখ গে।—আমি নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমাই। মাথাটা সেরে যাক্, তারপর—।"

জানালার নীচে রাস্তায় একদল পথিক সমস্বরে উচ্চ রোলে হাঁকিল, "হরিবোল—বল হরি, হরিবোল!—"

চকিতে উৎকর্ণভাবে মাথা তুলিয়া নমিতা সে শব্দ শুনিতে গেল, কিন্তু পারিল না। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, কে যেন বিদ্যুতের চিম্‌টায় মস্তিষ্কের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলা চিম্‌টাইয়া পিছনে টানিয়া ধরিল।—যন্ত্রণাহতের অস্ফুট আর্ত্তনাদ তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল; ধুপ করিয়া তাহার মাথাটা বালিশের উপর পড়িয়া গেল। কাতর স্বরে সে বলিল, "দেখ ত বিমল, কে যায়—।"

জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া, বিমল সবিস্ময়ে বলিল, "এ কি! আমাদের নির্ম্মলবাবু—!" পরক্ষণে ভুল সংশোধন করিয়া বলিল, "ডাক্তার মিত্রের ভাই নির্ম্মলবাবু, তিনিও যে খালি পায়ে কাঁধ দিয়ে চলেছেন!—দেখি ত কে—!"

বিমল উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল; একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী মারা গেছেন্। .....মিনিট-কুড়িক আগে দেখলুম, নির্ম্মল-বাবু ছাতা আর ব্যাগ্ হাতে করে ছুটে আস্‌ছেন ষ্টেশন থেকে। বোধ হয়, ওঁর সঙ্গে দেখাও হয় নি; আগেই মারা গেছেন।"

"গেছেন!" বলিয়াই নমিতা বিহ্বলভাবে বিস্ফারিত নয়নে জানালার দিকে চাহিয়া রহিল! বিমল ভীত হইয়া ডাকিল, "দিদি!"

নমিতা দৃষ্টি ফিরাইল। একটা সুখময় নিরাশার হাসিতে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে বলিল, "চলে গেল? অযোগ্যতার দুঃসহ মনস্তাপ নিয়েই সে চলে গেল! পৃথিবীতে কি স্মৃতি সে রেখে গেল আজ? শুধু অকর্ম্মণ্যতার! শয়তানি ফরমাসের মাপে সে নিজেকে গড়ে তুল্‌তে পারে নি, নিজের অবস্থার যোগ্য কর্ত্তব্যপালন কর্‌তে পারে নি,—পৃথিবীর কাছে,—! না—না, পৃথিবীর মানুষের কাছে সে চির-অপরাধী রয়ে গেল! বুকটা তার ভেঙ্গে গিয়েছিল বে, কিন্তু সেই ভাঙ্গনের ঘা খেয়েই প্রাণটা তার ভক্তিতে ভরে গিয়েছিল, শক্তিতে গড়ে উঠেছিল! তোমার সূক্ষ্ম বিচার, ভগবন্! তার আসক্তির জন্য সংসারে কিছু রাখ নি!—কোন পিছ্‌টান ছিল না তার।—সে উপেক্ষিত

—অনাদৃত হয়ে, বৈরাগ্যভরা হৃদয় নিয়েই পৃথিবী থেকে চলে গেল!—এ কি সৌভাগ্যের যাত্রা! তোমার করুণাময় নাম ধন্য হোক্ দয়াময়! এবার শান্তি দাও, শান্তি দাও—!"

অবসাদের আলস্যে নমিতার দুই চক্ষু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। শান্ত মুখে সে ঘুমাইয়া পড়িল। সকলে নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

বিরত।

হও রে সংযত, ওরে রসনা আমার!
ভেঙ্গে যাক্, দলে যাক্, কি ক্ষতি তোমার?
এ জীবন ভস্ম ছাই, আপন কিছুই নাই,
যা'লয়ে গৌরব করি ভেবে অধিকার।
খেলিতে এসেছ খেলা, খেল সুখে এই বেলা,
সময় চলিয়া গেলে আসিবে না আর।
হও রে সংযত, ওরে রসনা আমার!

ওই হের অমানিশা আবরি' জীবন;
এই আমা চিরকাল রবে না এমন।
আলো তমঃ পাশাপাশি, অশ্রু পরে রহে হাসি,
মরণের পরে রহে নবীন জীবন।
বাঁধিয়া হৃদয়-মন, কর কাজ সমাপন,
যেন সুখে যেতে পারি এলে আবাহন।
ওই হের অমানিশা আবরি' জীবন!

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

গান।

(রাগিণী বেহাগ)

হৃদয়-চাতক চায় ভালবাসা—
জীবন শুকাইল, কুসুম লুকাইল,
মরু হ'ল ধরণী সরসা!
কবে আসিবে ঘন ঘোরে বরষা,
হৃদয়-নিকুঞ্জ হইবে সরসা,
সব আশা-তৃষা মোর মিটিবে নিমেষে,
প্রেম-রসে হব হরষা!
মরণে নাহি ডরি ডুবিলে প্রেমে,
নীরবে যাইব রসাতলে নেমে,
ভুলিব দুখ-শোক, ভুলিব সুরলোক,
এ লোক হবে সুধা-পরশা!
মরিব যদি, ভালবেসে মরিব,
মত্ত-মধুপ-সম মধুপানে মরিব।
কুসুম ফুটায়ে, উৎস ছুটায়ে।
অমর করি যাব ভালবাসা॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

ছয়-ঋতু।

বৈশাখের প্রচণ্ড নিদাঘে পুড়ে বিশ্ব হয় ছারখার।
শ্রাবণেতে শান্ত করে তাহা শান্তিময়ী স্নিগ্ধ বারিধারা॥
শরতের সুবিমল আভা স্নেহময়ী মা'র আগমন।
হেমন্তের কুহেলিমালায় আবরিত নিখিল ভুবন॥
মাঘের প্রখর-হিম-মাঝে সারদার জয়জয়রব;
বসন্তের আনন্দহিল্লোল, চাঁদ, ফুল, মলয়া, উৎসব!

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ষা-বরণ

এতদিন যারে নীরসশুষ্ক তৃষ্ণা-আকুল বুকে
খুঁজেছিনু—কই কই ?
জীবন-মরুতে সেই রসময় অমৃত ঢেলে আজি
হর্ষমুখর-বরষা এসেছে ওই !
জুড়ায়ে গিয়েছে হতাস-পরশ-বিরস তাপিত প্রাণ,
করিয়াছে সে যে দগ্ধ জ্বালায় চন্দন-লেপদান,
তাই তারে আজি জীবন ভরিয়া বন্দনা করি' মোর
দুখ্ জ্বালা সব হ'য়ে আসে উপশম।
নিখিল বিশ্ব মুখর করিয়া বরষা আসিল ওই
হৃদি কূলে কূলে করি' মধু-চম্‌চম্।

বহু দিবসের বেদন-ব্যাকুল বিফল প্রাণে সে মোর
কি আশা ঢালিল আজ,
প্রণয়ীর প্রাণ-যমুনার কূলে সাঁতারি উঠিছে কে
ঢলি, ঢলি' পড়ে সারা তনু-ভরা লাজ।
বর্ষণ-ছলে ধরণীর পরে ঝরে ও যে সুধাধার,
ভূলোকে দ্যুলোকে পুলক উছলি পড়ে যেন দেবতার,
নিখিল নিঙাড়ি' প্রেম লয়ে আজি' দাঁড়াইয়া তারে গো
বন্দিতে শত ছন্দে যে কবিকুল ;
হতাশ-ভরসা মোহন দরশা বরষা আসিল ওই
হৃদয়-বৃন্তে ফুটায়ে মিলন-ফুল।

বসি' সুখে আজ বাতায়ন-তলে মনে পড়ে কত বাণী,
স্মৃতি কত দিবসের ;
চঞ্চল মেঘ-গুরু-গরজনে দুরু দুরু হিয়া-তলে
জাগে কত ছবি প্রণয়-নন্দনের।

বন্ধ ঘরের দুয়ারে দুয়ারে নিঃশ্বাসি' শতবার,
প্রগল্‌ভ বায়ু ফিরিছে অধীর সন্ধান করি' কার,
নামে যবে ধারা প্রাণের জনের দর্শন লভি'
ধীরে
মাতাল সে বায়ু তখন শান্ত প্রাণ ;
বক্ষে জাগায়ে সরস ভরসা বরষা আসিল ওই
বিরহীর বুকে জাগাতে মিলন-গান।

মৌন-বদনা কৃষক-ঝিয়ারি দাঁড়ায়ে কুটীর-দ্বারে
কি ভাবিছে আজি ওই,
সম্মুখে তার শূন্য ক্ষেতের দূর সীমানার শেষে
শুভ্র গাঙ্গেতে জল করে থই থই।
ক'দিন হইতে স্বামী ঘরছাড়া তাই কি উদাস মন,
হেরিয়া আষাঢ় ঝর্ঝর ধার বন-তনু-শিহরণ,
নীরদ-অধরে চপলার হাসি চমকে অবলা-প্রাণ,
প্রাণপ্রিয় বঁধু কাছে নাই আজি তার ;
প্রেম-গৌরবে নিখিল-ভরসা বরষা আসিল ওই
মিলন জাগায়ে স্মৃতি-মাঝে বেদনার !

আপনা আপনি এ শোভায় ডুবি' তৃষা যে মিটে না হায় !
কে আছিস্ প্রিয়জন,
বিরহ-তাপিত কে আছিস্ আজি মোর সাথে সাথে আয়
বন্ধ ঘরের খুলে দে যে বাতায়ন।
ধন্য হইবি যদি আঁখি মেল্ বাহিরেতে একবার,
সসীমে অসীমে আজি কোলাকুলি হয়ে গেছে একাকার,
স্বরগের ধারে ধরণীর ধূলি তরল হয়েছে গলি,
গৃহ মাঠ বাট কি অমিয় দরশন ;

নবীন ছন্দে মিলনানন্দে বরষা আসিল ওই,
বুকে বুকে ছোটে নন্দন-হরষণ।
বিরহী যক্ষ, হবে কোন্‌দিন হইল মেঘের সাথে
কত যে বারতা তার,
কবির হিয়ায় নির্ঝর হ'য়ে গলি সে করুণ বাণী
ঝরিয়া পড়িল কবিতায় সুধাসার।

সেই মেঘদূত—মনে পড়ে আজ তারি বিরহের গান,
সাধ যায় সেই যক্ষের সনে মিশাইতে মনপ্রাণ;
বন্দনা-অভিনন্দন ছলে দাদুরী ডাকিছে গো
বঁধুর বাসর রচি আয় মোরা আজ;
আসিল বরষা মঙ্গলময় দিকে দিকে গেল খুলি
প্রকৃতির অবগুণ্ঠন-ভরা লাজ।

প্রেমের চারণ বরষা হেথায় এসেছে নবীন বেশে
রচি' আজ নব গান,
হৃদি-কূলে কূলে কি স্মৃতি উছলে শুনিয়া কণ্ঠ তা'র,
মুখর হইয়া উঠেছে নিখিল-প্রাণ!
কে আছিস্ ওরে দেখে যা বাহিরে হৃদয় করিয়া থির,
জগতের সনে আজি প্রেম-যাগ-উৎসব প্রকৃতির,
এ মহামিলন-মঙ্গলে প্রাণ ছন্দে উঠিছে নেচে,
সুন্দর মোর আয় রে বরষা আয়;
আয় রে প্রণয়-বন্দনা গাহি নন্দিতে ধরাতল
বসে আছি তোর মিলন-প্রতীক্ষায়!

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

পাতিব্রত্য।

পুরুষ নারীর পাণিগ্রহণ করিল এবং বলিল—"ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি। মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব। প্রজাপতিষ্টা নিযুনক্তু মহ্যম্। ওঁ গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং, ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ, সমাপো হৃদয়ানি নৌ। সম্মাতরিশ্বা সংধাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ।"—আজ হইতে আমি হৃদয় লইয়া কার্য্য করিব। আমার চিত্তানুরূপ তোমার চিত্ত হউক। একমনা হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। প্রজাপতি আমার জন্য তোমাকে নিয়োজিত করুন। প্রজাপতি আমার জন্য তোমাকে নিয়োজিত করুন। সৌভাগ্য উৎপাদনের জন্য আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি। আমার সহিত পত্নীরূপে তুমি যাবজ্জীবন বাস কর। বিশ্বদেবগণ ও জলদেবতা তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে মিলিত করুন। অগ্নি, প্রজাপতি ও উপদেষ্ট্রী দেবতা আমাদের দুইটী হৃদয় একীভূত করুন।"

নারীর প্রাণ তাহাই চাহিতেছিল। শত জন্মান্তর ব্যাপিয়া তাহার হৃদয় যে হৃদয়টীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত হইয়া গিয়াছে, এই জন্মেও গার্হস্থ্যজীবনের প্রথম জ্ঞানোন্মেষক্ষণে তাহার হৃদয় যে হৃদয়টীর সহিত মিলিত হইবার জন্য সমুৎসুকভাবে অবস্থান করিতেছিল, আজ মঙ্গলময় বিধাতার অসীম অনুগ্রহে সেই চির অভীপ্সিত ধন—আপনার সুখ-দুঃখময় জীবনের একমাত্র বন্ধুকে পাইয়া

সে স্বকীয় শূন্য হৃদয়ে পূর্ণতা অনুভব করিল, এবং আপনার দেহ, মন ও প্রাণ তাহার জন্য অবিরত নিয়োজিত করিতে পাইবে বলিয়া কৃতার্থ হইল।

নর-নারীর মধ্যে এই দাম্পত্য-সম্বন্ধ, যাহা সাধারণতঃ প্রণয়নামে অভিহিত, বড়ই মধুর এবং পবিত্র! সম্পদের স্রোতে এ সম্বন্ধ ভাসিয়া যায় না, বিপদের ঝটিকায় এ সম্বন্ধ ভগ্ন হয় না, অবস্থার বিপর্য্যয় এ সম্বন্ধকে বিকৃত করে না; শৈথিল্যকারিণী জরা এই সুদৃঢ় সম্বন্ধকে শিথিল করিতে পারে না, প্রলোভন এ সম্বন্ধের উপর আপন মায়াজাল বিস্তার করিতে পারে না, সঙ্কোচের আবরণ এ সম্বন্ধকে চাপিয়া রাখিতে পারে না। এ এক প্রাণস্পর্শী শান্তিপূর্ণ সম্বন্ধ। কবিগণ এ মধুর সম্বন্ধের সঙ্গীত তুলিয়া আত্মহারা হন, ধার্ম্মিকগণ এ পবিত্র সম্বন্ধের আলোচনা করিয়া কৃতার্থ হন্। তাই উত্তর-চরিতের ভাবুক কবি মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বলিয়াছেন—

"অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাবস্থাসু যদ্-
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ
স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি
তৎ প্রাপ্যতে॥

—সুখদুঃখে একরূপ, সকল অবস্থায় অনুকূল, যাহাতে হৃদয় বিশ্রাম লাভ করে, জরা যাহার রস কাড়িয়া লইতে পারে না, কালক্রমে সঙ্কোচের নাশ হইলে যাহা পরিপক্ক স্নেহরূপে পরিণত হয়, অকপট হৃদয়ের সেই মঙ্গলময় প্রেম অতীব বিরল।

বাস্তবিক, নর ও নারী সংযুক্ত হইয়া যেন মানবজীবনের পূর্ণতার সৃষ্টি করিয়াছে। একদিকে নারীর কোমলতার সহিত না মিশিলে নরের কঠোরতা স্বকীয় তীব্রতায় জগৎ নিপীড়িত করিয়া ফেলিত, অন্যদিকে পুরুষের কঠোরতাকে আশ্রয়রূপে না পাইলে কর্ম্মময় জগতের দুর্ব্বহভারে নারীর কোমলতা ছিন্নলতার মত নত হইয়া পড়িত। যেমন নরের সাহচর্য্য না পাইলে অবলা নারীর পক্ষে একল জীবন ধারণ দুষ্কর হইয়া পড়ে, তেমনি আবার নারীর সাহচর্য্য ব্যতীত ধর্ম্মকর্ম্ম-ময় পুরুষের জীবনও অপরিচালা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত লোকসৃষ্টির জন্য স্ত্রীপুরুষের মিলন জগদীশ্বরের একান্ত অভিপ্রেত। সেই জন্য ভার্য্যাহীন জীবনের প্রসঙ্গ তুলিয়া শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

"একচক্ররথো যদ্বদেকপক্ষো যথা খগঃ।
অভার্য্যোঽপি নরস্তদ্বদযোগ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥"

যেমন রথের একটী চাকা থাকিলে তাহা চলিতে পারে না, এবং পক্ষীর একটী পক্ষ থাকিলে সে উড়িতে পারে না, সেইরূপ ভার্য্যাহীন নর সকল কর্ম্মের অযোগ্য।

"ভার্য্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি ভার্য্যাহীনে কুতঃ সুখম্।
ভার্য্যাহীনে গৃহং কস্য তস্মাদ্ ভার্য্যাং সমাশ্রয়েৎ॥

ভার্য্যাহীন ব্যক্তির ক্রিয়া নাই, ভার্য্যাহীন ব্যক্তির সুখই বা কোথায়? ভার্য্যা না থাকিলে গৃহই বা কাহার? সেই জন্য ভার্য্যা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহু র্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
গৃহং তু গৃহিণীহীনং কান্তারাদতিরিচ্যতে॥

সংসারী ব্যক্তির কেবল গৃহই গৃহ নহে, গৃহিণীই তাহার গৃহ। গৃহিণী না থাকিলে এই গৃহ দুর্গম কাননকেও পরাজিত করে।

অদারস্য গতির্নাস্তি সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
স্থরার্চ্চনং মহাযজ্ঞং হীনভার্য্যো বিবর্জ্জয়েৎ॥

পত্নীহীন ব্যক্তির গতি নাই। তাহার সকল ক্রিয়াই বিফল। দেবতাপূজাই বল, মহাযজ্ঞই বল, পত্নীহীন ব্যক্তির তাহা পরিত্যাগ করাই উচিত।

বাস্তবিক পক্ষে সংসার হইতে ভার্য্যাকে বাদ দিলে সে-সংসার সর্ব্বতোভাবে শ্রীহীন হইয়া পড়ে। জননীর স্নেহ বক্ষে ধারণ করিয়া কে সন্তানের প্রসব ও পালন-দ্বারা সংসারকে স্থায়িত্বপ্রদান করে?—ভার্য্যা। কায়মনোবাক্যে কে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করে?—ভার্য্যা। অতিদুষ্কর গৃহিণীব্রত অবলম্বন করিয়া কে সংসারকে সর্ব্বদা শ্রমদ্বারা সঞ্জীবিত রাখে?—ভার্য্যা। স্নেহ, দয়া, শান্তির উৎসরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া কে দুঃখক্লিষ্ট তপ্ত সংসারকে শীতল করিয়া দেয়?—ভার্য্যা। পবিত্রতা ও প্রসন্নতার আলোকে কে তমোময় সংসারস্থল সর্ব্বদা উদ্ভাসিত করিয়া রাখে?—ভার্য্যা।

মনুও বলিয়াছেন—

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥

সন্তান-প্রসবের জন্য মহাকল্যাণভাজন গৃহের শোভাস্বরূপ রমণীগণ পূজার যোগ্য। এ-কারণ গৃহমধ্যে শ্রী ও স্ত্রী, এতদুভয়ের কোন প্রভেদ নাই।

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্॥
অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ॥

অপত্যের উৎপাদন, জাত শিশুর পরিপালন, এই সমস্ত কার্য্যই সংসারে প্রত্যহ প্রত্যক্ষভাবে স্ত্রী দ্বারাই হইয়া থাকে। পুত্র, ধর্ম্মকার্য্য, সেবা-শুশ্রূষাদি, পিতৃপুরুষদিগের এবং নিজের স্বর্গলাভ, সমস্তই দারাধীন।

নরের চিরকল্যাণকারিণী, সংসারের সম্পৎস্বরূপা যে নারীর উপর সংসারের সুখ, শান্তি, পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য, স্বচ্ছলতা এবং সুযশঃ অধিকাংশরূপে নির্ভর করে, ধর্ম্মশাস্ত্র যাহার সম্মান-রক্ষার জন্য বারংবার উপদেশ দিয়াছেন, সেই নারীর স্নিগ্ধমধুর নির্ম্মল পবিত্র মূর্ত্তিই প্রশস্তা। এবং সেই মূর্ত্তির অধিকারিণী হইতে হইলে নারীকে বিশিষ্টগুণরাজিতে মণ্ডিত হইতে হইবে। নতুবা নির্গুণা নারী সংসারের কালিমস্বরূপা এবং জগতে চিরদিনই বিনিন্দিতা। আবার গুণের অধিকারিণী হইতে হইলে নারীগণকে সর্ব্বাগ্রে পতিব্রতা হইতে হইবে। কারণ, পাতিব্রত্যই নারীগণের অন্যান্য গুণসমূহের মেরুদণ্ডস্বরূপ। যেমন বিনয় পুরুষের অন্যান্য গুণসকলকে অলঙ্কৃত করে, এবং বিনয় না থাকিলে পুরুষের অন্য গুণসকল বিফলতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পাতিব্রত্য নারীদিগের আর যত গুণ আছে সকলকে বিভূষিত করে, এবং পাতিব্রত্যের অভাবে তাহাদের অন্য শত শত গুণ বিফল হইয়া থাকে। পুষ্পের যেমন সৌরভ, স্ত্রী-জাতির তেমনই পাতিব্রত্য। যেরূপ সৌরভ থাকিলে অতিকুরূপ বন্যপুষ্পও সমাদৃত হয়, আর সৌরভ না থাকিলে অতিসুরূপ পুষ্পও অনাদৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ পাতিব্রত্য থাকিলে কুরূপ স্ত্রীলোকও পতিব্রতা বলিয়া জগতে মান্য হইয়া থাকে, এবং পাতিব্রত্য না থাকিলে স্ত্রীলোকের আলোকসামান্য সৌন্দর্য্যও